সাংখ্য-দর্শন

বঙ্গানুবাদ

boiboi.net

সাংখ্য-দর্শন

অনুবাদক

সদ্‌গুরুদাস (শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ী)।

boiboi.net

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী বাসন্তী গুহ
১২/এ, ঠাকুরবাড়ী সরণী
কলিকাতা-৮৩, (বেলঘরিয়া)।

প্রথম প্রকাশ :
অক্টোবর—১৯৮২

মূল্য : ১০ টাকা

প্রচ্ছদ :
শুভংকর গুহ

মুদ্রাকর :
শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র রায়
প্রিন্টস্মিথ
১১৬, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রাপ্তিস্থান :

১। মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্
(কলেজ স্কোঃ) কলি-৭৩

২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলি-৬

৩। বৈশাখী
২১২, রাসবিহারী এভিঃ
কলি-১৯
(গড়িয়াহাট বাজার)

৪। শ্রীশ্রী কটিয়া বাবার আশ্রম
পোঃ সুখচড়
জিঃ ২৪-পরগণা

৫। প্রকাশিকা

boiboi.net

উৎসর্গ

যাঁর কৃপায় এই আবেগ, উৎসাহ ও প্রেরণা, যাঁর করুণায় মোহ, তমসা ও ... ধীরে ধীরে দূরীভূত হয়ে আলোক, আনন্দ, ও চিরন্তন সুখশান্তির বর্ষণ ...শিত হচ্ছে, যাঁর সদানন্দময় মূর্ত্তির স্মরণমাত্র সর্ব্বদুঃখ দূর হয়, যিনি অতি ...মাময়, করুণাঘন এবং শিষ্যগতপ্রাণ, যিনি সুখদুঃখাতীত, স্মিতহাস্যবদন, ...শান্তচিত্ত, ব্রহ্মভূত, সমদর্শী, সর্ব্বদা সমাহিত, স্থিতপ্রজ্ঞ, সত্যসন্ধ, সর্ব্বগুণাকর, ...দজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সর্ব্বজনবন্দিত, হিমালয়সদৃশ ধীর ও সমুদ্রগম্ভীর, পিঙ্গল ...টাজুটধারী অতি সুদর্শন শ্রীশ্রীগুরুদেব ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ ১০৮ স্বামী ...ধদাস কাঠিয়াবাবাজীর ভুবনমঙ্গলময় শ্রীশ্রীচরণকমলযুগলে ভক্তি ও শ্রদ্ধা-...পূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সমর্পণ করে ধন্য হলাম।

৩রা শ্রাবণ, ১৩৮৯। —অনুবাদক—

boirboi.net
boirboi.net

boiRboi.net

ভূমিকা

সাংখ্য-দর্শন অপূর্ব্ব, অপূর্ব্ব! আমাদের সমস্ত শাস্ত্ররাজির মধ্যে এই দর্শন মধ্যমণিরূপে বিরাজ করছে। আমরা যা-কিছু ভাবি, বলি বা জ্ঞানের বিশ্লেষণ করি সবই সাংখ্য-দর্শন-ভিত্তিক। যাকিছু জেনেছি, জান্‌ছি এবং জেনে জীবন-সার্থক মনে করি, সবই এই দর্শন থেকে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তে প্রবীণ ঋষি এই বলে আশ্চার্য্য হয়েছিলেন, "মনঃ কুতো অধিপ্রজাতম;" এই আশ্চর্য্যজনক মন কোথা থেকে এল! এই দর্শন আমাদের স্থূল দেহযন্ত্রে মনসহ সমস্ত অতীন্দ্রিয়ের ব্যাখ্যা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জগতের সৃষ্টিকার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করেছেন।

ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, শ্রুতি ইহা বহু আয়াসে এবং বিস্তৃত পর্য্যালোচনার দ্বারা নির্দ্দেশ করেছেন। সেই এক ব্রহ্ম কি করে বহু হলেন এবং জগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কিভাবে অধিগত হয়ে আছেন, সাংখ্য-দর্শন তাই ব্যাখ্যা করেছেন। এমনভাবে এবং এমন সুন্দররূপে বুঝিয়েছেন, যা একাগ্রমনে অনুসরণ করলে সেই জ্ঞানরূপ ব্রহ্ম চিত্তে প্রজ্বলিত হন। তাই সাংখ্য-দর্শনকে জ্ঞানযোগও বলা হয়। "পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এতে সংখ্যাত হয়েছে বলে ইহার নাম সাংখ্য-দর্শন।" "যাহার দ্বারা গুণদোষ সংখ্যা করা যায়, তাহার নাম সাংখ্য" (মহাভারত)।

জীবনের অসারতা ও দুঃখের আঘাতে জর্জ্জরিত মানবকে এর থেকে মুক্তির পথ দেখাবার জন্য পরম করুণাময় ঈশ্বর আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে কপিলমুনিরূপে ঋষি কর্দ্দমের ঔরষে মনুকন্যা দেবহুতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। উড়িষ্যার বিন্দুসরোবরের তীরে ঋষি কর্দ্দমের আশ্রম ছিল। ভগবানের আদেশে সম্রাট মনু তাঁর তিনটি কন্যার অন্যতমা দেবহুতিকে ঋষি কর্দ্দমের হস্তে সমর্পন করেন। ঋষি সম্রাটকে বলেছিলেন, তোমার মেয়ে যতদিন না অন্তর্বতী হন, ততদিন আমি এর সমাদর করব। এর কারণ ভগবান

boiRboi.net

ঋষিকে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন, আমি তোমার ঔরষে এবং দেবহুতির গর্ভে জন্ম নিচ্ছি। প্রথমে তাঁদের নয়টি মেয়ে জন্মায় এবং অসহায়া স্ত্রীর অনুরোধে ঋষি নয়টি মেয়েকে নয়জন ঋষির হস্তে সমর্পণ করেন। কিন্তু পুত্র ভগবান কপিল-দেবের জন্মের পরই তিনি তপস্যার জন্য গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। পুত্র মাতাকে আশ্বাস দিয়ে ঐ আশ্রমেই তপস্যায় জ্ঞানলাভ করে সাংখ্য-দর্শন রচনা করেন। এই দর্শন প্রথমে তিনি তাঁর অশীতি বৎসর বয়স্কা মাতৃদেবীকেই ব্যাখ্যা করেন এবং ভগবৎজ্ঞানে পুত্রের সেবা করে মাতাও মোক্ষলাভে সমর্থা হন।

বেদবিহিত পুরুষার্থ, অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজন হল চারটি, ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। এগুলো লাভ করার জন্য জীবনকে চতুরাশ্রমে বিভক্ত করা হয়েছে, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনের উপযোগী করে চরিত্রগঠনও করতে হবে, কারণ শ্রুতি বলেছেন :—

ঈশাবাস্যমিদং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন তক্তেন ভুঞ্জিথা মা গৃধ কস্যস্বিৎ ধনম্॥ (ঈশ)

ব্রহ্ম এই চলমান জগতের সবকিছু সৃষ্টি করে তার মধ্যে বাস করছেন, সুতরাং ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে; অন্য কারও ধনের প্রতি লোভ করবে না। মূল উপদেশ হল, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, অর্থাৎ নিস্পৃহ হয়ে সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করবে। কঠোপনিষদের প্রথমে বলা হয়েছে, মানুষের জীবনে শ্রেয় এবং প্রেয় দুটোই উপস্থিত হয়; ধীর ব্যক্তি শ্রেয় গ্রহণ করেন এবং অল্পবুদ্ধি লোক ভোগের বশবর্ত্তী হয়ে প্রেয়ই বরণ করে। করুণাময় ভগবান বেদের মধ্য দিয়ে শ্রেয় এবং প্রেয় দুটোরই মানব-জীবনে সামঞ্জস্য করেছেন। প্রথমে প্রবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করে সংসারাশ্রমে ভোগ সমাপণ করে, পরে সংসারাশ্রমে নিস্পৃহ হয়ে বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করতে হবে প্রেয় লাভ করবার জন্য। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটি পুরুষার্থ হচ্ছে সংসারাশ্রম-

ভিত্তিক এবং বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের লক্ষ্য হচ্ছে মোক্ষ। এভাবেই সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ মানবজীবনে পুরুষার্থ লাভের সুষ্ঠু পথ নির্দ্দেশ করেছেন।

দেহধারণ করার মানেই হচ্ছে ত্রিবিধ, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক দুঃখ ভোগ করা। যতক্ষন দেহ থাক্‌বে, ততক্ষণ এই ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ করতেই হবে। প্রকৃত সুখ বলে কিছু নেই, যাকিছু আমরা সুখ বলে মনে করি তাও দুঃখ মিশ্রিত। পরম কারুনিক ঋষি বলেছেন, এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হচ্ছে মোক্ষ। এই মোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা লভ্য। আত্মা যিনি প্রত্যেক জীবের মধ্যে অধিগত হয়ে আছেন, তিনি স্বরূপতঃ মুক্ত। কিন্তু অবিদ্যাযোগে তিনি বদ্ধ বলে প্রতিভাত হন। এই অবিদ্যা তিরোহিত হলেই বদ্ধ আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, জীব তখন দুঃখজনক জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তিলাভ করে। এই-যে অবিদ্যা, ইহা বাস্তবিক পক্ষে আত্মার নয়, প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত জীবাত্মা এই অবিদ্যাগ্রস্ত হন। কিরূপে তিনি অবিদ্যাগ্রস্ত হন, তাই হচ্ছে জ্ঞানের বিষয় এবং এই জ্ঞানলাভ হলে নিজ স্বরূপ অবগত হয়ে তিনি মুক্ত হন। ইহাই হচ্ছে এই দর্শনের বিষয়। প্রকৃতির যে জগৎরচনারূপ কার্য্য তা প্রকৃতপক্ষে বদ্ধ পুরুষের বিবেকোৎপাদন পূর্ব্বক মুক্ত হওয়ার জন্যই। মুক্ত পুরুষের প্রতি তখন আর প্রকৃতির কোন কার্য্য থাকে না, অর্থাৎ তখন তিনি ত্রিগুণাতীত হয়ে ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন।

ভোজবর্ত্তিকা, সাংখ্যসার, সাংখ্য প্রদীপ ও সাংখ্যতত্ত্ব প্রদীপ নামে কতকগুলো গ্রন্থ পূর্ব্বে এই দর্শন ব্যাখ্যা করলেও বর্ত্তমানে—**সাংখ্য প্রবচন সূত্র** সাংখ্য-কারিকা ও তত্ত্বসমাস ওই তিনখানি গ্রন্থ সাংখ্য-দর্শনরূপে পরিচিত। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি প্রথমটির তুলনায় অনেক সংক্ষেপ রচিত। এই দর্শনের সমস্ত সারবস্তু বিস্তৃতরূপে প্রথমটিতে বিবৃত থাকায় ইহারই অনুবাদে প্রবৃত্ত হলাম। ইহা ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে এই দর্শনের সমস্ত বিষয়-বস্তু বর্ণিত হয়েছে। পরের অধ্যায়গুলোতে মূল বিষয়ের প্রমাণসহ বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনা হয়েছে, যাতে নিষ্ঠাবান পাঠকের মনে জ্ঞান দৃঢ় হয় এবং

অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। তাছাড়া তত্ত্ববিষয়ক শাস্ত্র বার বার পঠিতব্য, জ্ঞাতব্য মন্তব্য এবং স্মরণীয়। ইহাকেই যোগ বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ কঠোপনিষদ, ইহাতে যম ও নচিকেতার গল্পের মধ্য দিয়ে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন ও উত্তরের দ্বারা ব্রহ্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন, "স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে", এবং অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকেও বলেছেন, "স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।" ব্রহ্ম গুণাতীত ও নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ তিনি নিজে কিছুই করেন না, অথচ সবকিছুই তাঁর ইসারায় হচ্ছে। তাহা কিরূপ? ব্রহ্ম সব কিছুতেই অধিগত হয়ে আছেন অথবা সবকিছুতেই তিনি চৈতন্যরূপে বর্ত্তমান। জীবের মধ্যে তাঁর অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে স্বভাবরূপে, যা না-কি জীবকে পরিচালিত করছে। এই যে স্বভাবরূপে তাঁর অধিষ্ঠান ইহাই হচ্ছে অধ্যাত্ম। তাঁর এই-যে অধিষ্ঠান ইহা অত্যন্ত গৌণরূপে এবং সমস্ত জগৎ কার্য্য নিয়ম-মাফিক এই অধিষ্ঠান বশতঃই চল্‌ছে। পরম কারুণিক মহামুনি, ভগবান কপিলদেব ব্রহ্মের এই অধিষ্ঠান বা সৃষ্টিতত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিজ্ঞানালোচনার দ্বারা আমাদের নিকট তুলে ধরেছেন। ইহা অপূর্ব্ব এবং অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার! পৃথিবীর যা কিছু শাস্ত্রগ্রন্থ, সাহিত্য সবই এই সাংখ্য-দর্শন ভিত্তিক। কি মহাভারত, কি শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণাদি, যেখানে তত্ত্বজ্ঞানের গভীরত্ব আলোচনা করা হয়েছে সেখানেই সাংখ্যযোগ ব্যাখ্যাত হয়েছে। সুতরাং জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তির পক্ষে ইহা যে অমৃততুল্য তা বলাই বাহুল্য।

তত্ত্ববিষয়ক শাস্ত্র মানেই দুর্ব্বোধ্য বলে মনে হয় এবং দূর থেকে বহুলোক ইহা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। শ্রুতিতে এবং শাস্ত্রাদিতে বলেছেন, তাঁর নিকট যাও, যিনি "শাব্দে পারে চ নিষ্ণাতঃ", অর্থাৎ যিনি বেদে এবং পরব্রহ্ম তত্ত্বে পারঙ্গত। তিনি তোমাকে জলের মত ইহা বুঝিয়ে দেবেন। কেবল তোমার শ্রদ্ধা, ভক্তি ও দৃঢ়তা থাকা চাই। অধিকারী তিন প্রকার, উত্তম, মধ্যম ও অধম। উত্তম অধিকারী হয়ত সহজেই জ্ঞান

লাভে সমর্থ হন, কিন্তু মধ্যম ও অধম অধিকারীও অধ্যবসায় সহকারে অনুশীলন দ্বারা জ্ঞানলাভে সমর্থ হন।

মহাকাব্য শ্রীশ্রীমহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি সনাতন শাস্ত্রগ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে বহু লোকের জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করছে। তত্ত্বজ্ঞানলাভে ভাষা কোন প্রতিবন্ধক বলে মনে হয় না, কেবল ভাবধারাই অনুসরণীয়। এই ভেবে এই অপূর্ব্ব দর্শন সরল বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে প্রয়াস পাচ্ছি। অনুবাদের নিরমানুসারে ভাববস্তু অবিকল রাখার জন্য যত্নবান হয়েছি। এই গ্রন্থ অনুবাদে আমার সর্ব্বদা পূজনীয় শ্রীশ্রীদাদাগুরুদেব ৺শ্রীশ্রীসন্তদাসজী মহারাজের লিখিত সাংখ্য-দর্শন এবং ব্যাখ্যাই অধিক পরিমানে অনুসরণ করা হয়েছে, কারণ অন্যান্য ব্যাখ্যার তুলনায় ইহাই বিশেষ ভাবার্থ-প্রকাশক বলে মনে হয়েছে।

শ্রীভগবানের উপদেশ ব্যাখ্যা করা, প্রচার করা বা কীর্ত্তন করাই হচ্ছে তাঁর কৃপাভাজন হওয়া, (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮।৬৯)। শ্রদ্ধবনত চিত্তে তা করতেই আমার এ প্রয়াস! আমার পরম করুণাময় শ্রীশ্রীগুরুদেব, শ্রীশ্রীদাদাগুরুদেব এবং ভগবান শ্রীশ্রীকপিলদেবের চরণকমলযুগলে লুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করছি। তাঁরা আমার প্রতি সদয় হউন।

কলিযুগ বিগতপ্রায়। প্রভু শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু বলেছেন, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্ম থেকেই সত্যযুগ অতি ধীরে, ধীরে আগমন করছে। সত্যযুগ জ্ঞানময় এবং তাকে কৃতযুগ বলা হয়, মানুষেরা এই যুগে কৃতকৃত্য হয়েই জন্মগ্রহণ করেন। আর একদিকে যেমন তমঃপ্রধান কলিযুগের তমসা ঘনঘটা হয়ে উঠ্‌ছে, অন্যদিকে তেমন ধর্মভাব প্রস্ফুটিত হচ্ছে এবং জগৎজুড়ে জ্ঞানচর্চ্চারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাংখ্যযোগই বিশ্বজ্ঞান। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের চব্বিশ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন, এই যোগতত্ত্ব অবগত হলে পুরুষ ভেদবুদ্ধি থেকে উৎপন্ন সুখ-দুঃখ থেকে মুক্তি পায়। সুতরাং জনসমাজে এই গ্রন্থের প্রসার ঘটলে আমার শ্রম সার্থক হবে :

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেব ও পরমারাধ্যা তদীয়া গুরুভগ্নী শ্রীশ্রীযুক্তা গঙ্গাদেবী, পঞ্চতীর্থ, বেদান্তসরস্বতীর নিকট উল্লেখ করতে তাঁরা আনন্দ প্রকাশ করে আশীর্ব্বাদ করেছেন।

শাস্ত্রজ্ঞান শ্রীশ্রীগুরুকরুণাতেই লাভ হয় এবং শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং অকপট সেবাতেই এই করুণা শিষ্যের প্রতি আপনিই বর্ষিত হয়। সুতরাং শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ইহা পাঠ করলে ভগবৎ কৃপায় জড়বুদ্ধি কেটে গিয়ে ভাবজ্ঞান চিত্তে স্ফূর্ত্তিলাভ করবে।

যা কিছু ঘটে, সবই তাঁর করুণা, কারণ প্রেরণাও তিনি, ঘটনাও তিনি; আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী! আমার এ প্রয়াসও তাঁরই। তাঁর শ্রীশ্রীচরণযুগলে অবিরত প্রণতি জানাই।

পরিশেষে, পুনরায় বলছি, বেদান্ত-দর্শনে যেমন একটিমাত্র তত্ত্ব, ব্রহ্মকেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সাংখ্য-দর্শনে ব্রহ্মসহ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নিরূপণ করা হয়েছে। সুতরাং এই দর্শন যে কঠিনতম তাতে সন্দেহ নেই। ব্রহ্ম এই চব্বিশটি তত্ত্বে বিভক্ত হয়ে সৃষ্টিকার্য্য রচনা করছেন। অতি করুণাময় মহামুনি এগুলো আমাদের বোঝাবার জন্য কত যত্নশীল হয়েছেন এবং পুনঃ পুনঃ যুক্তি, গল্প ও উদাহরণের অবতারণা করেছেন, শ্রদ্ধাবান পাঠক তা বুঝতে সচেষ্ট হ'বেন।

"দর্শন" অর্থে সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ চিরন্তন ও অবিনশ্বর সত্যরূপে যা অনুভব করেছিলেন, তাই তত্ত্বরূপে নির্দেশ করে গেছেন। আমরা তাঁদের উত্তরসূরি শ্রদ্ধাবনতচিত্তে সেগুলো জেনে জ্ঞানলাভ করি। অতএব শ্রদ্ধাপ্লুতচিত্তে ধীরে ধীরে ইহার পঠনে অগ্রসর হতে হবে এবং প্রত্যেক শ্লোকে মহামুনি কি বলতে চাইছেন, তা অনুধাবন করতে হবে। এইভাবে একবার পুস্তিকা পাঠ শেষ হলে, বার বার পাঠ করতে হবে, তবেই করুণাবতার মহামুনির কৃপায় পরব্রহ্মের সৃষ্টতত্ত্ব হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হবে। এখানে উল্লেখ করে শেষ করছি, আমি শ্রীশ্রীমহাভারতের শান্তিপর্ব্ব থেকে আশ্রমিক পর্ব্ব, শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ

ও শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা কতবার পড়েছি এবং পড়ছি, তবুও জ্ঞানামৃত সেবনে তৃপ্তি হয়নি।

এই গ্রন্থ মুদ্রণে প্রিণ্টস্মিথ প্রেসের অধিকারী শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র রায় মহাশয় ও তদীয় পুত্র শ্রীমান রবীন বার বার প্রুফ দেখে ও সর্ব্বপ্রকার বন্দোবস্ত করে পুস্তক প্রকাশনে উদার হৃদয়ে যে অকৃত্রিম সাহায্য করেছেন, তা আজীবন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করব।

মুদ্রণে অশুদ্ধি অপরিহার্য্য, সুতরাং শুদ্ধিপত্র যুক্ত হল।

ওঁ তৎ সৎ

বিনীত—

অনুবাদক

boirboi.net

boirboi.net

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	সূত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৪	দৃবট	দৃষ্ট
৩	১০	বন্ধত্ত	বন্ধও
৫৯	৯	বা	না
৫৯	১২	বন্ধুত্ব	বন্ধত্ব
৪৪	২৩	প্রান্তলোকেই	ভ্রান্তলোকেই
৪৫	২৯	সফল	সকল
৪৮		কারণের	করণের

boirboi.net

boiboi.net

সাংখ্য-দর্শন

প্রথম অধ্যায়

১। ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। ১।১*

জীব যত প্রকার দুঃখভোগ করে তাহা তিনভাগে বিভক্ত, আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। ভোগ সম্পাদিত হয় ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা। এই ইন্দ্রিয়াদিই অধ্যাত্ম বলে পরিচিত; ভোগ্যবিষয় সবলকে অধিভূত বলে এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠিত দেবতা আছেন, যেমন, মনের দেবতা চন্দ্র, চক্ষুর দেবতা আদিত্য ইত্যাদি; এই সকল দেবতাকে আধিদৈব বলা হয়। সুতরাং ভোগ সাধিত হয় ঐ তিনটির সংযোগরূপে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি (অধ্যাত্ম), ভোগবস্তু (অধিভূত) এবং ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক দেবতা (অধিদৈব) মিলিতভাবে পুরুষের ভোগ সাধন করে। এখন, ইন্দ্রিয়াদির ভোগশক্তি পরিমিত, যেমন চক্ষু দূরের বস্তু দেখতে পায় না বা স্পষ্টরূপে দেখতে পারে না। সেহেতু যে দুঃখ, তা আধ্যাত্মিক দুঃখ। ভোগ্যবস্তুসকলও সীমাবদ্ধ এবং সব সময় ভোগার্থ লভ্য হয় না, এ জন্য যে দুঃখ তা আধিভৌতিক দুঃখ। ইন্দ্রিয়দের অনুগ্রাহক দেবতারাও সব সময় অনুগ্রহ করেন না, যেমন চক্ষুর দেবতা আদিত্য রাত্রিতে অনুগ্রাহক হন না, এজন্য যে দুঃখ, তা হচ্ছে আধিদৈবিক দুঃখ। ত্রিবিধ দুঃখের এটাই হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা (শ্রীমদ্ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ)।

---

* মূল গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় প্রথম সূত্র।

boiboi.net

তাছাড়া সাধারণতঃ বোঝবার জন্য অনেকে ব্যখ্যা করেন, ভোগের অতৃপ্তির জন্য চিত্তের যে দুঃখ, তা হচ্ছে আধ্যাত্মিক দুঃখ। দেহের যে দুঃখ, তা আধিভৌতিক দুঃখ এবং দৈবদুর্ব্বিপাক জনিত যে দুঃখ তা হচ্ছে আধিদৈবিক দুঃখ। এইসব দুঃখের সমাধান জীবর করায়ত্ত নহে এবং দুঃখভোগ অনিবার্য্য।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ (পুরুষের প্রয়োজন) হচ্ছে মোক্ষ। এই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ কিরূপ এবং কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

২। দৃষ্ট উপায়ে সেই পুরুষার্থ সাধিত হয় না; কারণ এই সকল উপায়ে সাময়িক দুঃখ দূর হলেও, পরে দুঃখ উপস্থিত হয়। ১।২

দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় যেমন, ঔষধ সেবন, যাগ-যজ্ঞাদি দ্বারা সাময়িক দুঃখ দূর হয় বটে, কিন্তু চিরকালের জন্য উচ্ছেদ হয় না।

৩। প্রাত্যহিক চেষ্টা দ্বারা যেমন, ক্ষুধা সাময়িক নিবৃত্ত হয়; সেরূপ বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মের দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তির চেষ্টাও ক্ষণিক পুরুষার্থ-সাধক হয়। ১।৩

৪। দৃষ্ট উপায়াবলম্বের দ্বারা সর্ব্ববিধ দুঃখ দূর হয় না এবং হলেও দুঃখের বীজ একেবারে বিনষ্ট না হওয়াতে পুনরায় দুঃখের উদ্ভব জন্য প্রমানকুশল পুরুষদের নিকট এই সকল উপায় হেয়। ১।৪

৫। অপর পুরুষার্থসকল হতে মোক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রুতি স্বয়ং প্রমাণিত করেছেন। সুতরাং দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির জন্য মোক্ষানুসন্ধান কর্ত্তব্য। ১।৫

boiboi.net

৬। উভয় উপায়েই, লৌকিক উপায় এবং বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞাদি দ্বারা দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না। ১।৬

৭। জীব স্বভাবতঃ বদ্ধ হলে মোক্ষসাধন উপদেশ দেয়া বৃথা। ১।৭

কারিকাকার ক্রমশঃ পরের সূত্রগুলোতে ব্যাখ্যা করছেন।

৮। স্বভাব কখনও অপগত হয় না। সুতরাং শ্রুতিতে যে মোক্ষ সাধনোপায় উপদেশ করা হয়েছে, তার অনুষ্ঠান নিষ্ফল, শ্রুতি অপ্রমান হয়ে পড়ে। ১।৮

সকল প্রমাণের মূল হচ্ছে শ্রুতি (বেদ)। শ্রুতিতে মোক্ষ সাধনের উপদেশ আছে। স্বভাব অর্থাৎ জীবের স্বরূপ উপদেশের দ্বারা বদলানো যায় না। স্বরূপ বিনষ্ট হলে বস্তুরই বিনাশ ঘটে। সুতরাং মানুষের যে বদ্ধাবস্থা যাহাতে সে দুঃখভোগ করে, তাহা স্বরূপতঃ নয়, অজ্ঞানতা জনিত। পরে বিশ্লেষণ করছেন।

৯। যাহা অশক্য, তৎ সম্বন্ধে উপদেশের বিধি থাকতে পারে না, বরং উপদেশ থাকলে তাহা অনুপদেশ বলেই গণ্য। ১।৯

অশক্য মানে, যা কখনও হতে পারে না।

১০। রঞ্জিত শুক্ল পটের ন্যায়, দগ্ধ বীজের ন্যায় স্বভাবেরও পরিবর্তন সম্ভব। ১।১০

কারিকায় বলা করা হচ্ছে, যেমন শুক্লপটের শুক্লত্ব অন্য রং দ্বারা রঞ্জিত হলে থাকে না, দগ্ধ হলে বীজের বীজশক্তি যেমন বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ আত্মার স্বাভাবিক বদ্ধত্ব বিশেষ চেষ্টা দ্বারা দূর হতে পারে। উত্তর সূত্রে দিচ্ছেন।

১১। এক প্রকার শক্তির উদ্ভব ও অপর প্রকার শক্তির অনুদ্ভব এইমাত্র সম্ভব। অশক্য হলে শ্রুতি ঐরূপ উপদেশ দিতেন না। ১।১১

স্বভাবগত ধর্ম্ম অপরিবর্ত্তনীয়। শুক্লপট বা শুক্ল কাপড় রঞ্জিত হলেও, রজকের চেষ্টায় পুনরায় শুক্লত্ব প্রাপ্তি সম্ভব; যোগীগণ দগ্ধ বীজেরও উৎপাদিকা শক্তি পুনরায় আনতে পারেন। জীবের মোক্ষত্ব অসম্ভব হলে, শ্রুতি কখনও সেরূপ উপদেশ দিতেন না। অর্থাৎ আত্মার বন্ধভাব স্বভাবগত নহে।

১২। আত্মা নিত্যবস্তু, সর্ব্বব্যাপী; সুতরাং কাল বা দেশ সংযোগেও তাঁর বন্ধ সম্ভব নয়। ১।১২-১৩

আত্মা কাল ও দেশের অতীত, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী; সুতরাং কাল ও দেশযোগে তাঁর বন্ধ সম্ভব নয়। সাংখ্যমতে কাল অথবা দেশ কোন নিত্য পদার্থ নয়। ২।১২ সূত্র দ্রষ্টব্য।

১৩। অবস্থা সংযোগেও আত্মার বন্ধ সম্ভব নয়, কারণ অবস্থা-সকল দেহের ধর্ম্ম। আত্মার নয়। ১।৪

৭ থেকে ১৩ সূত্র পর্য্যন্ত আত্মা (জীবাত্মা) যে স্বভাবতঃ বন্ধ নয় তাই প্রমাণ করেছেন। আত্মার বন্ধভাব অবিদ্যাজনিত। অবিদ্যা দূর হলেই তিনি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহাই শ্রুতির উপদেশ।

১৪। অসঙ্গোঽয়ং পুরুষ ইতি (শ্রুতিঃ)। ১।১৫

শ্রুতি বলেছেন, পুরুষ (আত্মা) সর্ব্বপ্রকার সঙ্গবর্জ্জিত। অন্য কিছু তাঁহাতে সংযুক্ত হয় না। তিনি সর্ব্বদা নির্গুণ। ইহা পরে পরিস্ফুট করছেন।

১৮। কর্ম্ম অন্যের ধর্ম্ম বলে কর্ম্মদ্বারা আত্মার বন্ধ স্বীকার করলে অতিপ্রসক্তি দোষ ঘটে। ১।১৬

কর্ম্মসকল স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের ধর্ম্ম। আত্মা নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। জীব আত্মার কর্ম্ম করছে, এবং তদ্রূপ কর্ম্মফলও ভোগ করছে; স্বয়ং আত্মার এতে কার্য্যকারিতা নেই। সুতরাং কর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম বল্‌লে অতিপ্রসক্তি দোষ ঘটে।

১৯। আত্মার সম্বন্ধে সুখ-দুঃখাদি বিচিত্রভোগও নেই, কারণ তৎসমস্ত অন্যের ধর্ম্ম। ১।১৭

সুখ দুঃখ ভোগাদি আত্মার নয়, উহা প্রকৃতির ধর্ম্ম।

২০। প্রকৃতি সর্ব্বদা পুরুষসন্নিধানে থাকাতেও আত্মার বন্ধন ঘটে না, কারণ প্রকৃতি পরতান্ত্রিকা। ১।১৮

প্রকৃতি জড়রূপা, তার নিজের কোন শক্তি নেই। আত্মার সান্নিধ্য-বশতঃই তার শক্তি। সুতরাং প্রকৃতির প্রভাবে আত্মার বন্ধন সম্ভব নয়।

২১। আত্মা নিত্যই শুদ্ধ, বুদ্ধ এবং মুক্তস্বভাব; প্রকৃতির সান্নিধ্য-হেতু তার বন্ধ কল্পিত হয়। ১।১৯

আত্মা সর্ব্বদাই শুদ্ধ (অবিকারী), বুদ্ধ (চেতন স্বভাব) ও মুক্ত (গুণাতীত)। সুতরাং বন্ধ প্রকৃতিরই ধর্ম্ম। আত্মার নহে। কিন্তু প্রকৃতি নিত্য আত্মার সান্নিধ্যে থাকায়, ঐ বন্ধ পুরুষের বলে কল্পিত হয়।

২২। অবিদ্যাযোগেও আত্মার বন্ধন সম্ভব নয়, কারণ অবিদ্যা অবস্তু। ১।২০

অবিদ্যা বস্তু নয়, মিথ্যা, ভ্রমমাত্র। সুতরাং যা অবস্তু তদ্‌যোগে আত্মার বন্ধন কিরূপে সম্ভব ?

২০। **অবিদ্যাকে সদ্বস্তু বলে স্বীকার করলে, আত্মার সঙ্গে উহার যুক্ত থাকাতে আত্মার মুক্তি অসম্ভব হয় ; সুতরাং আত্মার মুক্তি যে শ্রুতিপ্রমানসিদ্ধ, সে সিদ্ধান্তের হানি হয়।** ১।২১

কারণ সদ্বস্তুর বিনাশ নেই।

২১। **অবিদ্যা আত্মা হতে পৃথকভাবে অবস্থিত দ্বিতীয় বস্তু বলে স্বীকার করলে, এরূপ স্বীকার আপত্তিজনক, কারণ তা শ্রুতিবিরুদ্ধ।** ১।২২

কারণ আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই।

২২। **অবিদ্যা সৎ এবং অসৎ উভয়রূপা, এরূপ বিরুদ্ধ দ্বিরূপ পদার্থেরও প্রতীতি হয় না এবং অগ্রাহ্য।** ১।২৩-২৪

২৩। **আপত্তিকারীরা বল্‌তে পারেন, আমরা বৈশেষিকাদির ন্যায় ষট্‌সংখ্যক নিয়ত পদার্থ স্বীকার করি না। অতএব সদসৎ দ্বিরূপ পদার্থ স্বীকার্য্য। উত্তর, তোমরা ষট্ অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পদার্থবাদী নও, সত্য ; কিন্তু ন্যায় ও যুক্তি দ্বারা অসিদ্ধ পদার্থ স্বীকার করা যায় না, এরূপ স্বীকার বালক বা উন্মত্তবৎ সমান হবে।** ১।২৫-২৬

২৪। **অনাদিকাল হতে প্রবাহরূপে প্রবর্ত্তিত বাহ্য বিষয়ের উপরাগ দ্বারা আত্মার বন্ধন হয়, এরূপ মতও যুক্তিযুক্ত নয় ; কারণ এরূপ বাহ্য ও অভ্যন্তররূপ ভিন্ন দেশে অব[illegible] উপ[illegible] উপ[illegible]ক [illegible]**

[illegible]

পরস্পরের উপরঞ্জ্য ও উপরঞ্জক হতে পারে না। তদ্রূপ বহির্দেশস্থ বস্তু অন্তঃস্থ আত্মাকে উপরঞ্জিত করতে পারে না। ১।২৭-২৮

৬৫। উভয়ে তাদের মধ্যস্থিত দেশকে উপরঞ্জিত করে তৎপর পরম্পরা সূত্রে উভয়ে উপরঞ্জিত হয়, এরূপ ব্যবস্থাও হয় না। ১।২৯

কারণ দুটি ভিন্নদেশে অবস্থিত সংযোজনকারী তৃতীয় বস্তু নেই, যদি এরূপ তৃতীয় বস্তু থাকলে বহিঃস্থ ও অন্তস্থঃ বলে কোন পার্থক্য রইল না এবং আত্মা ও বহিঃস্থিত বস্তু উভয়েই ঐ তৃতীয় বস্তুরঅবয়বভুক্ত হয়ে পড়ল। তৃতীয় বস্তুর উদাহরণ-স্বরূপ, সূর্য্য যেমন মধ্যস্থ বায়ুকে অবলম্বন করে রশ্মিদ্বারা দূরস্থ জলে প্রতিবিম্বিত হয়। আত্মা ও অবিদ্যা সম্বন্ধে এরূপ উদাহরণ অপ্রযোজ্য, কারণ তাহলে উভয়ই এবং তৃতীয় বস্তু সবই আত্মায় এক অবয়বভুক্ত হয়ে পড়ল।

৬৬। বাহ্য বস্তু কোন অদৃষ্ট শক্তি প্রভাবে আত্মাকে অনুরঞ্জিত করতে পারে না, কারণ উপকার্য্য ও উপকারক সম্বন্ধ এক কালে স্থিত দুটি বস্তুর মধ্যেই সম্ভব; কিন্তু তোমরা তা স্বীকার কর না। ১।৩০-৩১

ক্ষণিকবাদ খণ্ডিত হচ্ছে। তাদের মতে সর্ব্ব বস্তুই ক্ষণস্থায়ী, উদয়ক্ষণমাত্র অবস্থান করে, পরক্ষণেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং পরক্ষণে উদিত বিষয়ের সহিত পূর্ব্বক্ষণে স্থিত বিষয়ের উপকার্য্য-উপকারক সম্বন্ধ সম্ভব নয়। অতএব বাহ্যবস্তুর উদয় ও তৎপরে আত্মার সঙ্গে তার সম্বন্ধ অসম্ভব।

২৭। যেমন পিতার পূর্ব্বকৃত গর্ভাধানাদি দ্বারা অদৃষ্ট বশতঃ

অজাত পুত্রের উপকার হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বক্ষণে স্থিত বিষয়ের দ্বারা অদৃষ্ট বশতঃ আত্মাতে উপরাগরূপ কার্য্য সংঘটিত হয়; এরূপ যুক্তিও গ্রাহ্য নয়, কারণ তে মাদের মতে আত্মা বলে কোন স্থির পদার্থ নেই। অতএব গর্ভাধানাদি ক্রিয়া দ্বারা ভবিষ্যতে জাত পুত্রের কোন প্রকার সংস্কার অসম্ভব। ১।৩২-৩৩

২৮। **যখন কোন কার্য্যেরই স্থিরতা নেই তখন বন্ধ, মোক্ষ সবই ক্ষণিক হয়ে পড়ল; এই মতও গ্রহণীয় নয়, কারণ, (১) প্রত্যভিজ্ঞা নামক আত্মপ্রতীতি সর্ব্বদা সকল জীবে বর্ত্তমান, অতএব ক্ষণিকত্ববাদ অপ্রমাণিত হয়, যেহেতু আত্ম প্রতীতি অলঙ্ঘনীয়, এবং (২) শ্রুতি এবং ন্যায় এই উভয় বিচারেও ক্ষণিকত্ববাদ অসত্য প্রমাণিত হয়।**

১।৩৪-৩৫-৩৬

প্রত্যভিজ্ঞা মানে, একবার যে বস্তু দেখেছি, তাই পুনরায় দেখছি এরূপ জ্ঞান।

২৯। **কোনরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারাও ক্ষণিকত্ব সাধন এবং প্রত্যভিজ্ঞা বৃত্তির সমন্বয় করা যেতে পারে না।** ১।৩৭

দৃষ্টান্ত, যেমন নদীপ্রবাহ ও দীপশিখা। কিন্তু দীপের অঙ্গীভূত দ্রব্যের এবং নদীস্থ জলের কোন অংশের বিনাশ নেই। বিনাশ না থাকাতে পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী জলীয় ও দীপশিখাসম্বন্ধীয় অবয়বসকলের সংযোগ সম্বন্ধ সম্ভব হয়। এই সংযোগবশতঃই প্রবাহরূপে অবস্থিত একত্বের জ্ঞান জন্মে।

৩০। **যুগপৎ উৎপন্ন বস্তুদের কার্য্য-কারণ ভাব থাকতে পারে না, কারণ বস্তু উৎপন্ন হওয়ার পরক্ষণেই বিনাশ প্রাপ্ত**

হয়। সুতরাং বিনষ্ট বস্তুর সহিত পরে উৎপন্ন বস্তুর সহিত কোনরূপ সম্বন্ধযুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। ১।৩৮-৩৯

পরের সূত্রের সহিত যুক্তব্য।

৩১। পূর্ব্ব বস্তুর বর্ত্তমান থাকাকালীন যদি পরে উৎপন্ন বস্তুর অস্তিত্ব হয়, তবেই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে। কিন্তু ক্ষণিকত্বমতানুসারে পরে উৎপন্ন বস্তুর অস্তিত্বক্ষণে পূর্ব্ব বস্তুর বর্ত্তমানতা নেই, সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ হতে পারে না। ১।৪০

৩২। বস্তুর পূর্ব্বে অবস্থিতিই পরে উৎপন্ন বস্তুর সহিত সংযোগ স্থাপন করতে পারে, এমতও গ্রাহ্য নয়, কারণ এতে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম লঙ্ঘিত হয়। ১।৪১

কারণ উৎপন্ন বস্তুর পূর্ব্বে বহু বস্তু অবস্থিত ছিল, কোনটির সঙ্গে সম্বন্ধ হবে? প্রকৃতির নিয়মানুসারে পূর্ব্বে অবস্থিত কোন একটি বিশেষ বস্তু পরে উৎপন্ন বস্তুর কারণরূপে বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং এ নিয়মের লঙ্ঘন হয়।

৩৩। জগৎ বিজ্ঞানমাত্র নহে, কারণ বিজ্ঞানের যেরূপ প্রতীতি হয় সেরূপ বাহ্য পদার্থেরও প্রতীতি স্বভাবতঃ জগতের আছে। ১।৪২

এতক্ষণ ক্ষণিকত্ববাদ খণ্ডন করে মহামুনি এখন নাস্তিক বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করছেন। এদের মতে জগতের পৃথক অস্তিত্ব নেই। জগৎ বিজ্ঞান মাত্র। কিন্তু জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রতীতি স্বভাবতঃই আছে, সুতরাং ঐ মত অগ্রাহ্য।

৩৪। বাহ্যবস্তুর পৃথক অস্তিত্ব যদি না থাকে, তবে বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞাতা হতে পৃথক অস্তিত্ব কিছু থাকে না, সমস্ত জগৎ শূন্যমাত্র হয়ে যায়। ১।৩৩

৩৫। শূণ্যই একমাত্র তত্ত্ব, সমস্ত অস্তিত্বশীল বস্তুই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কারণ বিনাশই বস্তুর একমাত্র ধর্ম্ম। ১।৪৪

এই মতে শূণ্যই একমাত্র স্থির বস্তু।

৩৬। এই মত মূঢ়বুদ্ধি লোকদের প্রলাপ মাত্র। ১।৪৫

কারণ সম্যক্ বিনাশের কোন প্রমাণ নেই।

৩৭। উভয় পক্ষই একই ভাবে সমানই হল এবং একই প্রকারে উভয়ের মত অগ্রাহ্য। ১।৪৬

বিজ্ঞানবাদ ও শূণ্যবাদ উভয় মতই খণ্ডিত হল। উভয়ই আত্ম-প্রতীতির বিরুদ্ধ।

৩৮। উভয় মতেই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থকে অপুরুষার্থ বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ১।৪৭

যাহা অত্যন্ত অযৌক্তিক ও শ্রুতি-বিরুদ্ধ।

বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি দ্বারা নাস্তিক মতবাদসকল, ক্ষণিকত্ববাদ, শূণ্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করে আত্মার স্বাভাবিক নির্গুণত্ব এবং অবন্ধনত্ব সম্বন্ধে অন্যান্য প্রশ্নসকল খণ্ডনে মহামুনি প্রয়াস পাচ্ছেন, যাতে মোক্ষাভিলাষী সাধকের আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় হয়।

৩৯। শরীর প্রবেশাদিরূপ গতিবিশেষ দ্বারা পুরুষের বন্ধ উপজাত হয় না। ১।৪৮

৪০। আত্মা নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাঁর গতি অসম্ভব। ১।৪৯

আত্মা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, সুতরাং তাঁর কোথায় গতি হবে?

৪১। আত্মাকে মূর্ত্ত ঘটাদির ন্যায় সমানধর্ম্মী মনে করলে, তা অপসিদ্ধান্ত হবে, কারণ ঘট যেমন সাবয়ব, পরিচ্ছিন্ন ও বিনাশশীল, আত্মা তদ্রূপ নহে। ১।৫০

৪২। পুরুষের গতি বিষয়ে যে শ্রুতি আছে, তা তাঁর উপাধি-যোগে বিভিন্নতা লাভ করার দরুণ যেমন আকাশের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ১।৫১

আকাশ সর্ব্বব্যাপী এবং সবকিছুই আকাশে ধৃত আছে। তবুও নানাপ্রকার বস্তুর অভ্যন্তরে আকাশ বিভিন্নরূপে কল্পিত হয়, ঘটাকাশ, পটাকাশ ইত্যাদি। সেরূপ আত্মাকেও বিভিন্নরূপ ধারণ করার দরুণ গতিশীল মনে হয়।

৪৩। কর্ম্ম অন্যের ধর্ম্ম বলে কর্ম্মদ্বারা আত্মার বন্ধ স্বীকার করলে অতিপ্রসক্তি দোষ ঘটে। ১।৫২-৫৩

ইহা পনর সূত্রের পুনরাবৃত্তি।

৪৪। দেহযোগে আত্মার বন্ধ স্বীকার করলে তা আত্মার নির্গুণত্ব বিষয়ক শ্রুতিবাক্য সকলের বিরুদ্ধ হয়। ১।৫৪

৪৫। আত্মার যে বন্ধভাব স্বীকার্য্য, তা অবিবেক বশতঃই আত্মাতে উপচারিত হয়। সুতরাং এই মত উপরোক্ত মতের সমান নহে। ১।৫৫

পুরুষের যে বন্ধভাব তা প্রকৃতিস্থ অবিবেকহেতু, অর্থাৎ প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষেরই বন্ধ কল্পিত হয়, স্বরূপতঃ আত্মার বন্ধ নাই।

অতএব এই মত উপরোক্ত মত, যে মতে আত্মারই বন্ধ স্বীকার্য্য, তার থেকে পৃথক।

৪৬। **অন্ধকার যেমন নিয়ত কারণ আলোক দ্বারাই দূর হতে পারে, অন্য কিছুর দ্বারা নয়, সেরূপ অবিবেকও বিবেকরূপ নিয়ত কারণ দ্বারা তিরোহিত হয়।** ১।৫৬

নিয়ত বিবেক অর্থে, আত্মা স্বরূপতঃ মুক্তস্বভাব গুণাতীত, তিনি জাগতিক সবকিছু ব্যাপার থেকে ভিন্ন স্বভাব, এরূপ স্থিরজ্ঞান দ্বারা ভ্রান্ত অবিবেক জীবের দূর হয়।

৪৭। **প্রধানের অবিবেক হতেই অন্য অবিবেক সকল জাত হয়; সুতরাং প্রকৃতি সম্বন্ধীয় অবিবেক দূর হলেই অপর সকল প্রকার অবিবেক অপগত হয়।** ১।৫৭

সাংখ্য-দর্শনে প্রকৃতিকে প্রধান বলা হয়। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। জীবও এই প্রকৃতি বা ত্রিগুণের বিকার। গুণাবদ্ধ পুরুষই অবিবেকগ্রস্ত। সুতরাং যতক্ষণ না ত্রিগুণের অতীত হওয়া যায়, ততক্ষণ অবিবেক যায় না এবং মোক্ষত্বও লাভ হয় না। আত্মা প্রকৃতি হতে ভিন্ন, গুণাতীত এই দৃঢ় বিবেক প্রতিষ্ঠিত হলেই পুরুষ মুক্ত হতে পারে না। এ সম্বন্ধে পরে আরও পরিস্ফুট করেছেন।

৪৮। **পুরুষের যে বন্ধ, মোক্ষাদি, তা কেবল বাক্য মাত্রেই প্রসিদ্ধ, বাস্তবিক নহে; ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে চিত্তেরই ধর্ম্ম, পুরুষের নহে।** ১।৫৮

অর্থাৎ জীবের যে মোক্ষাবস্থা, তা চিত্তের অবিবেক-বর্জ্জিত এক প্রকার বিশেষ অবস্থান্তর হয়। আত্মা চিত্তধর্ম্মের অতীত। তিনি

মোক্ষাবস্থায় যেমন থাকেন, বদ্ধাবস্থায়ও তেমনি থাকেন, কেবল চিত্তের [illegible] হয়।

৫৯। যুক্তিবিচার দ্বারা আত্মস্বরূপ অবগত হলেও, আত্ম-সাক্ষাৎকার বিনা বন্ধ দূর হয় না, যেমন দিগ্‌ভ্রম সহজে দূর হয় না, তেমন। ১।৫৯

আত্মসাক্ষাৎকার সাধন-সাপেক্ষ এবং আত্ম-অনাত্ম বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান-সাপেক্ষ। সুতরাং জগতের স্বরূপ কি, তা এখন বর্ণনা করছেন।

৬০। প্রত্যক্ষের বহির্ভূত জ্ঞান অনুমান দ্বারা জন্মে, যেমন পর্ব্বতে ধূম দৃষ্ট হলে অগ্নি থাকা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়। ১।৬০

জগতের নানাপ্রকার সূক্ষ্ম রূপ আছে, যা প্রত্যক্ষগোচর নয়; সুতরাং জগৎ-স্বরূপ বর্ণনা করার পূর্ব্বে ঐ সব সূক্ষ্ম রূপের ধারণা [illegible] সাপেক্ষ, তা প্রথমে বলে নিলেন।

৬১। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি; প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্বের বিবর্ত্তন হল অহংতত্ত্ব; অহংকার থেকে পঞ্চ তন্মাত্র ও মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উপজাত হয়; পঞ্চ তন্মাত্র থেকে পঞ্চ স্থূল মহাভূত সৃষ্ট হয়। পুরুষ সমেত জগতের এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বা গণ। ১।৬১

প্রকৃতির তিনটি গুণের সাম্যবস্থায় স্থিতি মানে, নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান। প্রকৃতি জড়রূপা, পুরুষ ঈক্ষণে প্রাণবন্তা হন এবং জগৎকার্য্যে [illegible] হন। প্রকৃতি, মহৎ ও অহং মিলে হল তিন। তন্মাত্র পাঁচটি, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। ইন্দ্রিয় একাদশটি, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, চক্ষু,

কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, বাক্, পানি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু। পঞ্চ মহাভূত হল, ক্ষিতি,অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, সব মিলে চব্বিশটি এবং পুরুষ' (আত্মা) নিয়ে হল পচিশ। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব থেকেই দৃশ্য-অদৃশ্য জগৎ-সংসার রচিত। এদের বিশ্লেষণ ক্রমশঃ দিচ্ছেন।

৫২। স্থূল পঞ্চ মহাভূত থেকে অনুমিত হয় পঞ্চ তন্মাত্রই উহাদের উপাদান কারণ। ১।৬২

দৃষ্ট-অদৃষ্ট সমস্ত স্থূল-সূক্ষ্ম বিষয়ই পূর্ব্বে অবস্থিত কোন না কোন উপাদান কারণ থেকে উদ্ভূত। কারণ ছাড়া কারও উৎপত্তি সম্ভব নয়। সুতরাং স্থূল জগতের পর্য্যালোচনা দ্বারা দেখা যায় উহা পঞ্চভূতাত্মক। উহারা অতি সূক্ষ্ম পদার্থ থেকে গঠিত। সুতরাং উহাদের কারণরূপে পঞ্চতন্মাত্র থাকা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়।

৫৩। বাহ্য ইন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় উপাদান কারণরূপে অহংকার হতে সৃষ্ট। ১।৬৩

অহংকাররূপ উপাদান কারণ থেকে ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি অনুমান সিদ্ধ।

৫৪। অহংকারের উপাদান কারণ অন্তঃকরণ। ১।৬৪

অহংকারের স্বরূপ পর্য্যালোচনায় উহা বুদ্ধিমাত্র বলে উপলব্ধ হয়। সুতরাং তার উপাদান কারণ অন্তঃকরণ থাকা অনুমিত। অন্তঃকরণ মানে বুদ্ধি যা ব্যাপক বলে মহৎ বলে পরিচিত।

৫৫। বুদ্ধি প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন। ১।৬৫

বুদ্ধি (মহৎ) বিভিন্ন হওয়ায় তা অপর বস্তুর বিকার বলে মনে হয়। মূল উপাদান প্রকৃতি।

জাগতিক সংহতি অপরের ভোগার্থ; ইহা থেকে পুরুষের বর্তমানতা অনুমেয়। ১।৬৬

জাগতিক সমস্ত বস্তুই এরূপভাবে রচিত যে, তা কোন না কোন ব্যক্তির প্রয়োজন সাধন নিমিত্ত বলে বোধ হয়। এদ্বারা পুরুষের অস্তিত্ব অনুমান সিদ্ধ হয়।

৩৭। **মূল কারণের অপর কোন মূল থাকতে পারে না; সুতরাং প্রকৃতিই মূল কারণ।** ১।৬৭

প্রকৃতি মূল বলে উৎপত্তিরহিত, নিত্যা।

৩৮। **পারম্পর্য্যক্রমে অনুসন্ধানের দ্বারা একস্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, যথায় গুণসকল সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে ঐ অব্যক্তাবস্থার সংজ্ঞামাত্রই প্রকৃতি।** ১।৬৮

স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর এরূপ পর পর কারণ অনুসন্ধান করলে একস্থানে উপস্থিত হবে, যেখানে গুণসকল সাম্যাবস্থায় রয়েছে, যাহার আর কোন মূল কারণ নেই। ইহার সংজ্ঞামাত্রই প্রকৃতি, অন্য কোন লিঙ্গ দ্বারা ইহা ব্যক্ত করা যায় না। অন্য কথায় ইহাই প্রধান, যা জগতের মূল কারণ।

৩৯। **প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই সমপ্রকৃতিক।** ১।৬৯

উভয়ই অলিঙ্গ, অনাদি ও নিত্য।

boiRboi.net

boiboi.net

৬০। **অধিকারী ত্রিবিধ হওয়ায়, কোন নিয়মানুযায়ী উপদেশ দেয়া যায় না।** ১।৭০

উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ অধিকারী। উত্তম অধিকারী একবারেই হয়ত উপদেশ ধারণে সমর্থ হয়, কিন্তু মধ্যম ও অধম অধিকারীর জন্য বার বার উপদেশ প্রয়োজন। সুতরাং তত্ত্বসকলের বিশেষ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হচ্ছেন।

৬১। **প্রকৃতির প্রথম কার্য্য মহৎ নামে আখ্যাত, তাহা মনন-বৃত্তিক॥** ১।৭১

মনন বৃত্তিক মানে, অন্তঃকরণ।

৬২। **মহৎ থেকে অভিমানযুক্ত অহংকার উদ্ভূত হয়।** ১।৭২

৬৩। **অবশিষ্ট তত্ত্বসকল অহংতত্ত্ব থেকে সৃষ্ট।** ১।৭৩

বাকী তত্ত্বসকল (৫১ সূত্র দ্রষ্টব্য), অহং থেকে সৃষ্ট। এজন্য চরাচর জগৎ অহংকারিক।

৬৪। **যেমন পরমাণু সকল পরম্পরারূপে জগতের সমস্ত বস্তুর উপাদান কারণ বলা যায়, তদ্রূপ আদ্য হেতুতা নিবন্ধন পরম্পরাক্রমে প্রকৃতিই জগতের মূল উপাদান।** ১।৭৪

৬৫। **পুরুষ এবং প্রকৃতি দুই-ই অনাদি হলেও, প্রকৃতির পরিণামত্ব হেতু প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ।** ১।৭৫

পুরুষ অবিকারী ; প্রকৃতির পরিণাম আছে। সুতরাং প্রকৃতিই জগতের মূল উপাদান কারণ।

boiboi.net

৬৬। যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা অনন্ত জগতের মূল উপাদান কারণ হতে পারে না। ১।৭৬

পরিচ্ছিন্ন মানে পরিমিত, সীমিত। প্রকৃতি অনাদি, অনন্তরূপা। সুতরাং প্রকৃতিই জগৎ-কারণ। জগতের কারণ অন্য কিছু হতে পারে না তাই বিশেষরূপে বল্‌ছেন।

৬৭। পরিচ্ছিন্ন সকল বস্তুই উৎপত্তিশীল বলে শ্রুতি প্রমাণ আছে। ১।৭৭

পরিচ্ছিন্ন সমস্ত বস্তুই উৎপত্তিশীল, অর্থাৎ অন্য কারণ থেকে উৎপন্ন। সুতরাং তাহা জগতের মূল কারণ হতে পারে না।

৬৮। অবস্তু থেকে কোন বস্তুর উৎপত্তি হতে পারে না। ১।৭৮

অবস্তু, (অ-ভাবমাত্র, অস্তিত্বহীন), থেকে বস্তুর (ভাব-পদার্থের) উৎপত্তি হতে পারে না। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার ২।১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য, "নাসতো বিদ্যতে ভাবো, নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" অসৎ, (পূর্ব্বে যা ছিল না), থেকে অস্তিত্বশীল বস্তুর উৎপাদন সম্ভব নয়; সদ্বস্তু (যা রয়েছে) তার বিনাশও নেই। সুতরাং সদ্বস্তু প্রকৃতিই জগতের মূল উপাদান কারণ।

৬৯। জগৎ অবস্তু নয়, কারণ জগতের অস্তিত্বের কোন বাধা দৃষ্ট হয় না; ইহা কোন দুষ্ট কারণ জন্যও নহে; সুতরাং জগৎ সদ্বস্তু। ১।৭৯

জগতের অস্তিত্ব কোন প্রমাণ দ্বারা অসিদ্ধ নয় এবং কোন দোষযুক্ত কারণও জগৎ রচনা বিষয়ে দৃষ্ট হয় না; যেমন, চক্ষু রোগগ্রস্ত হলে

সমস্ত বস্তুই পীতবর্ণ দেখায়, আবার রোগমুক্ত হলেই আর সেরূপ বোধ হয় না। অবস্তু হলে তার কারণও অবস্তু হত। সুতরাং জগৎ সদ্বস্তু।

৭০। **কারণ সৎস্বরূপ হলে, তদ্‌যোগে সৎকার্য্যের সিদ্ধি ঘটতে পারে, আর কারণ অভাব-রূপ হলে সৎ-স্বরূপতার সম্ভব নয়।** ১।৮০

৬৮ সূত্র দ্রষ্টব্য।

৭১। **কর্ম্ম হতেও বস্তু সিদ্ধি হয় না, কারণ কর্ম্ম উপাদান কারণ হতে পারে না।** ১।৮১

কর্ম্ম কোন বস্তুকে অবলম্বন করেই করতে হয়, বস্তুর অভাবে কর্ম্ম কাকে অবলম্বন করবে?

৭২। **বেদোক্ত যাগাদি কর্ম্ম দ্বারাও মোক্ষলাভ হয় না; কারণ কর্ম্ম পরিমিত এবং তদ্‌ফল সকল সবই অনিত্য; সেই ফলভোগ শেষ হলে পুনরায় দুঃখময় সংসারে আবৃত্তি হয়।** ১।৮২

কর্ম্ম পরিমিত, সুতরাং তার ফলও পরিমিত এবং সেই ফলভোগ সময়ও পরিমিত। ঐরূপ কর্ম্মদ্বারা মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। মুক্তি আত্ম-অনাত্ম বিবেকজ্ঞান দ্বারাই লভ্য, পরে বলছেন।

৭৩। **শ্রুতি যে কোন কোন কর্ম্মের ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তি এবং তথা হতে অনাবৃত্তি বর্ণনা করেছেন, তা প্রাপ্তবিবেক পুরুষদের সম্বন্ধে।** ১।৮৩

ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ ও মহঃ, তপ, জন ও সত্য এই সাতটি লোকের মধ্যে শেষ চারটি ব্রহ্মলোক। সিদ্ধপুরুষেরা বিদেহমুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে সূক্ষ্ম

দেহে বাস করেন (বেদান্তসার)। প্রাপ্তবিবেক পুরুষেরাই, যারা আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁরাই ব্রহ্মলোক লাভ করেন।

৭৪। **শীতার্ত্ত ব্যক্তিকে জলাভিষেক করলে যেমন তার শীত নিবারণ হয় না, সেরূপ দুঃখময় যাগাদি কর্ম্মদ্বারা দুঃখময় ফলই লভ্য।** ১।৮৪

দুঃখময় কর্ম্ম মানে, পশুহিংসা ইত্যাদি দ্বারা দুষ্ট কর্ম্ম।

৭৫। **মোক্ষ সাধন বিষয়ে কাম্য কর্ম্ম ও নিষ্কাম কর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে তারতম্য নেই; কোন প্রকার কর্ম্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষ সাধন করতে পারে না।** ১।৮৫

নিষ্কাম কর্ম্মও মোক্ষ সাধন করতে পারে না, ইহা বলাই উদ্দেশ্য।

৭৬। **অবিবেকই বন্ধাবস্থা, বিবেকজ্ঞান দ্বারা এই অবিবেকই ধ্বংস হয়, তাহাই মোক্ষাবস্থা। ইহাতে আত্মার কোন পরিবর্ত্তন না হওয়ায় উভয় মত সমান হল না।** ১।৮৬

বিবেক জ্ঞানলাভও সাধন-সাপেক্ষ। সাধনও একপ্রকার কর্ম্ম। পূর্ব্বে বলা হয়েছে কর্ম্মদ্বারা মোক্ষলাভ হয় না। সাধনও কর্ম্ম হওয়াতে উভয় মত সমান হল, এরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে, সাধন দ্বারা বিবেকজ্ঞান লাভ হওয়াতে আত্মার কিছু পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং উভয় মত সমান হল না।

৭৭। **অনবধারিত দুটি পক্ষের মধ্যে, একটির নিশ্চিতভাব অবধারণপূর্ব্বক যে বিজ্ঞান, তাকে প্রমা বলে। এই প্রমা জ্ঞান যা দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাকে প্রমান বলে। প্রমান ত্রিবিধ।** ১।৮৭

আলোচ্য তত্ত্ব সকলের জ্ঞান প্রমাণের দ্বারা লভ্য। অতএব প্রমাণের লক্ষণ ও প্রকার বর্ণনা করছেন।

৭৮। **ত্রিবিধ প্রমান দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়; অতএব অধিক প্রকার প্রমান অপ্রয়োজন।** ১।৮৮

৭৯। **কোন বস্তুর সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হয়ে বুদ্ধি তদাকার ধারণ করলে, যে বিজ্ঞান উপস্থিত হয়, তাকে প্রত্যক্ষ বলে।** ১।৮৯

ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধ স্থাপিত হলে, বুদ্ধি ঐ বস্তুর রূপ ধারণ করলে যে বিজ্ঞান উপস্থিত হয়, তাই প্রত্যক্ষ।

৮০। **যোগীদিগের প্রত্যক্ষ বাহ্যপ্রত্যক্ষ নহে; উক্ত প্রত্যক্ষ সাধারণ জীব সম্বন্ধে। সুতরাং ঐ প্রত্যক্ষ সংজ্ঞায় কোন দোষ হয় না।** ১।৯০

যোগীরা ধ্যানযোগে সব প্রত্যক্ষ করেন, তাঁদের ইন্দ্রিয়াদির বাহ্য-সংযোগের প্রয়োজন নেই। সুতরাং ঐরূপ প্রত্যক্ষ সাধারণ জীবের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

৮১। **বস্তুসকল প্রকৃতি লীনাবস্থায় থাকে। যোগীদিগের চিত্ত অতীত ও অনাগত অবস্থায় স্বকারণে লীনবস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ সংজ্ঞা যোগীদিগের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।** ১।৯১

সাংখ্যমতে বস্তুসকল অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান এই তিন অবস্থায় থাকে। যোগীদিগের চিত্ত অতীত ও অনাগত স্বরূপে লীন বস্তুর সহিত

সম্বন্ধযুক্ত হয়, তাতেই ঐ বস্তুর সহিত তাঁদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ হয়। সুতরাং উক্ত প্রত্যক্ষ সংজ্ঞা যোগীদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

৮২। ঈশ্বর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হন, এরূপ কোন প্রমাণ নেই, সুতরাং প্রত্যক্ষের সংজ্ঞাতে কোন দোষ হয় না। ১।৯২

ঈশ্বর সাধারণ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হন না, করণ তিনি অতীন্দ্রিয় বলে সর্ব্বশাস্ত্রে উল্লেখ আছে ; অথচ তিনি যোগীভক্তগণের প্রত্যক্ষগোচর হন তাও শাস্ত্র প্রমাণে জানা যায়। সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ সংজ্ঞা ঠিক নহে। এর উত্তরে বল্‌ছেন, যেহেতু, ঈশ্বর প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হন, এরূপ কোন প্রমাণ নেই, সুতরাং প্রত্যক্ষ সংজ্ঞাতে দোষ নেই।

ঈশ্বর মোটেই নেই সূত্রের অর্থ এরূপ নয়। কারণ ৮৬ ও ৮৯ সূত্রে ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ সংজ্ঞার প্রমাণে তর্কানুরোধে এরূপ যুক্তি উল্লেখ করেছেন। একে ভিত্তি করে অনেকে সাংখ্যদর্শনকে নাস্তিক মতবাদ বলে প্রচার করেছেন। কিন্তু সমস্ত দর্শন বিশেষভাবে অনুধাবন করলে বোঝা যাবে ইহাতে ঈশ্বরাস্তিত্বই স্পষ্ট।

৮৩। মুক্ত অথবা বদ্ধ পুরুষ ভিন্ন অপর কোন প্রত্যক্ষীভূত পুরুষ না থাকায়, ঈশ্বর-অস্তিত্ব স্বীকার্য্য নহে। ১।৯৩

পরমপুরুষ ঈশ্বর গুণকার্য্য জগতের অতীত, অতএব তিনি কখনও ইন্দ্রিয়গোচর হন না। যিনি ইন্দ্রিয়গোচর হন, তিনি অবশ্যই কোন না কোন লিঙ্গ (দেহ) দ্বারা প্রকাশিত হন। এরূপ পুরুষ হয় মুক্ত, নয় আবদ্ধ হবেন। সুতরাং কেহই সর্ব্বপ্রকার বিশেষ লিঙ্গবিরহিত (ঈশ্বর) নহেন। অতএব ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বিষয়ে ঈশ্বরের সিদ্ধি নাই।

৮৪। বিশেষ লিঙ্গযুক্ত প্রত্যক্ষীভূত পুরুষমাত্রই যখন বদ্ধ অথবা মুক্ত, তখন ঈশ্বর-প্রত্যক্ষ অসিদ্ধ। ১।৯৪

অর্থাৎ যাঁরা প্রত্যক্ষীভূত হন, যেমন অবতারগণ, দেবতাগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এরা ঈশ্বরের বিভূতিস্বরূপ বা এঁদের গৌণ ঈশ্বরত্ব আছে, কিন্তু পরমপুরুষ ঈশ্বর নহেন।

৮৫। শাস্ত্রবাক্যসকল মুক্তাত্মাদের প্রশংসসূচক, অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উপসনাপর। ১।৯৫

তবে-যে শাস্ত্রে অনিমাদিসিদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এবং সিদ্ধ মহাপুরুষদের ঈশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়, তার সামঞ্জস্য কি? তদুত্তরে বল্‌ছেন, মুক্ত পুরুষগণ সর্ব্বপ্রকার অবিবেকজনিত গুণসঙ্গাতীত হয়ে যে পরমাত্ম-স্বরূপতা প্রাপ্ত হন, সেই পরমত্মার প্রতি লোকের মানসিক গতি উদ্বোধিত করার জন্য মুক্ত পুরুষদিগকে শাস্ত্রে ঈশ্বর বলে প্রশংসাবাদ করা হয়েছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদিরও গৌণ ঈশ্বরত্ব আছে, অর্থাৎ স্থূল প্রকাশমান জগতের সৃষ্টিকার্য্য তাঁদের দ্বারা সংসাধিত হয় এবং তাঁদের উপাসনা দ্বারা জ্ঞানলাভ হলে, তদ্বারা পরম্পরাক্রমে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করতে পারা যায়। এজন্য শাস্ত্রে তাঁদের ঈশ্বররূপে উপাসনা করার বিধি দিয়েছেন।

৮৬। ঈশ্বর সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য্যে এই অধিষ্ঠাতৃত্ব, অয়স্কান্ত মণি সান্নিধ্যে লৌহবৎ। ১।৯৬

পরমাত্মা ঈশ্বর গুণাত্মিকা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে জগৎ-সৃষ্টিকার্য্য করেন। জড়রূপা প্রকৃতি তাঁর অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন কার্য্য করতে

সমর্থা নহেন। এরূপে তাঁর জগতে অধিষ্ঠান থাকায় তিনি কেন প্রত্যক্ষীভূত হবেন না? উত্তরে বলছেন, লৌহ যেমন অয়স্কান্ত মণি-সান্নিধ্যে মণির ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়ে অপর লৌহকে আকর্ষণ করতে পারে, সেরূপ ঈশ্বরের মাত্র সান্নিধ্যরূপ সংযোগ হেতু প্রকৃতি চেতন স্বভাব প্রাপ্ত হয়ে সৃষ্টিকার্য্য করতে সমর্থা হন।

৮৭। বিশেষ বিশেষ কার্য্যসকলের মধ্যে জীবেরই অধিষ্ঠাতৃত্ব। ১।৯৭

প্রাকৃতিক দেহে প্রতিবিম্বিত জীবেরই বিশেষ বিশেষ কার্য্যে অধিষ্ঠাতৃত্ব। যদি তাই হয়, তবে শ্রুতিবাক্যে আছে, ঈশ্বর সঙ্কল্প পূর্ব্বক সৃষ্টি করলেন। ইহা কি ভ্রমাত্মক? উত্তর পরের সূত্রে দিচ্ছেন।

৮৮। শ্রুতি উপদেশসকল সিদ্ধপুরুষদের বোধের নিমিত্ত। ১।৯৮

অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষদের জন্যই শ্রুতি উপদেশসকল এবং তাঁরা এসকল উপদেশের মর্ম্মার্থ অনুধাবন করতে সক্ষম। এখানে পরমেশ্বরের ইচ্ছা এবং প্রকৃতিতে তাঁর অধিষ্ঠানের সামঞ্জস্য বিধান করণীয়।

৮৯। লৌহ যেমন অগ্নিসান্নিধ্যে উত্তপ্ত হয়ে অগ্নি স্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং অপর বস্তুকে দাহ করতে পারে, অন্তঃকরণও তদ্রূপ ঈশ্বর সান্নিধ্যে সচেতন হয়। ইহাই ঈশ্বরাধিষ্ঠান। ১।৯৯

ঈশ্বর যদি নিয়তই প্রকৃতিসঙ্গাতীত নির্গুণ অবস্থায় থাকেন, তবে জড়রূপা প্রকৃতি পুরুষসংযুক্ত হয়ে কিরূপে সৃষ্টিকার্য্য করেন, অর্থাৎ ইহা কিরূপে বোধগম্য হতে পারে? উত্তরে বলছেন, লৌহ যেমন অগ্নি-

সংযুক্ত হয়ে অগ্নি-স্বভাব প্রাপ্ত হয়, সেরূপ অন্তঃকরণও পরমাত্মা ঈশ্বর সান্নিধ্যে সচেতন হয়। ইহাই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান ; অর্থাৎ অধিষ্ঠান শব্দে মুখ্যরূপে অবস্থিতি বোঝালেও, এখানে ঈশ্বরের গৌণরূপে অবস্থিতি বুঝতে হবে।

প্রত্যক্ষের বিশ্লেষণ শেষ হয়েছে ; এখন দ্বিতীয় প্রমাণ অনুমান বিবৃত হচ্ছে।

৯০। ব্যাপ্য বস্তুর জ্ঞান হতে ব্যাপক বস্তুর যে জ্ঞান হয়, তাকে অনুমান বলে। ১।১০০

যেমন, ধূম এবং অগ্নি—ধূম ব্যাপ্য বস্তু এবং অগ্নি ব্যাপক বস্তু। ধূম দেখলেই অগ্নির অনুমান হয়। ব্যাপ্য এবং ব্যাপকের নিত্য সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলে। এই ব্যাপ্তিজ্ঞান হতেই স্বভাবতঃ অনুমানের উদয় হয়। অনুমান তিন প্রকার, পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট (ন্যায়-দর্শন)।

৯১। আপ্তোপদেশকে শব্দ প্রমাণ বলে। ১।১০১

সর্ব্বপ্রকার দোষশূন্য, যেমন ভ্রম, প্রমাদ, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা ইত্যাদি দোষশূন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক জ্ঞান বিষয়ের উপদেশকে শব্দ-প্রমান কহে। সাধারণতঃ মহাপুরুষের উক্তিকেই আমরা আপ্ত বাক্য বলে থাকি।

৯২। প্রমান দ্বারা প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ের সিদ্ধি হয়, এজন্য প্রমানের উপদেশ করা হল। ১।১০২

৯৩। সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের সিদ্ধি হয়। ১।১০৩

ক্রমশঃ বিবৃত হচ্ছে।

boiboi.net

৯৪। চিৎ-স্বরূপ বলে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হলে ভোগ শেষ হয়। ১।১০৪

আত্মার স্বরূপ জ্ঞানলাভ হলে ভোগ শেষ হয়; তখন ভোগ আত্মাতে পর্য্যবসিত হয়।

৯৫। পুরুষ নিজে অকর্ত্তা হলেও বুদ্ধিকৃত কর্ম্মের ফল উপভোগ করেন, যেমন পাচক অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, স্বামী তার ফলভোগী হয়। ১।১০৫

৯৬। অথবা অবিবেক বশতঃই পুরুষের ফলভোগ হয় এরূপও বলা যায়; এমন ফলভোগ করার জন্য পুরুষকে কর্ত্তাও বলা যায়। ১।১০৬

অর্থাৎ স্বয়ং কর্ত্তারই ফলভোগ হয়; জীবদেহে বদ্ধ পুরুষই সেই কর্ত্তা।

৯৭। তত্ত্বজ্ঞান হলে উক্ত কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব পুরুষের সম্বন্ধে আর কিছুই থাকে না। ১।১০৭

তত্ত্বজ্ঞান মানে, প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান। অন্য কথায় অবিদ্যা দূর হলে পুরুষের ভোগ শেষ হয়।

৯৮। অতি দূরস্থিত ইত্যাদি কারণে বস্তুসকল কখনও ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ সংঘটিত হয়, কখনও হয় না। যখন সম্বন্ধ হয়, তখনই তারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হয়, যখন সম্বন্ধ হয় না, তখন তারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অবিষয় হয়। ১।১০৮

চার্ব্বাকদের মতে, ঘটাদি ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বিষয় না হলে, তথায়

ঘটাদির অভাব কল্পিত হয়, সেরূপ প্রকৃতি ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধিযোগ্য না হওয়াতে, তাঁর অ-ভাব কল্পিত হতে পারে। উত্তরে বল্‌ছেন, ইন্দ্রিয়ের অনুপলব্ধির দ্বারা বস্তুর অস্তিত্বের অভাব প্রমাণিত হয় না, কারণ ইন্দ্রিয়-শক্তি পরিমিত।

৯৯। **অতি সূক্ষ্মতাই প্রকৃতির উপলব্ধি বিষয়ে প্রতিবন্ধক।**

১।১০৯

প্রকৃতি অতি সূক্ষ্ম, পরমাণু সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।

১০০। **দৃশ্যমান সমস্ত পদার্থই প্রকৃতির কার্য্য; তদ্দর্শনে প্রকৃতির অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়।** ১।১০

কারণ ব্যতিত কার্য্য হয় না; সুতরাং দৃশ্য বস্তুর কারণ রূপে প্রকৃতির অনুমান সিদ্ধ।

১০১। **বাদিগণ কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ স্বীকার করেন না; তাদের মতে কিছুরই সত্তা নেই। অতএব পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ।** ১।১১১

১০২। **তথাপি তাদের মতেও, একটি দৃষ্টে কারণরূপে অপরটির সিদ্ধি আছে, অতএব প্রকৃতি সিদ্ধির অপলাপ হয় না।**

১।১১২

বাদিগণের মতে কার্য্যস্থলীয় একটি বস্তু দৃষ্টে কারণস্থলীয় অপর বস্তুর সিদ্ধি আছে। সুতরাং প্রকৃতির অস্তিত্ব অনুমান সিদ্ধ।

১০৩। **কার্য্যের ত্রিবিধত্ব ভাব বাদিগণের মতে উপপন্ন হতে পারে না।** ১।১১৩

সর্ব্ববাদীসম্মত কার্য্যের ত্রিবিধত্ব, অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান ভাব আপত্তিকারীদের মতে উপপন্ন হতে পারে না। জন্মশীল পদার্থেরই অতীত, ভাবী ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ ভাব থাকে; বাদীদের মতানুসারে এই ভাব সহজাত হয় না। (উপপন্ন মানে, সহজাত অনুমান)।

১০৪। অসৎ বস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না, যেমন, নৃশৃঙ্গ। ১।১৪

অসৎ অর্থাৎ যা কখনও ছিল না, যেমন নরশৃঙ্গ, তার উৎপত্তি স্বীকার্য্য নহে। কিন্তু বস্তুসকল উৎপত্তিশীল বলে সবার জ্ঞানেই প্রতীত হয়। অতএব ইহারা অসৎ নয়।

১০৫। কার্য্যের উৎপত্তির প্রতি উপাদান কারণের নিয়ম বর্ত্তমান। ১।১১৫

অর্থাৎ কোন্ বস্তু হতে কোন বস্তু উৎপন্ন হবে, এরূপ নিয়ম থাকা দেখা যায়। জগতের সৃষ্টিকার্য্য একটা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সংঘটিত হচ্ছে।

১০৬। এরূপ নিয়ম না থাক্‌লে, সকল স্থানে সর্ব্বদা সকল বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব হত। ১।১১৬

১০৭। যে বস্তুতে যে শক্তি আছে, সেই বস্তু তার অনুরূপ শক্তিসম্পন্ন কারণ হতে উৎপন্ন। ১।১১৭

১০৮। উপজাত বস্তুকে তদ্‌কারণরূপ বস্তুর ধর্ম্মবিশিষ্ট হতে দেখা যায়। ১।১১৮

সুতরাং কারণবস্তুতে কার্য্যবস্তু বর্ত্তমান থাকে।

১০৯। কারণে যদি কার্য্যবস্তুর সত্তা থাকে, তবে পুনরায় তার উৎপত্তি বলা যেতে পারে না। ১।১১৯

কারণবস্তু এবং কার্য্যবস্তুতে যদি মৌলিক প্রভেদ না থাকে, তবে পুনরায় উৎপত্তি কি করে বলা যায়? পরের সূত্রে উত্তর দিচ্ছেন।

১১০। ব্যবহারতঃ বস্তুসকলের অভিব্যক্তিকেই উৎপত্তি বলা হয় এবং অনভিব্যক্তিকেই অনুৎপত্তি বলা হয়। ১।১২০

অভিব্যক্তি মানে প্রকাশ।

১১১। পদার্থ সকলের কারণে লয় হওয়াকেই নাশ বলে। ১।১২১

অর্থাৎ পদার্থ সকলের ধ্বংস হওয়া মানে তাদের কারণে লয় (অব্যক্ত) হওয়া।

১১২। অভিব্যক্তির ক্রমপরম্পরা বীজ এবং অঙ্কুর দৃষ্টান্তে অন্বেষণীয়। ১।১২২

বীজ থেকে অঙ্কুর। অঙ্কুর থেকে বৃক্ষ। বৃক্ষ থেকে ফল। ফল থেকে পুনরায় বীজ। এরূপ সৃষ্টি হতে কারণে লয় এবং পুনরায় সৃষ্টি চলছে।

১১৩। অসদুৎপত্তিবাদীরা যেমন ঘটোৎপত্তির উৎপত্তিকে উৎপত্তির স্বরূপ বলে স্বীকার করে, উৎপত্তি যেমন ঐ মতে পৃথক বস্তু নয়, সেরূপ ঘটাদির অভিব্যক্তির ব্যক্তভাবকে অভিব্যক্তির স্বরূপ বলে স্বীকার করা যায়। এতে অনবস্থা দোষ নেই। ১।১২৩

বাদীদের মতে যেমন ঘটোৎপত্তির উৎপত্তি, উৎপত্তিরই স্বরূপ, তেমন বস্তুর অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি অভিব্যক্তিরই স্বরূপ, এরূপ যুক্তির দ্বারাও সৎপদার্থবাদ দোষবর্জ্জিত হয়। বস্তুর অব্যক্তভাব বাদীরা দেখেন না।

১১৪। **লিঙ্গ মাত্রই সহেতুক, অনিত্য, অব্যাপী, নিয়ত সক্রিয়, বহু এবং স্বকারণে আশ্রিত।** ১।১২৪

লিঙ্গ মানে, পরিচ্ছিন্ন (উৎপন্ন) বস্তু। সমস্ত কার্য্যবস্তুর একই ধর্ম্ম দৃষ্টে, তাদের কারণ যে প্রকৃতি, তা অনুমিত হয়।

১১৫। **লিঙ্গ বস্তু যে স্বকারণ হতে পৃথক নয়, তা প্রত্যক্ষগোচরও হয়; অথবা কার্য্য ও কারণের মধ্যে গুণের অভেদ দর্শনেও একটি অপরটি হতে উৎপন্ন বলে অনুমিত হয়; অথবা প্রধানের জগৎকারণত্ব বিষয়ক শ্রুতি দ্বারাও তা প্রমাণিত হয়।** ১।১২৫

উৎপন্ন বস্তু যে স্বকারণ থেকে পৃথক নয়, তা (১) প্রত্যক্ষগোচর হয়, (২) কার্য্য ও কারণের গুণের অভেদ দর্শনেও তা প্রমাণিত হয় অথবা (৩) প্রকৃতির জগৎকারণত্ব বিষয়ক শ্রুতি দ্বারাও তা সিদ্ধ হয়। প্রকৃতির জগৎকারণত্ব বিষয়ক শ্রুতি মানে, প্রকৃতিই সমস্ত জগতের মূল কারণ।

১১৬। **ত্রিগুণত্ব ও অচেতনত্ব প্রভৃতি সামান্য ধর্ম্ম কার্য্য ও কারণ উভয়েরই আছে।** ১।১২৬

সামান্য (সাধারণ, common) ধর্ম্ম, কারণ ও কার্য্যবস্তুতে উভয়েতেই বর্ত্তমান, তা থেকে কার্য্যকে কারণেরই অনুরূপ পদার্থ বলে জানা যায়।

১১৭। প্রীতি, অপ্রীতি ও বিষাদ ইত্যাদি গুণ সকলের ধর্ম্ম ; যে গুণের যেটি ধর্ম্ম অন্য গুণের তা বিধর্ম্ম। ১।১২৭

এখন প্রকৃতির তিনটি গুণের ধর্ম্ম বিবৃত করছেন। সাধারণতঃ সত্ত্ব গুণের ধর্ম্ম প্রীতি (সন্তুষ্টি), রজো গুণের ধর্ম্ম অপ্রীতি এবং তমো গুণের ধর্ম্ম বিষাদ।

১১৮। লঘুত্ব, প্রকাশত্ব, প্রীতি প্রভৃতি সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম, এগুলো অপর দুটি গুণের নেই ; উদ্যম, বাসনা, চলনশীলতা ইত্যাদি রজোগুণের ধর্ম্ম, এগুলো অন্য দুটির নেই ; সেরূপ গুরুত্ব, আলস্য, মোহ ইত্যাদি তমোগুণের ধর্ম্ম, অন্য দুটির এগুলো নেই। ১।১২৮

১১৯। মৃত্তিকা থেকে তৈরী ঘটাদিকে যেমন মৃত্তিকা থেকে পৃথক বোধ হয়, সেরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ থেকে পার্থক্য দৃষ্টে মহদাদিকে কার্য্যবস্তু বলে জানা যায়। ১।১২৯

১২০। পরিমান বিশিষ্ট বলে মহদাদিও কার্য্যবস্তু। ১।১৩০

পরিমানবিশিষ্ট অর্থাৎ, সীমিত বলে মহৎ, অহংকার ইত্যাদিও কার্য্য-বস্তু, অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন।

১২১। প্রধানের গুণসকল মহদাদিতে সমন্বিত আছে, তাতেও মহদাদি কার্য্যবস্তু বলে প্রমানিত হয়। ১।১৩১

১২২। পরিমিত শক্তিসম্পন্ন হওয়ায় মহদাদিও অপর শক্তির কার্য্য বলে অবধারিত হয়। ১।১৩২

পরিমিত বিশেষ বিশেষ বস্তুসকল অপর শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত ও

মিলন হতে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। মহদাদিও পরিমিত শক্তিশালী হওয়ায় অপর শক্তির কার্য্য বলে অবধারিত হয়।

১২৩। **বিশেষ শক্তিমত্তার অভাব হলেই, প্রকৃতি বা পুরুষতা প্রাপ্তি হয়, মহদাদিরূপে প্রকাশ আর থাকে না। ১।১৩৩**

মহদাদির কার্য্যত্বহানি হলে অর্থাৎ জন্য পদার্থ না হয়ে পরিণামী হলেই তা প্রকৃতি ; পরিনামী না হলেই পুরুষ।

১২৪। **প্রকৃতি বা পুরুষ ভিন্ন যা-কিছু তা অল্প, সুতরাং তুচ্ছ।**
১।১৩৪

তা জগৎ কারণ হতে পারে না।

১২৫। **কার্য্যবস্তু কারণবস্তুর শক্তিরূপে তৎসহ এক হয়ে উৎপত্তির পূর্ব্বে অবস্থান করে। সুতরাং মহদাদি, কার্য্য দৃষ্টে তাদের কারণ অনুরূপ শক্তিসম্পন্ন প্রকৃতি থাকার সিদ্ধান্ত হয়।**
১।১৩৫

১২৬। **বস্তুমাত্রই ত্রিগুণের কোন না কোনটির প্রকাশমাত্র এবং বিশেষ লিঙ্গবিশিষ্ট। এর থেকে জানা যায়, জগৎ কারণ গুণত্রয়েরই অব্যক্তাবস্থা।**
১।১৩৬

গুণত্রয়ের অব্যক্তাবস্থা মানে প্রকৃতি।

১২৭। **কারণ বস্তুর কার্য্যদ্বারাই যখন সমস্ত কার্য্য বস্তু উৎপন্ন হতে সর্ব্বত্র দেখা যায়, তখন কারণরূপা প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার্য্য।**
১।১৩৭

১২৮। বস্তুসকলের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের অস্তিত্ব যেমন সর্ব্ববাদি-সম্মত, তার সাধনের অপেক্ষা নাই, তদ্রূপ গুণসামান্য-রূপা প্রকৃতির অস্তিত্বেরও অন্য সাধন অপেক্ষা নাই।

১।১৩৮

জগৎ যে গুণময়, তা সর্ব্ববাদিসম্মত, সুতরাং কারণরূপে গুণসামান্য-রূপ প্রকৃতি যে আছেন, তা সন্দেহাতীত।

১২৯। পুরুষ দেহাদি থেকে ভিন্ন। ১।১৩৯

এখন পুরুষ সম্বন্ধে বিচার করছেন। আমরা গৃহে বাস করেও যেমন গৃহ থেকে পৃথক, সেরূপ পুরুষও শরীরাদি থেকে পৃথক।

১৩০। এই-যে জাগতিক সংহতি, তা পরের ভোগের নিমিত্ত।

১।১৪০

৫৬ সূত্র দ্রষ্টব্য।

১৩১। ত্রিগুণাদি অচেতনধর্ম্মা, পুরুষ চেতন। ১।১৪১

সুখ-দুঃখ ইত্যাদি গুণের ধর্ম্ম, সুতরাং এদের ভোক্তা পুরুষ অবশ্যই বর্ত্তমান।

১৩২। দেহে অধিষ্ঠান বশতঃ ভোক্তা পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য।

১।১৪২

১৩৩। শরীরে যে ভোক্তৃত্বভাব আছে, তা থেকেই পুরুষের পৃথক অস্তিত্ব অনুমেয়। ১।১৪৩

১৩৪। জীবের কৈবল্যপ্রাপ্তির যে প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাতেও দেহে পুরুষের অধিষ্ঠান স্বীকার্য্য। ১।১৪৪

১৩৫। জড় বস্তুর স্বপ্রকাশত্ব নেই। অতএব দেহের প্রকাশক পুরুষ বর্ত্তমান। ১।১৪৫

১৩৬। পুরুষ নির্গুণ, অতএব তিনি সত্ত্বাদি গুণধর্ম্ম হতে পৃথক। ১।১৪৬

১৩৭। শ্রুতিতে পুরুষের নির্গুণত্ব সিদ্ধ থাকাতে, তা মিথ্যা হতে পারে না, কারণ শ্রুতিবাক্য কখনও মিথ্যা হতে দেখা যায় নাই। ১।১৪৭

১৩৮। সুষুপ্তাদি অবস্থা আত্মার স্বরূপে অবস্থিত নহে; আত্মা তার সাক্ষীমাত্র। ১।১৪৮

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা দেহের, আত্মার নয়; সুতরাং আত্মা দেহ থেকে পৃথক।

১৩৯। জন্ম, মরণাদি অবস্থার ভেদ দৃষ্টে পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধান্ত হয়। ১।১৪৯

অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ পুরুষ (জীব) অসংখ্য।

১৪০। যেমন ঘটাদিযোগে আকাশের নানাত্ব ঘটে, সেরূপ আত্মা স্বরূপতঃ এক হলেও উপাধিভেদে বিভিন্ন হন। ১।১৫০

আকাশ এক কিন্তু ঘটের ভিতর ঘটাকাশ, গৃহের ভিতর গৃহাকাশ এরূপ বিভিন্ন বলে অভিহিত হয়। আত্মাও সেরূপ এক হলেও, বিভিন্ন দেহে অবস্থান হেতু বহু হন।

১৪১। ভিন্ন ভিন্ন দেহে অবস্থান হেতু, আত্মা বিভিন্ন প্রকার উপাধিযুক্ত হন, কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি এক। ১।১৫১

১৪২। **আত্মা এরূপ বিভিন্নরূপে প্রকাশ পেলেও তাঁর একত্বের অপলাপ হয় না। কারণ অধ্যাসরূপ বিরুদ্ধ দ্বৈতধর্ম্ম প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর নেই।** ১।১৫২

আত্মা যদি অদ্বৈত স্বনিষ্ঠরূপেই বর্ত্তমান আছেন, তবে প্রকৃতিতে যে তাঁর অধ্যাস, তা তাঁর একত্বের বিরোধী হয়। এর উত্তরে বল্‌ছেন, তাঁর একত্বের অপলাপ হয় না, কারণ অধ্যাসরূপ বিরুদ্ধ দ্বৈতধর্ম্ম তাঁর নেই। শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতার ৭।৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য, সেখানে ভগবান বলেছেন সূত্রে যেরূপ মণিসকল গাঁথা থাকে, সেরূপ সমস্ত জগৎ আমাতে গ্রথিত আছে।

১৪৩। **অধ্যাস প্রকৃতির ধর্ম্ম, আত্মাতে তার আরোপ মাত্র হয়; ইহা দ্বারা অধ্যাস আত্মার ধর্ম্ম বলে সিদ্ধ হয় না এবং তাঁর একত্বেরও অপ্রমাণ হয় না।** ১।১৫৩

আত্মা সদা নির্গুণ স্বভাব। মণিসন্নিধানে লৌহ যেমন চুম্বুক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, সেরূপ আত্মা-সন্নিধানে প্রকৃতি চৈতন্য স্বভাব প্রাপ্ত হয়ে বহুরূপা হন। এই বহুরূপে চৈতন্যশক্তি প্রবিষ্ট থাকায়, প্রকৃতিস্থ পুরুষ বহু হন। কিন্তু তিনি একই থাকেন।

১৪৪। **জাতিপরত্বহেতু শ্রুতি-উক্ত আত্মার অদ্বৈতত্বের কোন বিরোধ হয় না।** ১।১৫৪

পরমাত্মা গুণাতীত হলেও, প্রকৃতিতে যে চৈতন্য-প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা নিত্য হওয়াতে, পুরুষও বহু হয়ে পড়লেন; ইহা অদ্বৈতশ্রুতি বিরুদ্ধ। তদুত্তরে বল্‌ছেন, জাতিপরত্ব হেতু অদ্বৈতশ্রুতির কোন বিরোধ

নেই, (কারণ আত্মা মূলত একই থাকেন)। জাতিপরত্ব, যেমন ব্রাহ্মণ ব্যক্তি অনেক হলেও, ব্রাহ্মণ জাতি এক।

১৪৫। যাঁরা বন্ধের কারণ অবগত হয়েছেন, তাঁদের আত্মার স্বরূপজ্ঞান উদয় হওয়াতে, তাঁরা আত্ম-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ১।১৫৫

যাঁদের বিবেকবুদ্ধি দ্বারা গুণাত্মক দেহে দেহাত্মবুদ্ধি লুপ্ত হয়েছে, তাঁদের আত্মার স্বরূপ-জ্ঞান উদয় হওয়াতে, তাঁরা নির্গুণ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। লৌহখণ্ড অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে, লৌহপিণ্ডের অস্তিত্ব থাকলেও অগ্নির সহিত পার্থক্যবোধ যেমন লুপ্ত হয়, তদ্রূপ গুণাত্মক জীব আত্মজ্ঞান লাভ করে ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হন। একেই শ্রুতিতে "ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মৈব ভবতি" বলেছেন ; ব্রহ্মজ্ঞানলব্ধ পুরুষ ব্রহ্মের মতই হয়ে যান।

১৪৬। অন্ধ দেখতে পায় না, তজ্জন্য চক্ষুষ্মানও দেখতে পাবে না, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। ১।১৫৬

অর্থাৎ অবিবেকী আত্মার একরূপতা বুঝতে না পারলেও, বিবেকী অবশ্যি তা বোঝেন।

১৪৭। একান্ত অদ্বৈতবাদ অগ্রাহ্য, কারণ বামদেবাদি মুক্তপুরুষ তার প্রমাণ। ১।১৫৭

একান্ত অদ্বৈতবাদীদের মতে ব্রহ্ম নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈত। সুতরাং যাঁরা মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ ; তাঁরা দেহধারীরূপে প্রত্যক্ষীভূত হতে বা কোনপ্রকার কর্ম করতে পারেন না। এই মত খণ্ডন করে

মহামুণি বলছেন, এ মত গ্রাহ্য নয়, কারণ বামদেবাদি জীবিত পুরুষ মুক্ত হয়েছিলেন, শ্রুতি স্বয়ং তা উল্লেখ করেছেন।

১৪৮। **যদি অনাদিকাল হতে আজ পর্য্যন্ত কেহই মুক্তিলাভ করে না থাকেন, তবে ভবিষ্যতেও কেহ মুক্তিলাভ করবেন না।** ১।১৫৮

বামদেবাদি জীবিত পুরুষ মুক্ত হন নাই, কারণ তার প্রমাণ কে দেবে? পূর্ণব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ এরূপ সাক্ষ্য দেবার অযোগ্য। এরূপ আপত্তির উত্তরে বলছেন, যদি পূর্ব্বে কেহ কোনদিন মুক্ত না হয়ে থাকেন, তবে ভবিষ্যতেও কেহ মুক্ত হবেন, তারই বা প্রমাণ কি? যেহেতু ঐরূপ মুক্তি শ্রুতি প্রমাণিত, সেহেতু ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

১৪৯। **বর্ত্তমানে যদি কারও বন্ধের অত্যন্ত উচ্ছেদ না হয়, তবে কোন কালে বা কোন স্থানে কাহারও বন্ধের অত্যন্ত উচ্ছেদ হবে, তারও প্রমানাভাব।** ১।১৫৯

১৪৫ সূত্রে জীবের যে মুক্তির অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তার সম্ভাব্য আপত্তির আলোচনা করলেন। এ বিষয়ে ৩য় অধ্যায়ের ৭৫- ৮৪ সূত্রে বিশেষ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১৫০। **পুরুষ সর্ব্বদাই মুক্ত-স্বভাব; মুক্তত্ব ও বন্ধত্ব ঔপচারিক মাত্র।** ১।১৬০

ইহা পূর্ব্বেও ব্যাখ্যাত হয়েছে, ১৮ সূত্র দ্রষ্টব্য।

১৫১। **পুরুষের যে সাক্ষিত্ব উক্ত আছে, তা তাঁর প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ হেতু।** ১।১৬১

পুরুষকে জীবের সর্ব্বকর্ম্ম ইত্যাদির সাক্ষীস্বরূপ বলা হয়। প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ হেতুই তাঁর এই সাক্ষিত্ব।

১৫২। **স্বরূপতঃ পুরুষের নিত্য মুক্তত্বই আছে।** ১।১৬২

পুরুষ জীবের সর্বকর্ম্মের সাক্ষী হউক, কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি নিত্য মুক্ত; অর্থাৎ দুঃখাদি যা বুদ্ধির বিকার, তৎসমস্ত পুরুষে অনুৎপন্না। শাস্ত্রে আছে, এই দেহে দুটি পক্ষী বাস করে, অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই দেহে আছেন। জীবাত্মা সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। পরমাত্মা সাক্ষীস্বরূপ সব দর্শন করেন।

১৫৩। **গুণ কার্য্যে পুরুষের নিত্য ঔদাসীন্যও সিদ্ধ আছে।** ১।১৬৩

কারণ সেগুলো প্রকৃতির কাজ। অর্থাৎ জীব যে সমস্ত কাজ করে করে সেগুলো বুদ্ধিনিষ্ঠ।

১৫৪। **চৈতন্যস্বরূপ আত্মার সান্নিধ্যহেতু প্রকৃতি চেতনভাবে উপরঞ্জিতা হয়ে কর্তৃত্বশক্তি সম্পন্না হন।** ১।১৬৪

৮৬ সূত্র দ্রষ্টব্য।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

boiboi.net

boiboi.net

প্রথম অধ্যায়ের সারসংক্ষেপঃ

১। ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ, মোক্ষ।

২। লৌকিক কোন উপায়, যেমন ঔষধ সেবন, বৈদিক যাগযজ্ঞ ক্রিয়া ইত্যাদি দ্বারা এই দুঃখ দূর হয় না।

৩। জীবাত্মা স্বভাবতঃ মুক্ত। যদি স্বভাবতঃ বদ্ধ হত, তা হলে মুক্তি সম্ভব হত না, কারণ স্বভাবের কখনও পরিবর্ত্তন হয় না।

৪। আত্মা নিঃসঙ্গ এবং নির্গুণ ও সর্ব্বদা নির্ব্বিকার স্বভাব।

৫। অবিবেকই পুরুষের বন্ধনের কারণ। এই অবিবেক দূর হলেই আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন ; তখন বদ্ধ জীব মুক্তিলাভ করে।

৬। এই অবিবেক প্রকৃতপক্ষে আত্মার নয়, ইহা প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষকে আশ্রয় করে।

৭। পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়েই অনাদি ; কিন্তু প্রকৃতি জড়রূপা, পুরুষ সান্নিধ্যে চৈতন্যলাভ করে পুরুষের ভোগের নিমিত্ত জগৎকার্য্যে প্রবৃত্তা হন। পুরুষ সান্নিধ্য কিরূপ, যেমন জবাফুলসান্নিধ্যে স্ফটিক রঞ্জিত হয়, যেমন অগ্নি সান্নিধ্যে লৌহ অগ্নিরূপ ধারণ করে, তদ্রূপ।

৮। জগৎরচনারূপ কার্য্য করার জন্য প্রকৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্বে বিভক্তা হন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহৎ ; মহতের পরিণাম অহংকার। অহংকার হতে পঞ্চ তন্মাত্র ও মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উপজাত হয়। পঞ্চ তন্মাত্র থেকে পঞ্চ মহাভূত সৃষ্ট হয়। প্রকৃতি থেকে পঞ্চ মহাভূত পর্য্যন্ত হল চব্বিশ এবং পুরুষকে নিয়ে হল পঁচিশ ; এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বা গণ যা দিয়ে এই জগৎ-সংসার সৃষ্ট।

৯। জাগতিক সমস্ত বস্তুই, (জীব দেহও), এমনভাবে রচিত, তা কারো বা কারো ভোগের নিমিত্ত মনে হয়; তিনিই পুরুষ।

১০। পুরুষ দেহে অবস্থিত থেকে সুখ-দুঃখ অবিদ্যা বশতঃ ভোগ করেন। অবিদ্যা নাশ হলে পুরুষের সম্বন্ধে ভোক্তৃত্ব, কর্তৃত্ব দুইই নাশ হয়।

১১। জীবদেহেই মুক্তিলাভ সম্ভব; মহর্ষি বামদেবাদি তার প্রমাণ।

১২। পুরুষ সর্ব্বদাই মুক্তস্বভাব; মুক্তত্ব ও বন্ধুত্ব ঔপচারিক মাত্র।

১৩। গুণকার্য্যে পুরুষের ঔদাসীন্য সিদ্ধ আছে।

boiboi.net

দ্বিতীয় অধ্যায়

এই অধ্যায়ে গুণত্রয়ের সূক্ষ্ম পরিণামসকল কিরূপে সংঘটিত হয়, তাহা এবং এই সকল পরিণামের স্বরূপ কি, তা বিচার দ্বারা বিশেষ-রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১। প্রধানের যে জগৎ-কর্তৃত্ব তাহা স্বভাবতঃ বিমুক্ত পুরুষের দুঃখের নিবৃত্তির জন্য অথবা প্রকৃতি নিজের অঙ্গীভূত অবিবেককে পরিহার করার জন্য জগৎ রচনা কার্য্যে প্রবৃত্তা হন।

২।১

পুরুষ স্বভাবতঃই বিমুক্ত, কিন্তু প্রকৃতিতে আবদ্ধ (বদ্ধ জীব) হয়ে অজ্ঞানতা বশতঃই সংসার ক্লেশ ভোগ করেন। তাই প্রকৃতিরই অবিরত এই সংসার-রূপ চেষ্টা যাতে দুঃখভোগদ্বারা বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়ে পুরুষ অবিবেক পরিহার করেন ও মুক্তিলাভ করেন।

২। যাঁহার বিষয়-বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তিনিই মুক্তিলাভ করেন।

২।২

দুঃখদর্শনে যিনি বিষয়ভোগে বীতস্পৃহ হয়েছেন, তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ হন।

৩। উপদেশ শ্রবণমাত্রই মোক্ষসিদ্ধি হয় না, কারণ অনাদি-কালের ভোগবাসনা অতি প্রবল, তাহা সহজে দূর হয় না।

২।৩

৪। উৎপথগামী বহুভূত্যদের একটি একটি করে দমন করতে প্রভুর যেমন সময় ও বেগ পেতে হয়, তেমন অনন্তরূপা ভোগবাসনা সকল দমন করে কৃতকৃত্য হতে পুরুষের বহু-কাল কেটে যায়। ২।৪

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিকে দমন করার জন্য তীব্র বৈরাগ্য ও কঠোর সাধনার প্রয়োজন।

৫। প্রকৃতি সদ্বস্তু হওয়াতে, পুরুষের তাঁতে অধ্যাসসিদ্ধি আছে। ২।৫

প্রকৃতি অসদ্বস্তু হলে, অর্থাৎ মিথ্যা হলে পুরুষের অধ্যাস অসম্ভব হত।

৬। প্রকৃতি সদ্বস্তু তা তাঁর কার্য্যদৃষ্টেই জানা যায়। ২।৬

৭। কণ্টকবিদ্ধ পুরুষকে মুক্ত করার জন্য যেমন কণ্টকোদ্ধারের চেষ্টা হয়, তদ্রূপ পুরুকে ক্লেশ থেকে মুক্ত করার জন্যই প্রকৃতির নিয়ত এই চেষ্টা। ২।৭

৮। অগ্নিসংযোগে লৌহ যেমন দাহিকা-শক্তি লাভ করে, তেমন অচেতনা প্রকৃতিও পুরুষ-সংযোগে সেরূপ উদ্দেশ্য-পূর্ব্বক কার্য্য করবার শক্তিলাভ করে। ২।৮

পুরুষ সমক্ষে প্রকৃতি কার্য্য-কারিণী হন, এবং তদুদ্দেশ্যেই কার্য্য করেন, ইহাই বক্তব্য।

৯। রাগ হতে সৃষ্টি এবং বিরাগ হতে যোগ সাধিত হয়। ২।৯

রাগ (অনুরাগ) থেকে সৃষ্টি (সংসার ধর্ম্ম) এবং বৈরাগ্য থেকে যোগ সাধিত হয়।

১০। **মহদাদিক্রমে পঞ্চ মহাভূত পর্য্যন্তের সৃষ্টি হয়।** ২।১০

১১। **আত্মার প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তই এরূপ সৃষ্টির আরম্ভ ; মহদাদির নিজের কোন প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত নহে।** ২।১১

১২। **দিক্ ও কাল আকাশাদি হতে উপজাত হয়।** ২।১২

দিক্ ও কাল আকাশাদির অন্তর্ভুক্ত। আদি শব্দের সূর্য্যাদি দিগাশ্রিত বস্তু, এবং ক্রিয়াদি কালাশ্রয় লক্ষ্য করা হয়েছে। ১।১২ সূত্র দ্রষ্টব্য।

১৩। **বুদ্ধি অধ্যবসায়াত্মিকা।** ২।১৩

অর্থাৎ নিশ্চয় জ্ঞানরূপা। মহদাদিক্রমে পুনরায় আলোচনা করছেন।

১৪। **ধর্ম্মাদি বুদ্ধির কাজ।** ২।১৪

ধর্ম্মাদি মানে, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য, এগুলো নির্ম্মল বুদ্ধির কাজ।

১৫। **মহৎ উপরঞ্জিত হলে বিপরীত কার্য্য করে।** ২।১৫

মহৎ (বুদ্ধিতত্ত্ব) যখন রজঃ ও তমঃ গুণদ্বারা উপরঞ্জিত (কলুষিত) হয়, তখন অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্চর্য্য উৎপাদন করে।

১৬। **মহত্তত্ত্ব অভিমানযুক্ত হলে, তাকে অহংকার বলে।** ২।১৬

অভিমানযুক্ত হলে মানে, 'আমি' ইত্যকার জ্ঞান যুক্ত হলে।

১৭। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র ঐ অহংকার থেকে সৃষ্ট। ২।১৭

১৮। অহংকার বিকারপ্রাপ্ত হলে তার সত্ত্বাংশ থেকে একাদশতম ইন্দ্রিয় মন উৎপন্ন হয়। ২।১৮

অহংকার থেকেই এই দৃশ্য জগৎ সৃষ্ট। ত্রিগুণানুসারে অহং তিনরূপে বিকার প্রাপ্ত হয়, বৈকারিক তৈজস ও তামস্। মন অহংকারের সাত্ত্বিকাংশে বৈকারিক অহং থেকে সৃষ্ট।

১৯। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের তুলনায় মন একাদশতম ইন্দ্রিয়। ২।১৯

২০। শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় ইন্দ্রিয়সকল অহংকার হতে জাত, পঞ্চভূত থেকে নয়। ২।২০

২১। শ্রুতি অনুসারে ইন্দ্রিয়সকল আপন আপন অধিষ্ঠাতৃ দেবতাতে লয় প্রাপ্ত হয়; এর অর্থ এই নয় যে উহারা তত্তৎ অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হতেও উদ্ভূত। ২।২১

১।১ সূত্র দ্রষ্টব্য। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছেন, যাঁর সাহায্যে ইন্দ্রিয়গণ ভোগ সম্পাদন করে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন হয় মূল অহং থেকে, স্থূল পঞ্চভূত থেকে নয়।

২২। শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তির উল্লেখ আছে এবং তাদের বিনাশও দৃষ্ট হয়; সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ নিত্য নয়। ২।২২

কেবল প্রকৃতিই নিত্যা, তাঁর থেকে জাত অন্য সবই অনিত্য।

২৩। ইন্দ্রিয়সকল প্রকৃতপক্ষে অতীন্দ্রিয়, চক্ষুরাদি যন্ত্রসকল হতে পৃথক ; ভ্রান্তলোকেই এদের ইন্দ্রিয় বলে। ২।২৩

ইন্দ্রিয়সকল সূক্ষ্ম একপ্রকার ইচ্ছাশক্তি ; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ইত্যাদি দেহযন্ত্র অবলম্বনে উহারা দেহের ভোগ সাধন করে। পরে আরও পরিস্ফুট হবে।

২৪। বিভিন্ন শক্তির উদ্ভব স্বীকার করলেই আর একত্ব রইল না, অহংকারের ভেদসিদ্ধিই প্রমাণিত হল। ২।২৪

অহংকার থেকে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের পার্থক্য স্বীকারের প্রয়োজন কি ? অহংকারের বিভিন্ন শক্তি স্বীকার করলেই হয়। উত্তরে বল্ছেন, ওরূপ স্বীকার করলে আর একত্ব রইল না, বিভিন্ন শক্তি স্বীকারে তৎ তৎ শক্তি যুক্ত হয়ে অহংকারও বিভিন্নরূপেই প্রকাশিত হলেন।

২৫। শ্রুতিপ্রমাণে যখন সিদ্ধ, তখন ইন্দ্রিয়ের বহুত্ব ও পৃথকত্ব স্বীকারে কোন কল্পনা বিরোধ হয় না। ২।২৫

এক অহংকারের নানাবিধ শক্তি কল্পনা না করে, বহুবিধ ইন্দ্রিয়ের পৃথক অস্তিত্ব অনুমান করলে, তাহা গুরু কল্পনা হয়, অতএব তা সঙ্গত নহে। এই আপত্তির উত্তরে বলছেন, ইন্দ্রিয়ের বহুত্ব ও পৃথকত্ব শ্রুতি প্রমান সিদ্ধ। অতএব এই অনুমানে গুরু কল্পনা দোষ ঘটে না।

২৬। মন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় এই উভয়রূপী। ২।২৬

মন ইন্দ্রিয়দের প্রধানরূপে কাজ করে। ইন্দ্রিয়দের দ্বারা যা গৃহীত হয়, তা ভোগের জন্য মনে উপস্থিত হয়। এজন্য মন উভয়রূপী।

২৭। ইন্দ্রিয়সকল গুণসকলের বিভিন্ন প্রকার পরিণাম বলে এদের বিশেষ বিশেষ অবস্থাভেদ আছে; মন তত্ত্বদবস্থাযুক্ত হয়। ২।২৭

২৮। রূপ গ্রহণ থেকে মল নিঃসারণ পর্য্যন্ত সকল শারীরিক ব্যাপার উভয়বিধ ইন্দ্রিয়দের কার্য্য। ২।২৮

২৯। জীবাত্মারই দর্শন, শ্রবণাদি কার্য্য; ইন্দ্রিয়সকল সেই সফল কার্য্যের করণ। ২।২৯

দেহের মধ্যে অবস্থিত পুরুষই, (অথবা প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষই), হচ্ছেন জীবাত্মা। ভোগ তাঁরই, ইন্দ্রিয়সকল ভোগ সাধনোপায় মাত্র।

৩০। প্রকৃতি থেকে জাত তিন তত্ত্বের স্ব স্ব লক্ষণ বর্ণিত হল। ২।৩০

মহৎ, অহং ও মনের এই তিন তত্ত্বের কর্ম্ম উপরে বর্ণিত হল। সংক্ষেপে, মহৎ বা বুদ্ধির অধ্যবসায়, অহংকারের অভিমান এবং মনের সঙ্কল্পবিকল্প বিষয়াঙ্গীকার এরূপ এদের পৃথক পৃথক কার্য্য।

৩১। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু হচ্ছে সমস্ত করণের মিলিত বৃত্তি। ২।৩১

আমাদের শরীরস্থ পঞ্চ বায়ু হচ্ছে, প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান। এগুলো হচ্ছে সমস্ত করণের, (মানে ইন্দ্রিয়দের, যা দ্বারা পুরুষ ভোগ সাধিত করেন), তাদের মিলিত বৃত্তি।

৩২। ইন্দ্রিয়সকলের বৃত্তি একটির পর একটি করে ক্রমশঃ হয় এবং এককালে একাধিক ইন্দ্রিয়ের কাজও সংঘটিত হয়। ২।৩২

বৃত্তি মানে, কাজ। পুরুষ একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ একটি একটি করে করেন এবং একসঙ্গে একাধিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগও করেন, যথা, ভক্ষণ, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি একসঙ্গে গ্রহণযোগ্য হয়।

৩৩। অন্তঃকরণের বৃত্তি পঞ্চবিধ; উহারা ক্লিষ্টা ও অক্লিষ্ট এই দুভাগে বিভক্ত। ২।৩৩

পঞ্চবিধ বৃত্তি—প্রমান, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি।

ক্লিষ্টা ক্লেশদায়িকা এবং অক্লিষ্টা মানে ক্লেশক্ষীণ করা। প্রমাণ প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। ভ্রমজ্ঞানকে (যেমন রজ্জুতে সর্প ভয়), বিপর্য্যয় বলে। জাগ্রত ও স্বপ্নবৃত্তি তমোগুণের দ্বারা আবৃত হলে, চিত্ত যে অবস্থা অবলম্বন করে, তাকে নিদ্রা বলে। পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের, পুনঃ প্রত্যক্ষ ব্যতীত, জ্ঞানকে স্মৃতি বলে। বিষয়ের অস্তিত্ব না থাকলেও কেবল শব্দদ্বারা, (যেমন আকাশকুসুম ইত্যাদি শব্দ দ্বারা), যে এক প্রকার জ্ঞান জন্মে, তাকে বিকল্প বলে।

৩৪। এই সকল বৃত্তি নিবৃত্ত হলে, পুরুষের গুণোপরাগ উপশান্ত হয় এবং তিনি স্বরূপে অবস্থান করেন। ২।৩৪

৩৫। যেমন নিকটস্থ জবাকুসুম অপসারিত করলে স্ফটিক স্বীয় স্বচ্ছরূপ ধারণ করে, তদ্রূপ পুরুষও বৃত্তিনিরোধ হলে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ২।৩৫

৩৬। পুরুষের প্রয়োজন সাধন নিমিত্তই করণরূপ ইন্দ্রিয়গণের উদ্ভব, তাহা অদৃষ্টবশতঃই হয়ে থাকে। ২।৩৬

করণদ্বারা যে ভোগ সাধিত হয়, তা অদৃষ্ট বশতঃই হয়।

৩৭। যেমন বৎসের আগমনে গোমাতার দুগ্ধ আপনা-আপনিই স্রবিত হয়, তদ্রূপ। ২।৩৭

পুরুষের প্রয়োজনে ইন্দ্রিয়াদি স্বতঃই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

৩৮। করণ ত্রয়োদশ প্রকার এবং প্রত্যেকটিই বিশেষ বিশেষ কার্য্যসাধক। ২।৩৮

পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন মিলে হল এগারটি ইন্দ্রিয়; অহংকার ও বুদ্ধি মিলে তেরটি করণ যা দেহমধ্যস্থ পুরুষের ভোগ সাধন করে।

৩৯। কুঠার দ্বারা বৃক্ষছেদন হয় বলে কুঠারকে যেমন করণ বলা যায়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পুরুষের কার্য্য সাধিত হয় বলে, ইন্দ্রিয়গণও পুরুষের করণ। ২।৩৯

৪০। যেমন ভৃত্যবর্গের মধ্যে তাদের পরিচালক একজন প্রধান ভৃত্য থাকে; সেরূপ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনঃই প্রধান। ২।৪০

দশটি ইন্দ্রিয়ই বহিরিন্দ্রিয় কিন্তু মন অন্তরেন্দ্রিয়। যেহেতু মনের সহিত যুক্ত না হয়ে কোন ইন্দ্রিয়ই স্বয়ং পুরুষার্থ সাধন করতে পারে না, তাই মন ইন্দ্রিয়দের প্রধান।

৪১। মন ব্যতিত ইন্দ্রিয়গণ পুরুষার্থ সাধনে সমর্থ নয়। ২।৪১

৪২। **অসংখ্য যে সংস্কার আছে, যন্নিবন্ধন পুরুষ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, মনই তৎসমস্তের আধার ; সেহেতুও মন শ্রেষ্ঠ।** ২।৪২

সর্ব্বপ্রকার সংস্কার, স্মৃতিমালা সবই মন বহন করে। জীব যখন দেহত্যাগ করে লিঙ্গদেহাবস্থিত মনই এসমস্ত নিয়ে অন্য দেহ ধারণ করে। দেহযন্ত্রের মধ্যে মনের প্রধানত্ব সদা স্বীকার্য্য।

৪৩। **মন ব্যতিত বিষয়ের স্মৃতি এবং অনুমান সম্ভব নয়। অতএব মনের শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ।** ২।৪৩

৪৪। **মন ব্যতিত পুরুষের স্বতঃই এই সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করা সম্ভব নয় ; সুতরাং মনের প্রাধান্য স্বীকার্য্য।** ২।৪৪

৪৫। **এইরূপ বিশেষ বিশেষ কার্য্যদ্বারা মনের আপেক্ষিক গুণ-প্রাধান্য স্বীকার্য্য।** ২।৪৫

৪৬। **পুরুষের কর্ম্মচেষ্টা হতে উপজাত বলে, ইন্দ্রিয়সকলের পুরুষার্থ সাধনে বৃত্তি হয়, যেমন ভৃত্যগণ প্রভুর কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়।** ২।৪৬

ইন্দ্রিয়গণ এবং তাদের বৃত্তি প্রত্যেক পুরুষের কর্ম্মফলসম্ভূত ; সুতরাং তারা সেই পুরুষের ভোগ-মোক্ষ সাধনে তৎপর হয়। ইহাই সূত্রার্থ।

৪৭। **যদিও সর্ব্ববিধ করণই পুরুষার্থ-সাধক, তবুও তন্মধ্যে বুদ্ধিই সর্ব্ব প্রধান, যেমন রাজার বহু ভৃত্য মধ্যে প্রধান মন্ত্রীই প্রধান।** ২।৪৭

তেরটি কারণের মধ্যে বুদ্ধিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ বুদ্ধি সর্ব্বোপরি স্থিত। তার নামই মহৎ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ ঃ—

১। প্রধানের যে জগৎ রচনারূপ কার্য্য তা বিমুক্ত পুরুষের দুঃখের নিবৃত্তির জন্য।

২। যাঁদের বিষয়ে বৈরাগ্যলাভ হয়েছে, তাঁরাই মুক্তিলাভ করেন।

৩। ভোগ বাসনা অনন্তরূপা; ধীরে ধীরে একটির পর একটি করে এদের দমন করা সম্ভব, তবে সাধন-সাপেক্ষ্য।

৪। রাগ (অনুরাগ) থেকে সৃষ্টি, বৈরাগ্য থেকে যোগ সাধিত হয়।

৫। ইন্দ্রিয়সকল অতীন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি হতে পৃথক।

৬। মন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়রূপী।

৭। রূপগ্রহণ থেকে মলনিঃসারণ পর্য্যন্ত সকল শারীরিক ব্যাপার ইন্দ্রিয়দের দ্বারা সাধিত হয়।

৮। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু হচ্ছে সমস্ত করণের মিলিত বৃত্তি।

৯। ইন্দ্রিয় সকলের বৃত্তি একটির পর একটি করে ক্রমশঃ হয় এবং একক্ষণে একাধিক ইন্দ্রিয়ের কাজ সংঘটিত হয়।

১০। অন্তঃকরণের বৃত্তি ক্লিষ্টা ও অক্লিষ্টা ভেদে পাঁচপ্রকার।

১১। এ সকল বৃত্তি নিরোধ হলে পুরুষের গুণোপরাগ উপশান্ত হয় এবং তিনি স্বরূপে অবস্থান করেন।

১২। পুরুষের প্রয়োজন সাধন করবার নিমিত্তই করণরূপ ইন্দ্রিয়-গণের উদ্ভব।

১৩। করণ ত্রয়োদশ প্রকার এবং প্রত্যেকটিই বিশেষ বিশেষ কার্য্যসাধক।

১৪। একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার্য্য, কারণ মন ব্যতিত ইন্দ্রিয়গণ কোন পুরুষার্থ সাধন করতে পারে না। তা ছাড়া, মনই সমস্ত সংস্কারের আধার এবং স্মৃতিকার্য মন দ্বারাই সম্ভব।

১৫। ত্রয়োদশ করণের মধ্যে বুদ্ধিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

boirboi.net

boiboi.net

তৃতীয় অধ্যায়

এই অধ্যায়ে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ নিরূপিত হয়েছে। পর-বৈরাগ্য সাধন ও বিবেক, যদ্দ্বারা মুক্তিলাভ হয়, তাও বিশেষভাবে বিশ্লেষিত ও বিচারিত হয়েছে।

১। অবিশেষ হতে বিশেষের উৎপত্তি হয়। ৩।১

কারণবস্তুকে "অবিশেষ" এবং তা থেকে যে কার্য্যবস্তু উৎপন্ন হয়, তাকে "বিশেষ" বলা হয়েছে। পঞ্চ তন্মাত্র থেকে পঞ্চ মহাভূত সৃষ্ট হয়েছে; সুতরাং পঞ্চ তন্মাত্র অবিশেষ এবং পঞ্চ মহাভূত বিশেষ পদবাচ্য। অহং-তত্ত্ব অবিশেষ এবং তা থেকে সৃষ্ট একাদশ ইন্দ্রিয় বিশেষ। সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্ব বিচারে পঞ্চ তন্মাত্র ও অহংকার এই ছয়টি 'অবিশেষ' এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূল মহাভূত 'বিশেষ' আখ্যাত।

প্রকৃতির প্রথম বিকার মহতত্ত্ব ঐ সকল বিশেষ ও অবিশেষ উভয় তত্ত্বের মূল; ইহাকে লিঙ্গমাত্র বলা যায়, অর্থাৎ ইহাই জগতের প্রথম প্রকাশিত রূপ। মহতের তুলনায় প্রকৃতিকে "অলিঙ্গ" বলা যায়, কারণ এ অবস্থায় কোন গুণেরই স্ফূরণ হয় না। সুতরাং প্রকৃতি অব্যক্ত এবং কোনপ্রকার লিঙ্গহীন।

২। পঞ্চ মহাভূত থেকে শরীরের উৎপত্তি। ৩।২

৩। এই শরীরই জীবের সংসৃতির হেতু। ৩।৩

এই শরীর সম্বন্ধ, দেহাত্মবুদ্ধিই জীবের সংসৃতির (পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর) হেতু।

boiboi.net

৪। **অবিবেকের জন্যই জীবের 'অবিশেষ' সকল বর্ত্তমান থাকে ও প্রবর্ত্তন হয়।** ৩।৪

যতদিন বিবেকজ্ঞান না হয়, ততদিন জীব অহংবুদ্ধিযুক্ত হয়ে ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রাত্মক সূক্ষ্ম দেহে আবদ্ধ থাকে। এই সূক্ষ্মদেহই ভোগার্থ বার বার স্থূলদেহ ধারণ করে।

৫। **ভোগেচ্ছা হতে জীবের পঞ্চভূতাত্মক স্থূল দেহ প্রবর্ত্তিত হয়।** ৩।৫

কারণ সূক্ষ্মদেহ ভোগ সংসাধন করতে পারে না।

৬। **পরন্তু স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয় প্রকার দেহ সংযোগ হতে আত্মা মুক্ত।** ৩।৬

আত্মা নিঃসঙ্গ এবং বিকারহীন। সুতরাং দেহাদি কার্য্য প্রকৃতি-সম্ভূত, আত্মার নয়।

৭। **স্থূল শরীর প্রায়শঃ মাতাপিতা হতে জাত, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর তদ্রূপ নহে।** ৩।৭

"প্রায়শঃ" বলার তাৎপর্য্য এই যে, অন্য উপায়েও স্থূল শরীরের উৎপত্তি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যেমন, সীতা, দ্রৌপদী অযোনিসম্ভূতা ছিলেন।

৮। **সৃষ্টির আদিতে সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়, সুতরাং সূক্ষ্ম শরীরও কার্য্যবস্তু হল; কিন্তু ইহা দ্বারা ভোগ সাধিত হয় না, তজ্জন্য স্থূল শরীরের উৎপত্তি।** ৩।৮

৯। লিঙ্গ শরীর সপ্তদশ তত্ত্বের সম্মিলনে গঠিত। ৩।৯

লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র এবং অহং এই সতেরটি তত্ত্বে গঠিত। অহংতত্ত্বের মধ্যে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্বও সন্নিবিষ্ট আছে বুঝতে হবে। সুতরাং মহৎ, অহং, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র এই অষ্টাদশ তত্ত্বে লিঙ্গ শরীর গঠিত।

১০। কর্ম্মের প্রভেদ দ্বারা লিঙ্গশরীর বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছে। ৩।১০

কর্ম্মফলানুসারে লিঙ্গদেহ বিভিন্ন দেহ ধারণ করে।

১১। সূক্ষ্ম লিঙ্গদেহ স্থূলদেহ আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়, অতএব স্থূল শরীরের সংজ্ঞা থাকায়, অদৃশ্য লিঙ্গদেহকেও জীবদেহ বলা যায়। ৩।১১

১২। স্থূলদেহ থেকে লিঙ্গদেহ স্বতন্ত্র বলে, ইহার দেহসংজ্ঞা হয় নাই, কারণ স্থূলদেহচ্যুত হলে লিঙ্গদেহ ছায়া ও চিত্রের ন্যায় পরিণত হয়। ৩।১২

লিঙ্গদেহ স্থূলদেহকে আশ্রয় করেই প্রকাশিত হয়। ছায়া এবং চিত্র যে পটাদিতে থেকে প্রকাশিত হয়, সেই পটাদি বিনষ্ট হলে তাদের যেরূপ অবস্থা হয়, স্থূলদেহহীন লিঙ্গদেহও তদ্রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

১৩। লিঙ্গদেহ মূর্ত্ত হলেও কোন প্রকার আশ্রয় ব্যতিরেকে প্রকাশিত হয় না, যেমন সূর্য্যকিরণও মূর্ত্ত কিন্তু অধিষ্ঠান বিনা প্রকাশিত হয় না। ৩।১৩

১৪। লিঙ্গদেহ সূক্ষ্ম হলেও তার পরিমান আছে, কিন্তু সে

boiboi.net

পরিমান অনুবৎ ; লিঙ্গদেহের কার্য্যত্ব আছে বলে শ্রুতি-প্রমাণিত। ৩।১৪

১৫। লিঙ্গদেহের অন্নময়ত্ব আছে বলে শ্রুতি-প্রমাণিত। ৩।১৫

অন্নময়ত্ব মানে নিত্যবস্তু থেকে সঞ্জাত। সুতরাং লিঙ্গদেহ অপরিচ্ছিন্ন, অপরিমিত বা বিভু নহে।

১৬। রাজার পাচকগণ যেমন তাঁর আহার প্রস্তুত করবার নিমিত্ত পাকশালায় প্রবেশ করে, তদ্রূপ লিঙ্গদেহও পুরুষের ভোগের নিমিত্ত স্থূলদেহে সঞ্চরণ করে। ৩।১৬

লিঙ্গদেহের বিচার শেষ হল, (৮—১৬ সূত্র পর্য্যন্ত)। সৃষ্টির আদিতে লিঙ্গদেহের উৎপত্তি। যেমন শক্তিমান বায়ুতাড়িত হয়ে সমুদ্রবক্ষে অসংখ্য বুদ্‌বুদ্ উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ পুরুষের ঈক্ষণে (ইচ্ছায়) লিঙ্গদেহদের উৎপত্তি এবং দৈবাধীন হয়ে কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। সুতরাং লিঙ্গদেহের কারণস্বরূপ, কারণদেহরূপে পরব্রহ্মের অধিষ্ঠানই বুঝতে হবে। সৃষ্টি (বা প্রকৃতি) অনাদি। কল্পকালে (সৃষ্টি বর্ত্তমানকালে) ইহারা দেহ থেকে দেহান্তরে সংসৃতি অর্থাৎ ভ্রমন করে, যে পর্য্যন্ত না মোক্ষ লাভ করতে পারে। এবং লয়ে (সৃষ্টি অবর্ত্তমানকালে) ইহারা প্রকৃতিতে লীনাবস্থায় থাকে। এই লিঙ্গদেহে যে পুরুষ বর্ত্তমান তিনিই বদ্ধ পুরুষ এবং এঁকে মুক্ত করার জন্যই প্রকৃতির নিয়ত এই প্রচেষ্টা। লিঙ্গদেহ অতি সূক্ষ্ম, তাই স্থূলদেহ অবলম্বন ব্যতিত ইনি থাকিতে পারেন না। যেমন তৃণজলৌকা (জোঁক) এক তৃণ অবলম্বন করে অন্য তৃণ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ লিঙ্গদেহও অন্যদেহ ধারণ করে পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে। সুতরাং সাংখ্যকার মহামুনি বলেছেন, জীব (লিঙ্গদেহাশ্রিত

পুরুষ) অনাদি, জন্ম-মৃত্যুহীন। শুধু প্রাকৃতিক দেহাশ্রিত হয়ে অবিদ্যা-জনিত সুখ-দুঃখ ভোগ করছেন। এই অবিদ্যা যাতে দূর হয় এবং জীব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, করুণাময় মহামুনি তাই এই অপূর্ব্ব সাংখ্য-দর্শন রচনা করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন।

তৈত্তরীয় শ্রুতিতে লিঙ্গদেহের স্থূল দেহ থেকে দেহান্তরে ভ্রমনবৃত্তান্ত যুক্তিযুক্তভাবে বর্ণিত আছে। বেদান্ত-দর্শনে স্থূলদেহ থেকে লিঙ্গদেহের মুক্তি, তৎপরে ব্রহ্মলোকে স্থিতি এবং আরও পরে জীবের স্বরূপতা প্রাপ্তি সম্বন্ধে সুনির্দ্দেশ আছে। এখানে পাঠকের জ্ঞানোদ্দীপনার জন্য আভাষ দেয়া হল।

১৭। **স্থূলদেহ পঞ্চমহাভূত সংযোগে রচিত।** ৩।১৭

১৮। **কারও কারও মতে স্থূলদেহ চাতুর্ভৌতিক।** ৩।১৮

অর্থাৎ আকাশ ব্যতিত অন্য চার ভূতের দ্বারা স্থূলদেহ গঠিত।

১৯। **আবার কেহ কেহ বলেন, স্থূলদেহ কেবল একটি মহাভূত-যোগে সৃষ্ট।** ৩।১৯

অর্থাৎ স্থূলদেহ কেবল পৃথিবী মাত্র ভূত হতে রচিত। মনু শাস্ত্রে আছে, মহাপুরুষদের সব যুক্তিই ঠিক। পৃথিবীতে, অর্থাৎ মৃত্তিকাতে অন্য চারটি ভূত বর্ত্তমান। সুতরাং স্থূলদেহ পার্থিব বলাতে কোন দোষ নেই।

২০। **জীব-চৈতন্য পঞ্চভূতের বিমিশ্রণে উৎপন্ন নহে, কারণ পৃথক পৃথক কোন মহাভূতে চৈতন্য দৃষ্ট হয় না।** ৩।২০

২১। **চৈতন্য ভূতধর্ম্ম হলে জীবের দেহযুক্তাবস্থা ও মৃত্যু প্রভৃতি অবস্থাভেদ হত না।** ৩।২১

২২। মাদকতা-শক্তির ন্যায় জীবের চৈতন্য-শক্তির উদ্ভব হতে পারে না, কারণ যে যে পদার্থের মিশ্রণে মাদকতাশক্তির উদ্ভব হয়, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে মাদকতাশক্তি বর্ত্তমান থাকে এবং বিমিশ্রণে তাহারই বিশেষ প্রকাশ হয় মাত্র। ৩।২২

যদি বল সুরা প্রভৃতিতে যেমন মাদকতা বর্ত্তমান, তেমন ভূতসকলের মিশ্রিত অবস্থাতেই চৈতন্য ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়। উত্তরে বলছেন, তা সম্ভব নয় কারণ যে যে পদার্থ দ্বারা সুরা প্রস্তুত হয়, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে মাদকতা শক্তি নিহিত থাকে কিন্তু পঞ্চ মহাভূতে তা নেই। সুতরাং এ উপমা এখানে প্রযোজ্য নয়।

২৩। তত্ত্বজ্ঞান হতে মুক্তি সাধিত হয়, (জ্ঞানান্মুক্তিঃ)। ৩।২৩

সাংখ্য-দর্শনের মূল কথা হল, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পুরুষের মুক্তি সাধিত হয়। তত্ত্বজ্ঞান মানে ব্রহ্মজ্ঞান, অর্থাৎ অবিবেক মুক্ত হয়ে বিবেকজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এই জ্ঞানের বিশ্লেষণ করতেই করুণাময় মহামুনির এই প্রচেষ্টা।

২৪। তত্ত্বজ্ঞানের অভাব থেকে বন্ধ উপজাত হয়। ৩।২৪

২৫। মুক্তির নিয়ত কারণ হচ্ছে জ্ঞান; জ্ঞানের সহিত একত্রে বা পৃথকভাবে কর্ম্মের মুক্তিজনকত্ব নেই। ৩।২৫

অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিবেকজ্ঞানই বা পরা জ্ঞানই হচ্ছে মুক্তির একমাত্র কারণ। কর্ম্মমিশ্রা জ্ঞানে মুক্তি সম্ভব নয়। যেমন, বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে অবৈধা বা ব্যাভিচারিণী ভক্তি কহে; শুদ্ধা বা পরা

ভক্তি হচ্ছে চিত্তের অনাবিল, অহৈতৈকী ভক্তি, একমাত্র যদ্দারা ভগবান সুলভ্য।

২৬। স্বপ্ন ও জাগরণ যেমন একযোগে কোন কার্য্য উৎপাদন করতে পারে না, তদ্রূপ মায়িক কর্ম্ম ও অ-মায়িক জ্ঞান এই উভয়যোগে পুরুষের মুক্তি সাধিত হওয়া অসম্ভব। ৩।২৬

স্বপ্ন ও জাগরণ, (অর্থাৎ, মিথ্যা এবং সত্য, জাগরণ স্বপ্নের তুলনায় সত্য) মিলিত অবস্থায় যেমন কোন কার্য্য সম্পন্ন করতে পারে না, তদ্রূপ মায়িক (অসৎ) কর্ম্ম ও অমায়িক (সৎ) জ্ঞানও একযোগে পুরুষের মুক্তি সাধন করতে পারে না।

২৭। সঙ্কল্পবিহীন কর্ম্মও দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির কারণ নহে। ৩।২৭

নিষ্কাম কর্ম্মও মুক্তি সাধন করতে পারে না।

২৮। সঙ্কল্পযুক্ত কর্ম্মেরও মোক্ষজনকত্ব নেই। ৩।২৮

অতএব সকাম বা নিষ্কাম কোন প্রকার কর্ম্মই মোক্ষ সাধন করতে পারে না।

২৯। শুদ্ধ আত্মস্বরূপ ভাবনার অভ্যাস দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হলে সমস্ত জগৎ গুণাত্মিকা প্রকৃতির বিকার, এই জ্ঞান জন্মে। ৩।২৯

এই জ্ঞানলাভ হলে সমস্ত জগৎকে অনাত্ম বলে বোধ হবে। মহামুনি ইহাকেই মুক্তি সাধনের নিয়ত উপায় বলছেন।

৩০। বিষয়ানুরাগ বিলুপ্ত হলে পরমাত্মধ্যান অবাধে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩।৩০

মহামুনি ক্রমশঃ কি করে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়, তার নির্দ্দেশ দিচ্ছেন। বিষয়বাসনাই হল বন্ধনের একমাত্র কারণ। এই বিষয়-বাসনার সমূলে উৎপাটিত হওয়া প্রয়োজন। মনই হচ্ছে এই বাসনার আধার। এই মনকে এর থেকে মুক্ত করতে পারলে, পুরুষের স্বরূপ-জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান উপলব্ধ হয়। মনকে স্ববশে আনার জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগের অনুশীলন প্রয়োজন। ধ্যানের পরই সমাধি অর্থাৎ উত্তুঙ্গ অবস্থা লাভ হয়, যে অবস্থায় পুরুষ প্রাকৃতিক গুণভাবমুক্ত হয়ে আত্মানন্দে থাকেন। এই অষ্টাঙ্গ যোগের বিশেষ বিবরণ পাতঞ্জল-দর্শনে বিবৃত আছে। এই জন্য পাতঞ্জল-দর্শনকে সাংখ্য-দর্শনের পরিশিষ্ট কহে। কৌতুহলী জ্ঞান-অনিসন্ধিৎসু পাঠক পরে এই দর্শনেরও আলোচনা করবেন।

এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে এটুকু বলা প্রয়োজন যে, নানাপ্রকার সাধনের প্রয়োজন হচ্ছে দুর্দ্দান্ত মনকে বশে আনার জন্য। এর উপায়স্বরূপ দর্শনাদিতে যে প্রকার কঠোর পন্থাবলম্বনের জন্য সে যুগে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে এবং সহজ, সরল পন্থাও সিদ্ধ, সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণ নির্দ্ধারণ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, কলিযুগে মানুষ স্বল্পায়ুঃ, অস্থিরচিত্ত, সুতরাং ঐরূপ কঠোর সাধন তাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তাই ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রীশ্রীগুরুদেব যে আদেশ করবেন এবং যে নাম বা মন্ত্র দিবেন, তার অবিরত অনুশীলন করলেই একটির পর একটি করে অষ্টাঙ্গযোগ এবং সপ্তভূমির এক একটি ভূমি ক্রমশঃ

আয়ত্ত হতে থাকবে। সুতরাং কারও নিরাশ বা ভগ্নমনোরথ হওয়া নিষ্প্রয়োজন।

৩১। করণসকলের বিষয়াভিমুখী বৃত্তির নিরোধ দ্বারা ধ্যান সিদ্ধ হয়। ৩।৩১

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির দমনের দ্বারা ধ্যানভাব লাভ হয়।

৩২। ধারণা, আসন ও স্বকর্ম্ম দ্বারা বৃত্তিনিরোধ হয়। ৩।৩২

স্বকর্ম্ম মানে, স্বাশ্রমবিহিত (এবং স্ববর্ণের বিহিত) কর্ম্মাচরণ দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত গীতার ১৮।৪৫ শ্লোকেও ভগবান বলেছেন, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা লোকের সিদ্ধিলাভ হয়। ৩৫ সূত্র দ্রষ্টব্য।

৩৩। প্রাণবায়ুর ছর্দ্দি ও বিধারণের অভ্যাস দ্বারা ধারণা সিদ্ধ হয়। ৩।৩৩

ছর্দ্দি ও বিধারণ মানে, রেচক ও কুম্ভক দ্বারা প্রাণবায়ু, (শ্বাস-প্রশ্বাস), জিত হলে অর্থাৎ প্রাণায়াম সিদ্ধ হলে ধারণা লাভ হয়। অৎপদ্ম, নাভিচক্র প্রভৃতি দেহাভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম বিন্দুতে বা ইষ্ট মূর্ত্তিতে চিত্তের দৃষ্টি স্থির করাকে ধারণা বলে।

৩৪। যে অবস্থায় শরীর স্থিরভাবে সুখে অবস্থান করে, তাকে আসন বলে। ৩।৩৪

৩৫। স্ববর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই স্বকর্ম্ম পদবাচ্য। ৩।৩৫

৩৬। বৈরাগ্য ও উক্ত অভ্যাস সকল দ্বারা বাহ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিনিরোধ হয়। ৩।৩৬

৩৬। বিপর্য্যয় পাঁচ প্রকার। ৩।৩৭

বিপর্য্যয় মানে মিথ্যাজ্ঞান, যেমন রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম। ইহা পাঁচ প্রকার, অবিদ্যা অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অবিদ্যা মানে মিথ্যাজ্ঞান, অজ্ঞানতা। অস্মিতা মানে দেহকে আত্মা বলে ভ্রম করা; রাগ মানে বিষয়ানুরাগ; দ্বেষ শব্দে ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি বোঝায় এবং অভিনিবেশ শব্দে মৃত্যুভয়, সাধারণতঃ ভয় বোঝায়; পাতঞ্জল দর্শনের সাধনপাদ দ্রষ্টব্য।

৩৮। অশক্তি আটাশ প্রকার। ৩।৩৮

অশক্তি মানে অকার্য্যকারিতা। ইন্দ্রিয়াদির এরূপ অশক্তি ২৮ প্রকার। একাদশ ইন্দ্রিয়ের অশক্তি একাদশ প্রকার, যেমন, বধিরতা, অন্ধতা, মূকতা ইত্যাদি। এরূপ বুদ্ধির সতের প্রকার অশক্তি আছে, তন্মধ্যে তুষ্টিরূপ অশক্তি নয় প্রকার এবং সিদ্ধিরূপ অশক্তি আট প্রকার। পরে বলছেন।

৩৯। তুষ্টি নয় প্রকার। ৩।৩৯

৪৩ সূত্র দ্রষ্টব্য।

৪০। সিদ্ধি আট প্রকার। ৩।৪০

৪৪ সূত্র দ্রষ্টব্য।

৪১। পঞ্চবিধ বিপর্য্যয়ের অনেক অবান্তর ভেদ আছে। ৩।৪১

যেমন, অবিদ্যা আট প্রকার। অস্মিতা আট প্রকার, রাগ দশ প্রকার, দ্বেষ আঠার প্রকার, অভিনিবেশও আঠার প্রকার, মোট বাষট্টি

প্রকার। অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই আট প্রকার অনাত্মবস্তুতে আত্মজ্ঞান হেতু অবিদ্যা আট প্রকার। অনিমা, লঘিমা ইত্যাদি ঐশ্চর্যাভিমান হেতু অস্মিতা আট প্রকার। পঞ্চতন্মাত্র স্বর্গীয় ও অস্বর্গীয় ভেদে দুই প্রকার ; অতএব শব্দাদি বিষয় দশ প্রকার, ইহারা রাগের অর্থাৎ অনুরাগের বিষয়। দ্বেষ (বিরুক্তি ভাব) আঠার প্রকার, রাগের দশ প্রকার বিষয় এবং ঐশ্বর্য্যের আট প্রকার বিষয় এইসব মিলে দ্বেষ আঠার প্রকার। রাগ ও ঐশ্বর্য্যের আঠার প্রকার বিষয় সুখ-সাধন করে। এরা অপ্রচুর বা বিকৃতভাবে উপস্থিত হলে দ্বেষের উৎপত্তি হয়। এই আঠার প্রকার সুখের বিষয় ক্ষয় হবে বলে যে ভয় তাহাই অভিনিবেশ, সুতরাং অভিনিবেশও আঠার প্রকার।

৪২। **অশক্তিরও এরূপ অবান্তর ভেদ আছে।** ৩।৪২

৩৮ সূত্র দ্রষ্টব্য।

৪৩। **আধ্যাত্মিকাদি ভেদে তুষ্টি নয় প্রকার।** ৩।৪৩

আধ্যাত্মিক তুষ্টি চার প্রকার, প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য। প্রকৃতি—আত্মানাত্ম-বিবেক প্রকৃতিরই কার্য্য, প্রকৃতি কালক্রমে আপনা হতেই তা উৎপন্ন করবেন। এরূপ ভেবে নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকাকে প্রকৃতি নামক তুষ্টি বলে। উপাদান—সর্ব্বপ্রকার সাধনাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করে (সন্ন্যাস অবলম্বন করে) নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিতিরূপ তুষ্টিকে উপাদান তুষ্টি বলে। কাল—কালক্রমে সন্ন্যাস হতেই মুক্তিলাভ হবে এরূপ ভেবে অবস্থিতির নাম কাল তুষ্টি। ভাগ্য—ভাগ্যের উদয় হলেই মুক্তি হবে এরূপ তুষ্টির নাম ভাগ্য। মোটকথা এ সমস্ত তুষ্টিই মুক্তির

প্রতিবন্ধক। মুক্তি বহু আয়াস-সাধ্য, নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে মুক্তি লাভ হয় না।

বাহ্যতুষ্টি পাঁচ প্রকার—১। পার—উপার্জন বিষয়ে উপরতি ; বিষয় উপার্জ্জন বহু কষ্টসাধ্য বিবেচনায় তদ্বিষয়ে বৈরাগ্যজনক তুষ্টির নাম পার। ২। সুপার—বিষয় রক্ষণে বহুবিধ কষ্ট বিবেচনায় তদ্বিষয়ে বৈরাগ্য-জনক তুষ্টির নাম সুপার। ৩। পারাপার—উপার্জ্জিত ধনের ভোগ-জনিত ক্ষয়শীলতা দর্শনে তৎপ্রতি যে বৈরাগ্যজনক তুষ্টি, তার নাম পারাপার। ৪। অনুত্তমাম্ভঃ—ভোগ করতে করতে ভোগ বৃদ্ধিই পায় দেখে অথবা ভোগ্যবস্তু সর্ব্বদা লভ্য নয় দেখে তদ্বিষয়ে যে বৈরাগ্য-জনক তুষ্টি তাকে অনুত্তমাম্ভঃ বলে। ৫। উত্তমাম্ভঃ—বিষয়োপভোগে অপর প্রাণীর হিংসা অনিবার্য্য দেখে তৎপ্রতি যে বৈরাগ্যনিমিত্ত তুষ্টি তার নাম উত্তমাম্ভঃ। এই পঞ্চবিধ তুষ্টি বিষয়লাভে বিঘ্ন ঘটায়।

৪৪। ঊহঃ প্রভৃতি ভেদে সিদ্ধি আট প্রকার। ৩।৪৪

অধ্যয়ন, শব্দ ও ঊহ প্রভৃতি ভেদে সিদ্ধি আট প্রকার।

১। গুরুমুখ হতে উপনিষৎ প্রভৃতির পাঠ শ্রবণকে অধ্যয়ন বলে, ইহাতে যে সিদ্ধি, তার নাম 'তার'। ২। শব্দ (অর্থবোধ) পূর্ব্বক বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যয়ন, ইহার সিদ্ধির নাম 'সুতার'। ৩। ঊহ, শ্রুতির অবিরোধী তর্ক বিচার দ্বারা শ্রুত্যর্থের মনন, ইহার সিদ্ধির নাম 'তারতার'। ৪। সুহৃৎপ্রাপ্তি, গুরু-শিষ্য ও সহপাঠীদের মধ্যে বেদান্তার্থের আলোচনা পূর্ব্বক অবধারণ, ইহার সিদ্ধিকে 'রম্যক' বলে। ৫। দান, বুদ্ধি হতে আত্মাকে পৃথকরূপে ধারনারূপ নির্ম্মল বিবেক ধারায় অবস্থিতি ইহার সিদ্ধিকে সদামুদিত বলে। দুঃখ নিবারক সিদ্ধি তিন প্রকার,

প্রমোদ, মুদিত ও মোদমান। সর্ব্বশুদ্ধ সিদ্ধি আট প্রকার। কিন্তু এই সকল সিদ্ধিও অন্তিমে মোক্ষের বিঘ্নদায়ক হয়।

৪৫। বিপর্য্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হলে উক্ত সিদ্ধি সকল সম্যক প্রতিষ্ঠিত হয় না। ৩।৪৫

বিপর্য্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি এই তিনটি ঐ সিদ্ধিসবলের অঙ্কুশ স্বরূপ (অবরোধক) ; সুতরাং এদের সমূলে ধ্বংস বিনা সিদ্ধিলাভ হয় না এবং পরমাত্মধ্যানও হয় না।

৩৭ সূত্র থেকে ৪৫ সূত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বদর্শী মহামুনি ইন্দ্রিয়াদি ত্রয়োদশ করণের নানাপ্রকার আন্তঃ ও বাহ্য ভোগাভোগ জনিত যে নানাভাবের উদ্ভব হয়, তার আলোচনা করলেন। এর উদ্দেশ্য হল, সাধককে এসব বিষয়ে অবহিত করা। অন্তঃবৃত্তির এসব অবস্থা মোক্ষ সাধনের পথে খুবই প্রতিকূল সুতরাং এসব বিষয়ে সচেতন থাকলে সাধক এদের দ্বারা বিমোহিত হবেন না এবং সাধনপথে দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর হবেন। এ সব বুদ্ধি গ্রাহ্য বা আয়ত্ত হল না বলে, কিছু যায় আসে না ; পরম্পরাক্রমে সবই বোধগম্য হয়।

৪৬। দৈবাদিভেদে সৃষ্টি বহুবিধ। ৩।৪৬

যথা, দেব, অসুর, রাক্ষস, পিশাচ, নর, তির্য্যক ও স্থাবর। এখন মহামুনি আরও বিস্তৃতরূপে সৃষ্টি বর্ণনায় প্রয়াসী হচ্ছেন।

৪৭। যে পর্য্যন্ত বিবেকজ্ঞান না হয় সে পর্য্যন্ত চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হতে স্থাবর পর্য্যন্ত সমুদয় সৃষ্টিই পুরুষের উপভোগের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়। ৩।৪৭

৪৮। **ভূর্লোকের উর্দ্ধে সমুদয় লোক সত্ত্বপ্রধান।** ৩।৪৮

৪৯। **ভূর্লোকের নিম্নস্থ লোক সকল তমঃপ্রধান।** ৩।৪৯

৫০। **মধ্যস্থিত ভূর্লোক রজোপ্রধান।** ৩।৫০

৫১। **গর্ভদাস ব্যক্তি যেমন সর্ব্বদাই প্রভুর সন্তোষের নিমিত্ত কর্ম্ম করে, সেরূপ প্রকৃতিও প্রভু পুরুষের সন্তুষ্টির জন্য নানা-প্রকার সৃষ্টিকৌশল রচনা করেন।** ৩।৫১

গর্ভদাস মানে, জন্মাবধি দাস বলে যার সংস্কার, সে ব্যক্তিই গর্ভদাস।

৫২। **উত্তম কর্ম্মযোগে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠলোকসকল প্রাপ্ত হওয়া যায় সত্য; কিন্তু ভোগশেষে তথা হতে পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং নানাপ্রকার দেহপ্রাপ্তি হয়; সুতরাং ঊর্দ্ধলোক প্রাপ্তি হেয়।** ৩।৫২

শ্রীমদ্ভগবৎ গীতার ৮।১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য, সেখানে ভগবান বলছেন, ব্রহ্মলোক হতে আরম্ভ করে সমস্ত লোক পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

৫৩। **জরা, মরণাদি দুঃখসকল সমস্ত লোকেই আছে।** ৩।৫৩

৫৪। **কারণরূপা প্রকৃতিতে লয়াবস্থা প্রাপ্ত হলেও কৃতকৃত্য হওয়া যায় না। কারণ জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন পুনরায় আপনিই উত্থিত হয়, তেমন তথা হতে পুনরায় সংসারে আবৃত্তি ঘটে।** ৩।৫৪

অর্থাৎ সমাধিযোগে ও প্রাকৃতিক প্রলয়াদি দ্বারা প্রকৃতি লীনাবস্থা প্রাপ্ত হলেও, তা হতে পুনরায় কালক্রমে সংসারে আবৃত্তি হয়। ৫৭ সূত্র দ্রষ্টব্য।

৫৫। প্রকৃতি অপর কোন শ্রেষ্ঠ কারণের বিকার বা কার্য্য না হলেও, প্রকৃতি লীনাবস্থা প্রাপ্ত পুরুষের বুত্থান ঘটে, কারণ প্রকৃতি স্বাতন্ত্র্য নহেন, পরবশা। ৩।৫৫

প্রশ্ন হতে পারে, প্রকৃতি যখন জগৎ কারণ এবং অনাদি, তখন প্রকৃতিলীনাবস্থা প্রাপ্ত পুরুষের বুত্থান হবে কেন? উত্তর, প্রকৃতি স্বাধীনা নহেন, পুরুষাধীনা, সুতরাং প্রকৃতিলীনাবস্থা প্রাপ্ত পুরুষের বুত্থান ঘটে।

৫৬। প্রকৃতি যাঁর বশ, সেই পরই সর্ব্ববিৎ এবং সর্ব্বকর্ত্তা। ৩।৫৬

অর্থাৎ পুরুষই, প্রকৃতি যাঁর অধীনা, তিনি সর্ব্ববিৎ এবং সর্ব্বকর্ত্তা।

৫৭। এরূপে সেই "পরের" ঈশ্বরত্ব-সিদ্ধি স্বীকার্য্য। ৩।৫৭

পরব্রহ্ম, পরমপুরুষ নিত্য নির্গুণ, তিনি স্বয়ং অকর্ত্তা, জাতৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব যা জীবে দৃষ্ট হয়, তা স্বরূপতঃ তাঁর নেই; কিন্তু তাঁর অবস্থান হেতুই গুণাত্মিকা প্রকৃতি তৎ-সান্নিধ্যহেতু সজীবতা লাভ করে কার্যকারিণী হন। এই অর্থে তিনি (পুরুষ) ঈশ্বর। এই ঈশ্বরত্ব সাংখ্য শাস্ত্রের স্বীকার্য।

প্রকৃতি লীনাবস্থায় পুরুষের বুত্থান সম্বন্ধে একটু আলোচনা দরকার। সাংখ্যমতে সৃষ্টিও অনাদি, কারণ এই মতানুসারে যাহা কখনও নেই (অসৎ) তার প্রকাশ (বর্ত্তমানতা) সম্ভব নয়। সুতরাং বস্তুর তিন অবস্থা, অব্যক্ত, বর্ত্তমান ও অতীত (অথবা আবার অব্যক্ত হওয়া)। এইরূপে সৃষ্টির পর প্রলয় এবং প্রলয়ের পর সৃষ্টি অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। এই সমস্ত সৃষ্টি এবং প্রলয় গুনময়ী প্রকৃতির, পুরুষের নয়, কারণ তিনি গুণাতীত; বেদান্ত-দর্শনানুসারে স্থূলদেহ থেকে মুক্তিলাভ

করে পুরুষ সূক্ষ্মদেহে ব্রহ্মলোকে বিদেহমুক্ত হয়ে বিচরণ করেন। ইহাকে মোক্ষাবস্থা বলা যায় না। কারণ ব্রহ্মলোকও প্রকৃতির বিকার, এই অবস্থাকে প্রকৃতিলীনাবস্থা বলা যায়। এই অবস্থা থেকে প্রলয়ের পর পুনরায় সৃষ্টিতে ঐরূপেই বুত্থান ঘটে। বাস্তবিকপক্ষে, ঠিক সাধনার দ্বারা যে পর্য্যন্ত না ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে, ততদিন ঊর্দ্ধলোক প্রাপ্তি হলেও সংসারে বুত্থানের সম্ভাবনা আছে। ইহাই উপরোক্ত কয়েকটি সূত্রের মর্ম্মার্থ।

৫৮। প্রধানের সৃষ্টিকার্য্য পুরুষের ভোগের নিমিত্ত; উষ্ট্র যেমন প্রভুর জন্য কুঙ্কুম বহন করে, নিজের জন্য নয়, তদ্রূপ প্রকৃতিরও সৃষ্টিকার্য্য, নিজের ভোগের জন্য নয়। ৩।৫৮

৫৯। প্রকৃতি অচেতনা হলেও, গাভীর দুগ্ধ যেমন বৎস-সান্নিধ্য-হেতু স্বতঃই স্রাবিত হয়, সেরূপ পুরুষ সন্নিধানে নিয়ত অবস্থান হেতু প্রকৃতির কর্ম্মচেষ্টা হয়ে থাকে। ৩।৫৯

৬০। কালক্রমে যেমন ঋতুসকলের আপনিই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জাগতিক কর্ম্ম প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিরও বিভিন্ন কর্ম্মচেষ্টা স্বতঃই প্রকাশিত হয়। ৩।৬০

৬১। ভৃত্য যেমন প্রভুর তুষ্টির জন্য কর্ম্মসচেষ্ট হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিরও স্বভাবতঃ কর্ম্মচেষ্টা হয়, কোন অভিসন্ধান বশতঃ নহে। ৩।৬১

৬২। অথবা কর্ম্মপ্রবাহ অনাদি, সুতরাং অনাদি কাল থেকে সেই কর্ম্মের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে প্রকৃতি পরিণাম প্রাপ্ত হন। ৩।৬২

৬৩। **প্রভুর ভোজন হলে যেমন পাচকের আর পাক-কার্য্যের প্রয়োজন থাকে না, তদ্রূপ পুরুষ প্রকৃতি থেকে ভিন্ন এই জ্ঞান হলে, সেই পুরুষের সম্বন্ধে প্রকৃতির আর কোন কার্য্য থাকে না।** ৩।৬৩

অর্থাৎ যাঁর প্রকৃতি-পুরুষ বিবেকজ্ঞান লাভ হয়েছে তাঁর প্রকৃতিগত আর কোন কার্য্য থাকে না।

৬৪। **ঐরূপ পুরুষ ব্যতিত অপর সকলে প্রকৃতিসঙ্গদোষে প্রাকৃত জীবন যাপন করে।** ৩।৬৪

তারা বদ্ধজীবরূপে অবস্থান করে।

৬৫। **উভয়ের অথবা একের ঔদাসীন্য হলেই মুক্তিলাভ হয়।** ৩।৬৫

প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের অথবা উহাদের কারও ঔদাসীন্য (অর্থাৎ সঙ্গপরিত্যাগ) হলেই পুরুষের মুক্তি সাধিত হয়।

৬৬। **সর্পভ্রম দূর হয়ে যার রজ্জুজ্ঞান হয়েছে, তাকে রজ্জুরূপী সর্প যেমন আর ভয় দেখাতে পারে না, অন্যকে দেখায়, সেরূপ মুক্ত পুরুষের প্রতি সৃষ্টিকার্য্য দেখাতে প্রকৃতি প্রবৃত্তিহীনা হলেও, অন্য পুরুষের নিমিত্ত সৃষ্টি রচনা করতে তিনি নিবৃত্তা হন না।** ৩।৬৬

৬৭। **সৃষ্টিকার্য্য বদ্ধ পুরুষের সম্বন্ধে লুপ্ত না হওয়ায়, তাদের সম্বন্ধে সংসার কার্যেরও বিরাম হয় না।** ৩।৬৭

৬৮। **পুরুষ স্বভাবতঃ নিরপেক্ষ হলেও, প্রকৃতির তাঁর উপকারের যে চেষ্টা, তার কারণ অবিবেক।** ৩।৬৮

boiboi.net

পুরুষ স্বভাবতঃ উদাসীন, কিন্তু প্রকৃতির তাঁর প্রতি উপকারের চেষ্টায় তিনি বিমোহিত হন, এর কারণ হচ্ছে অবিবেক।

৬৯। নর্ত্তকীর যেমন নৃত্য প্রদর্শন শেষ হলে, তার নৃত্যের নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিরও পুরুষকে নিজ স্বরূপ প্রদর্শন শেষ হলে তার কার্য্যের নিবৃত্তি হয়। ৩।৬৯

৭০। কুলবধূ যেমন অপর পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হলে তৎক্ষণাৎ দোষ-বোধে আত্মগোপন করে, তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষ কর্ত্তৃক সম্যক দৃষ্টা হলে যেন দোষবোধে সেই পুরুষ সম্বন্ধে আত্মগোপন করেন। ৩।৭০

অর্থাৎ যাঁর আত্মজ্ঞানলাভ হয়েছে, তাঁর নিকট প্রকৃতির আর কোন কার্য্যকারিতা থাকে না।

৭১। বন্ধ বা মোক্ষ কোনটিই পুরুষের পক্ষে ঐকান্তিক নয়; অবিবেক বশতঃই তাঁর ঐরূপ বোধ হয়ে থাকে। ৩।৭১

পুরুষ নিত্য, নির্গুণস্বভাব, তার বন্ধ বা মোক্ষ কোনটাই ঐকান্তিক নহে। অবিবেক বশতঃই তাঁর বন্ধভাব ঘটে, অবিবেকমুক্ত হলেই তিনি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

৭২। রজ্জুবদ্ধ পশুবৎ, প্রকৃতিতে অবিবেক বশতঃ, পুরুষ বদ্ধ থাকেন, অবিবেক দূর হলেই তিনি মুক্ত হন। ৩।৭২

৭৩। কোশকার যেমন আবাসরূপ কোশ তৈরী করে তাতে আবদ্ধ থাকে, সেরূপ প্রধানও সপ্তবিধরূপ কোশ দ্বারা আত্মাকে অবদ্ধ করেন। পুনরায় একরূপ, (বিবেকজ্ঞান) দ্বারা তাঁকে মুক্ত করেন। ৩।৭৩

কোশকার মানে, গুটিপোকা। সপ্তবিধ কোশ মানে ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ও ও ঐশ্বর্য্য এবং অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্চর্য্য। বিবেকজ্ঞানই "একরূপ"।

৭৪। **অবিবেকই বন্ধের নিমিত্তকারণ, ইহা দৃষ্টির অগোচর নহে।** ৩।৭৪

অর্থাৎ অবিবেকরই যে বন্ধতা তা দৃষ্টতঃই জানা যায়।

৭৫। **নেতি নেতি বিচার দ্বারা প্রকৃতি সম্বন্ধীয় সমস্ত তত্ত্ব হতে আত্মাকে পৃথক করে ভাবনারূপ যে অভ্যাস তদ্বারাই বিবেকসিদ্ধি হয়।** ৩।৭৫

যাকিছু দৃশ্য এবং অদৃশ্য, এবং করণসমূহও অনাত্ম সুতরাং এটা নয়, ওটা নয় এরূপ বিচারের অভ্যাস দ্বারা বিবেকজ্ঞান লাভ হয়।

৭৬। **অধিকারী বিবিধ হওয়ায় সকলেরই একইরূপে সম্যক্ বিবেকসিদ্ধি হয় না।** ৩।৭৬

অধিকারী ত্রিবিধ, উত্তম, মধ্যম ও অধম, সুতরাং সিদ্ধিলাভ তদনুসারে হয়।

৭৭। **সমাধি সাধনের দ্বারা পশ্চাৎগতি বাধিত হলেও, বিবেকের তীব্রতা হ্রাস হেতু পুরুষ মধ্যবিবেকী হলে, পুনরায় বিষয়-বাসনা অনুবৃত্ত হয়ে তার ভোগ সাধিত হয়।** ৩।৭৭

পশ্চাৎগতি মানে, বিষয়োন্মুখতা সমাধির দ্বারা রুদ্ধ হলেও, মধ্যবিবেক, অর্থাৎ বিবেকের তীব্রতা হ্রাস বশতঃ পুরুষের আবার বিষয় ভোগ হয়, অর্থাৎ পতন হয়।

৭৮। কিন্তু যাঁর বিবেক তীব্র, তিনি জীবিতকালেই মুক্ত হন। ৩।৭৮

৭৯। শাস্ত্রে দেখা যায় মুক্তি বিষয়ে কাকেও উপদেশ দেয়া হয়েছে এবং কেহ মুক্তি বিষয়ে উপদেষ্টারূপেও উক্ত হয়েছেন, তদ্দ্বারাই জীবিত কালেই মুক্তির সম্ভাবনা সিদ্ধ হয়। ৩।৭৯

৮০। জীবিতকালেই কেহ কেহ মুক্তিলাভ করেছেন, ইহা শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারাও সিদ্ধ। ৩।৮০

৮১। যদি জীবন্মুক্ত পুরুষ না থাকেন, তবে গুরু যেমন মুক্তি বিষয়ে অন্ধ, শিষ্যগণও পরম্পরা তদ্রূপ অন্ধই থাক্‌বেন। ৩।৮১

জীবিতকালেই যে মুক্তিলাভ সম্ভব, এ বিষয়ে সকল প্রকার সন্দেহের নিরাসন করা হল।

৮২। মুক্তপুরুষ কুম্ভকার চক্রবৎ দেহ ধারণ করেন। ৩।৮২

যিনি মুক্তিলাভ করেছেন, তিনি কিরূপে শরীর ধারণ করে থাক্‌বেন, শরীরের ক্রিয়া কিরূপে সম্পন্ন করবেন? তদুত্তরে বল্‌ছেন, কুম্ভকার দণ্ডসহযোগে চক্রকে ভ্রমন করায়, দণ্ড উঠিয়ে নিলেও চক্র আপনা আপনিই ঘুরতে থাকে, মুক্ত পুরুষেরও সেরূপে দেহধারণ কার্য্য চল্‌তে থাকে।

৮৩। জীবন্মুক্ত পুরুষেরও দেহাদিতে সূক্ষ্ম সংস্কার থাকে, সেই সংস্কারলেশ বশতঃই শরীরক্রিয়া চল্‌তে থাকে। ৩।৮৩

কিন্তু তিনি এই কার্য্যে নির্লিপ্ত থাকেন, শ্রীমদ্‌ভগবৎ গীতার ৫।৮-৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৮৪। **অতএব স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, বিবেকজ্ঞান দ্বারা নিঃশেষ-রূপে দুঃখের নিবৃত্তি হলেই পুরুষ কৃতকৃত্যতা লাভ করে, অন্য কিছু দ্বারা ইহা লভ্য নহে।** ৩।৮৪

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

boiboi.net

তৃতীয় অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ ঃ—

১। জীবের শরীরসম্বন্ধ, অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধিই পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর হেতু।

২। সৃষ্টির আদিতে সূক্ষ্মদেহসকল উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্ম বলে ভোগের নিমিত্ত ইহারা স্থূলদেহ ধারণ করে। এই লিঙ্গশরীর সপ্তদশ তত্ত্বের সংমিশ্রণ, পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও অহংকার।

৩। তত্ত্বজ্ঞান হতে মুক্তি সাধিত হয়। মুক্তির নিয়ত কারণ হচ্ছে জ্ঞান।

৪। শুদ্ধ আত্মস্বরূপ ভাবনার দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হলে সমস্ত জগৎ প্রকৃতির বিকার, অতএব অনাত্ম, এই জ্ঞান হয়।

৫। বিষয়ানুরাগ বিনষ্ট হলে, অর্থাৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হলে পরমাত্মধ্যান অবাধে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬। করণসকলের বিষয়াভিমুখী বৃত্তির নিরোধ দ্বারা ধ্যান সিদ্ধ হয়।

৭। ধারণা, আসন ও স্বকর্ম্ম দ্বারা বৃত্তিনিরোধ হয়।

৮। বিপর্য্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি সিদ্ধির বিঘ্ন ঘটায়।

৯। সিদ্ধিও পরমাত্মধ্যান সাধনের বিঘ্ন ঘটায়।

১০। সৃষ্টি বহুবিধ, দেব, অসুর, রাক্ষস, নর, তির্য্যক, স্থাবর ইত্যাদি।

১১। বিবেকজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোক হতে স্থাবর পর্য্যন্ত সমুদয় সৃষ্টিই পুরুষের উপভোগের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়।

১২। রজোপ্রধান ভূর্লোক মধ্যে স্থিত, ইহার ঊর্দ্ধে সমুদয় লোক সত্ত্বপ্রধান এবং ভূর্লোকের নিম্নে লোকসকল তমঃপ্রধান।

১৩। জরা, মরণাদি দুঃখসকল সমস্ত লোকেই আছে।

১৪। প্রকৃতি লীনাবস্থাও মোক্ষ নয়, কারণ প্রকৃতি স্বতন্ত্রা নহেন 'পরের' বশ ; সেই 'পর'ই হলেন সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বকর্ত্তা।

১৫। পরের ঈশ্বরত্ব স্বীকার্য্য।

১৬। প্রকৃতি ও পুরুষ যখন সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এই জ্ঞান হয় বা বিবেকজ্ঞান লাভ হয়, তখনই পুরুষের মুক্তিলাভ হয়।

১৭। জীব জীবদ্দশায়ই মুক্তিলাভ করতে পারে। কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় তার স্থূলদেহ তখন দৈহিক কাজ করতে থাকে।

১৮। বন্ধ বা মোক্ষ কোনটিই পুরুষের পক্ষে ঐকান্তিক নয়, অবিবেক বশতঃই তাঁর ঐরূপ বোধ হয়।

১৯। সমাধি-সাধন পর্য্যন্ত লাভ হয়েও বিবেকের তীব্রতা হ্রাস হেতু, আবার সংসারে অনুবৃত্ত হয়ে ভোগ সাধিত হতে পারে।

২০। বিবেকদ্বারা নিঃশেষরূপে দুঃখের নিবৃত্তি হলেই পুরুষ কৃতকৃত্য হন, অন্য কিছু দ্বারা ইহা লভ্য নয়।

boiboi.net

চতুর্থ অধ্যায়

এই অধ্যায়ে পূর্ব্ব তিন অধ্যায়ে উক্ত উপদেশসকলের নানা দৃষ্টান্ত ও কথিকা দ্বারা পুনরায় দৃঢ়তা সম্পাদন ও সাধন বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

১। বিবেকজ্ঞান তত্ত্বোপদেশ শ্রবণে উপজাত হয়, রাজপুত্রের অখ্যায়িকা তার প্রমাণ। ৪।১

কোন এক রাজপুত্র শৈশবে বনে নিক্ষিপ্ত হয়। এক ব্যাধ তাকে প্রতিপালন করে। রাজপুত্র নিজেকে ব্যাধপুত্র বলেই জান্‌তেন। পরে রাজমন্ত্রী ইহা অবগত হয়ে তার নিকট উপস্থিত হন এবং তাকে জ্ঞাপন করেন যে, সে ব্যাধপুত্র নয়, রাজপুত্র। ইহাতে তার ব্যাধপুত্র অভিমান দূর হয় এবং নিজেকে রাজপুত্র জ্ঞানে শৌর্য্যাবলম্বন করে। সেরূপ তত্ত্বোপদেশের দ্বারা বদ্ধ পুরুষের মুক্তস্বভাবের প্রতীতি উদয় হতে পারে।

২। জ্ঞানীব্যক্তির অন্যকে প্রদত্ত উপদেশ শ্রবণেও অপরের বিবেকজ্ঞান উদয় হতে পারে, যেমন এক পিশাচের হয়েছিল। ৪।২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে প্রদত্ত উপদেশ এক পিশাচ শ্রবণ করেছিল, তাতে তার জ্ঞানোদয় হয়। সৎসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ এবং শাস্ত্রপাঠ করা কর্ত্তব্য।

৩। পুনঃ পুনঃ তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ দ্বারাও বিবেকজ্ঞান জন্মে। ৪।৩

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, শ্বেতকেতু ঋষি আরুণির নিকট সাতবার উপদেশ শ্রবণের পর বিবেকজ্ঞান লাভ করেছিলেন।

৪। জন্ম হলেই মৃত্যু আছে, ইহা প্রত্যেক পিতাপুত্রের দৃষ্টান্তে অবগত হয়ে দেহজাত ভোগের প্রতি বৈরাগ্যযুক্ত হবে। ৪।৪

পুত্র পিতা হতে যেমন জন্মেছেন, তদ্রূপ পিতাও তার পিতা থেকে জন্মেছিলেন, এরূপ গতানুগতিক দেহ অসার জেনে বিষয়ে বৈরাগ্যবান হবে।

৫। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির নিমিত্ত ইচ্ছাই যে দুঃখের এবং তা পরিত্যাগই যে সুখের হেতু, তা শ্যেনপক্ষীর দৃষ্টান্তে অবগত হবে। ৪।৫

এক শ্যেনপক্ষী মাংসলোভে মাংসখণ্ড অপহরণ পূর্ব্বক পলায়ন করেছিল। তাতে ব্যাধ তাকে বধ করতে উদ্যত হয়। পক্ষী তখন মাংসখণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত ও সুখী হল। পরিত্যাগই সুখ, অর্জ্জন ও রক্ষণ চেষ্টাতেই দুঃখ।

৬। সর্প যেমন খোলস ত্যাগ করে সজীবতা লাভ করে, তেমন পুরুষও ভোগবিলাস পরিত্যাগ করে বিবেক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ৪।৬

৭। ছিন্ন হস্ত যেমন পুনরায় গ্রহণযোগ্য হয় না, তদ্রূপ ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করলে, তাহা আর কদাচ গ্রহণীয় নয়। ৪।৭

৮। যা বিবেকজ্ঞান সাধনে অযোগ্য, তা আপাতঃ ধর্ম্মজ্ঞানে অবলম্বন করলে বন্ধন ঘটে, যেমন রাজর্ষি ভরতের ঘটেছিল। ৪৮

রাজর্ষি ভরত কৃপাপরবশ হয়ে এবং ধর্ম্মজ্ঞানে হরিণশিশুকে রক্ষা ও প্রতিপালন করেছিলেন। কিন্তু এতে তিনি সাধনভ্রষ্ট হয়ে হরিণ জন্ম লাভ করেছিলেন।

৯। বহুজনসংসর্গবাসে রাগাদি উৎপন্ন হয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়, যেমন বহুশঙ্খ পরিহিতা কুমারীর হয়েছিল। ৪।৯

এক কুমারীর হস্তে বহু শাঁখা ছিল। কাজকর্ম্মে সে শাঁখাগুলো পরস্পর আঘাত প্রাপ্ত হয়ে বিবাদ উপস্থিত করল। সে তখন সমস্ত শাঁখা ভেঙ্গে ফেলে কেবল একগাছা করে দুহাতে দুগাছা রাখলো। তখন সে শান্তিতে কাজে ব্রতী হল। সেরূপ একাকী নির্জ্জনে বাস করলে মনের বিক্ষিপ্ততা ঘটে না।

১০। দুজনেরও একত্র অবস্থিতি তদ্রূপ সাধন বিঘ্নকর। ৪।১০

১১। আশা পরিত্যাগকারীই সুখী, পিঙ্গলা তার দৃষ্টান্ত। ৪।১১

পিঙ্গলানাম্নী এক বারবণিতা অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত প্রিয়জন সমাগম আশায় উৎকণ্ঠিতচিত্তে অপেক্ষা করে যখন তারা এল না, তখন বৈরাগ্যাবলম্বন করে আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম শান্তিলাভ করেছিল।

১২। মুমুক্ষু ব্যক্তির আবাসগৃহ নির্ম্মাণের উদ্যোগ অপ্রয়োজন, সর্পের ন্যায় আবশ্যক হলে পরগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে সুখী হবে। ৪।১২

সর্প নিজে গৃহ নির্মাণ করে না। কিন্তু তার আবাসগৃহের অভাবও হয় না, প্রয়োজন মত কোন বিবরে সে বাস করে। সেরূপ বৈরাগ্যবান, মুমুক্ষু ব্যক্তিও নিজের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করবেন না।

১৩। **ষট্‌পদের ন্যায়, বহুশাস্ত্রপাঠ ও গুরু উপাসনা দ্বারা জ্ঞান আহরণ করবে।** ৪।১৩

ষট্‌পদ (ভ্রমর) যেমন ফুলে ফুলে বিচরণ করে মধু আহরণ করে, তদ্রূপ বহু শাস্ত্র থেকে এবং গুরু উপাসনা দ্বারা জ্ঞান আহরণ করবে। ক্ষুদ্র মহৎ সব জীব হতেই নীতি গ্রহণ করবে, কাকেও উপেক্ষা করবে না, কারও দোষভাব গ্রহণ করবে না।

১৪। **শরনির্ম্মাতার ন্যায় একাগ্রচিত্তে অবস্থান করতে পারলে, সমাধির হানি হয় না।** ৪।১৪

এক শরনির্ম্মাতা শরনির্ম্মাণে এতই নিমগ্ন ছিল যে, তার পার্শ্ববর্ত্তী পথ দিয়ে ধূমধামের সহিত রাজা চলিয়া গেলেও, সে জানতে পারেনি। এরূপ একাগ্র হলে সমাধি সিদ্ধ হয়।

১৫। **শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করলে অবশ্যই অনর্থ ঘটবে এবং অভিষ্ট লাভও হবে না, যেমন চিকিৎসকের পরামর্শানুযায়ী ঔষধ সেবন না করলে লৌকিক ঔষধসকল কার্য্যকরী হয় না।** ৪।১৫

১৬। **বিস্মৃতি জন্যও নিয়ম উল্লঙ্ঘন করলে অনর্থ সংঘটিত হয়, ভেকীর দৃষ্টান্তে তা জানা যায়।** ৪।১৬

এক রাজা বনে মৃগয়া করতে যেয়ে এক সুন্দরী রমণীকে দেখে তাকে

বিবাহ করতে চান। এই শর্তে রমণী বিবাহ করতে রাজী হল, যে পর্য্যন্ত না রাজা তাকে জল প্রদর্শন করাবেন, ততদিন সে রাজার ভার্য্যাত্ব বরণ করবে। কিছুদিন পর রাজার সহিত ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হয়ে সে জল প্রার্থনা করলে, রাজা শর্ত্ত বিস্মৃত হয়ে জলপূর্ণ স্ফটিক পাত্র তাকে দেখালেন। কামরূপা নারী তৎক্ষণাৎ ভেকীরূপ ধারণ করে জলে অদৃশ্যা হল।

১৭। **বিচার-বিবেচনা ব্যতিরেকে শুধু শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করলেই কৃতকৃত্যতা লাভ হয় না, ইন্দ্র বিরোচনের দৃষ্টান্তে ইহা জানা যায়।** ৪।১৭-১৮

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, ইন্দ্র ও বিরোচন এক গুরুর নিকট হতে উপদেশ গ্রহণ করতেন। বিচারশক্তিহীনতা জন্য সে উপদেশ বিরোচনকে উপযুক্ত ফল প্রদান করে নাই। কিন্তু ইন্দ্র গুরুবাকার্থ্য সম্বন্ধে বিচার উপস্থিত করে বার বার গুরুর নিকট আগমণ করে জিজ্ঞাসাক্রমে উত্তম ফলভাগী হলেন। সুতরাং পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা দ্বারা গুরুবাক্যার্থ অবধারণ করবে।

১৮। **ইন্দ্রের ন্যায় অন্যেরও গুরুপ্রণাম, ব্রহ্মচর্য্য, গুরুসাক্ষাতে দৈন্যাবলম্বন দীর্ঘকাল যাবত অনুষ্ঠান করতে করতে তত্ত্ব-জ্ঞানসিদ্ধি লাভ হয়।** ৪।১৯

১৯। **কতদিনে এরূপ সিদ্ধিলাভ হবে, তার কোন অবধারিত নিয়ম নেই। ঋষি বামদেবের উদাহরণে তা জানা যায়।** ৪।২০

এরূপ সাধন অবলম্বনে তত্ত্বজ্ঞান লাভ, অধিকারী ভেদে কম-বেশী

সময়ে হয়, ঋষি বামদেব মাতৃগর্ভেই গুরূপদেশ শ্রবণ করে তত্ত্বদর্শী হয়েছিলেন। অপরের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

২০। **যজ্ঞোপসনা দ্বারা যেমন যাজ্ঞিকদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষ লাভ হয় না, পরন্তু তাদের চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন পূর্ব্বক পরম্পরাক্রমে তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদনের হেতু হয়, তদ্রূপ যারা কোন সীমাবদ্ধ রূপে বা মূর্ত্তিতে ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত বলে উপাসনা করেন, তাঁদের এরূপ উপাসনা পরম্পরাক্রমে মোক্ষলাভের হেতু হয়।** ৪।২১

শ্রীমদ্ভাগবদ গীতার ১৮।৫ শ্লোকে ভগবান বলেছেন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ইত্যাদি মনিষীদের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করে। চিত্তশুদ্ধি ও মন বশীভূত হলে নির্ম্মল জ্ঞানলাভ হয় এবং ক্রমশঃ ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি হয়। ইহাই সূত্রের বক্তব্য।

২১। **অর্চ্চিরাদিমার্গ প্রাপ্তি হলেই যে মোক্ষলাভ হয় তা নয়, কারণ তথা হতেও সংসারে পুনরাবৃত্তি হয়, যেহেতু শ্রুতি বলেছেন, পঞ্চাগ্নিতে আহুতি প্রদানরূপ যজ্ঞদ্বারা সংসারে পুনর্জ্জন্মই লাভ হয়।** ৪।২২

পঞ্চাগ্নি, (দিব্, পর্জ্জন্য, ধরা, নর ও যোষিৎ), বিদ্যা ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে বর্ণিত আছে। মৃত্যুর পর মনুষ্য সাধারণতঃ ধূম্রমার্গে অর্থাৎ পিতৃলোকে গমন করে এবং তথা হতে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তপস্বী ব্যক্তির লিঙ্গদেহ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে অর্চ্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোকে প্রয়ান করে। ব্রহ্মলোক প্রপ্তি উচ্চাঙ্গ সাধকদেরই ঘটে। পরন্তু এও মোক্ষ নয়, কারণ তখনও বিষয়-সংস্কার তার মধ্যে

সুপ্ত থাকতে পারে এবং সংসারে আসক্তি ঘটতে পারে। এই বিষয়-সংস্কার সমূলে ধ্বংস হয়ে ব্রহ্মরূপতা বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হলে মোক্ষলাভ হয়।

২২। **হংস যেমন জলমিশ্রিত ক্ষীর হতে ক্ষীরাংশই গ্রহণ করে, তদ্রূপ বৈরাগ্যযুক্ত পুরুষ সংসারাশ্রমে বাস করলেও, ইহার অসারভাগ পরিহার করে সারস্বরূপ পরমাত্মাকেই গ্রহণ করেন।** ৪।২৩

সংসারের সারবস্তু হচ্ছেন আত্মা, আর অসার বস্তু হচ্ছে প্রকৃতিজাত বিকার।

২৩। **পরম তত্ত্বজ্ঞ মুক্তপুরুষদের সঙ্গলাভ হলেও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হতে পারে।** ৪।২৪

আমাদের সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থই সাধুসঙ্গ বর্ণনায় মুখর। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলেছেন, ক্ষণকালের সৎসঙ্গও ভবসাগর পার হওয়ার নৌকাস্বরূপ হতে পারে।

২৪। **বন্ধনভয়ে শুকপক্ষী যেমন সদা সাবধান থাকে, সেরূপ বিষয়বাসনা নিবৃত্ত হলেও সর্ব্বদা সতর্ক থাকবে। কামাচারী হবে না।** ৪।২৫

২৫। **শুক পক্ষী তারগুণের জন্য লোকদ্বারা আবদ্ধ হয়, সেরূপ সাধকের অলৌকিক গুণ প্রকাশিত হলে, তিনি পুনরায় সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হন।** ৪।২৬

শুকপক্ষী তার কণ্ঠ সঙ্গীতের জন্য লোকদ্বারা ধৃত হয়। সাধকেরও অনিমাদি অলৌকিক গুণ প্রকাশিত হলে জনসাধারণের দ্বারা ভ্রষ্ট হয়ে

পুনরায় সংসারবন্ধন হতে পারে। অতএব এসব গুণ কখনও প্রকাশিত করবে না।

২৬। ভোগের দ্বারা রাগের উপশম হয় না, সৌভরী মুনি তার প্রমাণ। ৪।২৭

সৌভরী মুনি জলের মধ্যে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। মৈথুনযুক্ত মৎস সকল তার শরীরে বাসস্থান করেছিল। তাদের সংস্পর্শে মুনির স্ত্রীসঙ্গে অভিরুচি হয় এবং তিনি এক রাজার পঞ্চাশজন কন্যাকে যোগবলে, দিব্যদেহ ধারণ পূর্ব্বক বিবাহ করেন ও বিহার করেন। ইহাতে ভোগতৃষ্ণার নিবৃত্ত না হওয়ায় তিনি পুনরায় পরম সন্ন্যাস অবলম্বন করেন।

২৭। গুণ ও দোষ এই উভয়ের দোষবিচার দ্বারা শান্তিলাভ হয়। ৪।২৮

পূর্ব্ব দু সূক্তে শুকপক্ষীর গুণ ও ভোগের দোষ এই উভয়ের বিচারে দোষ দর্শন পূর্ব্বক উহা হতে সাবধান হয়ে শান্তিলাভ করবে॥

২৮। মলিনচিত্তে তত্ত্বোপদেশ অঙ্কুরিত হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত রাজা অজ। ৪।২৯

রাণী ইন্দুমতীর বিরহে রাজার চিত্ত অত্যন্ত মলিন থাকাতে, বহ্মর্ষি বশিষ্ঠের জ্ঞানোপদেশ তার চিত্তে কোন প্রকার স্থান পায় নাই।

২৯। মলিন দর্পণে যেমন কোনপ্রকার প্রতিবিম্বই দৃষ্ট হয় না, সেরূপ মলিনচিত্তে তত্ত্বজ্ঞানের কোনরূপ আভাসমাত্রও হয় না। ৪।৩০

সেজন্য শাস্ত্রে আধার বিচার পূর্ব্বক তত্ত্বোপদেশ দেবার বিধি আছে।

৩০। **যে বস্তু হতে যা উৎপন্ন হয়, তা যে তৎপ্রকৃতিকই হবে, এরূপ কোন অবধারিত নিয়ম নেই ; যেমন পঙ্কের মধ্যে পদ্মফুলের উৎপত্তি হলেও, পঙ্কজের প্রকৃতি ও পঙ্কের প্রকৃতি এক নহে।** ৪।৩১

মলিন সংসারে জন্মগ্রহণ করলেই যে সবাই মলিন চিত্ত হবে, এরূপ ভাবা ঠিক নয়। এই মলিন সংসারে জন্মগ্রহণ করে বহু পুরুষ মোক্ষলাভ করেছেন, এবং আরও করবেন।

৩১। **দেবোপাসনাবলে যে সমস্ত বিভূতি লাভ হয়, তদ্দ্বারাও পুরুষ কৃতকৃত্য হয় না, কারণ উপাস্য দেবতাদের অণিমাদি সিদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা যখন অভিষ্টসিদ্ধ হন নাই এবং তাঁদের অভিষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যখন তপস্যায় প্রবৃত্ত হওয়া শাস্ত্র প্রমাণিত, তখন দেবোপাসনা জনিত বিভূতিলাভও যে জীবকে কৃতার্থ করতে পারে না, তা স্বতঃই প্রমাণিত।** ৪।৩২

দেবোপাসনা দ্বারা যেসব ঐশ্বর্য্য বা লোকলাভ হয়, তা সাময়িক। একমাত্র আত্মানাত্ম ভাবনা দ্বারা বিবেকজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হলেই মোক্ষলাভ হয়।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

boiboi.net

চতুর্থ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ :—

১। বিবেকজ্ঞান তত্ত্বোপদেশ শ্রবণে উপজাত হয়।

২। ভোগবিলাস পরিত্যাগ দ্বারাও বিবেক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়।

৩। শুধু তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করলেই বিবেকজ্ঞান লাভ নাও হতে পারে। বিচারবিবেচনা এবং শ্রীগুরুর নিকট জিজ্ঞাসা দ্বারা এই জ্ঞানলাভ করতে হয়।

৪। শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করলে অবশ্যই অনর্থ ঘটে।

৫। কতদিনে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হবে, তার কোন নিয়ম নেই। সাধকের ধীশক্তি ও উপদেশগ্রহণ ক্ষমতার উপর ইহা নির্ভর করে।

৬। তত্ত্বজ্ঞ মুক্তপুরুষদের সঙ্গলাভ হলেও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হতে পারে।

৭। মলিন চিত্তে তত্ত্বজ্ঞানের স্ফূরণ হয় না।

৮। পঙ্কের মধ্যে যেমন পঙ্কজ জন্মে, সেরূপ মলিন সংসারেও জন্ম গ্রহণ করে বহু পুরুষ মোক্ষলাভ করেছেন।

boiboi.net

পঞ্চম অধ্যায়

এই অধ্যায়কে তর্কপাদ বলে। ইহাতে বিভিন্ন বিষয়ক প্রতিকুল যুক্তি কল্পনা করে তা খণ্ডন করা হয়েছে। সুতরাং বিষয়ের পরস্পর যোগাযোগ এতে নেই। প্রথম অধ্যায়ে যে সব যুক্তির অবতারণা করা হয়েছ সেগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করাই এর উদ্দেশ্য। সুতরাং শিরোনামা ও সংখ্যার দ্বারা বিষয় সূচিত হল।

(১) অথ মঙ্গলবাচক

১। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে "অথ" শব্দের দ্বারা যে মঙ্গলাচরণ করা হয়েছে তা শিষ্ঠাচারসম্মত, ফলপ্রদ ও শ্রুতি-অনুমোদিত। ৫।১

(২) ঈশ্বরের গৌণাধিষ্ঠান

২। কর্ম্মের যে ফলনিষ্পত্তি তা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরাধিষ্ঠান দ্বারা সম্পাদিত হয় না, কর্ম্মেরই ফলোৎপাদিকা শক্তি আছে, তদ্দ্বারাই ফলসিদ্ধি হয়। ৫।২

ঈশ্বর সাক্ষাৎ কর্ম্মফল দান করেন না, তবে তাঁর গৌণাধিষ্ঠান আছে, যাহাতে সৃষ্টিকার্য্য আপন হতেই সম্পাদিত হয়। শ্রীমদ্ভগবৎ গীতার ৫।১৪ শ্লোকে ভগবান বলেছেন, সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর জীবের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম অথবা কর্ম্মফলপ্রাপ্তিও জীবের আয়ত্বাধীন করেন নাই; "স্বভাবই" তৎসমস্তের প্রবর্ত্তক। এই স্বভাবের মধ্যেই ঈশ্বরের গৌণাধিষ্ঠান আছে, যা জীবকে কর্ম্মে প্রেরণ করে ও ফলপ্রাপ্তি ঘটায়।

৩। লোকদৃষ্টান্তানুসারে, কেহ যখন কোন কার্য্য করতে যায়, সে তার উপকারার্থ ই সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু ঈশ্বর পূর্ণ, বিভু। সুতরাং তাঁর নিজের জন্য কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নয়। ৫।৩

৪। তদ্রূপ হলে তাঁর ঈশ্বরত্ব রইল না, তিনি লৌকিক ঈশ্বর হলেন। ৫।৪

লৌকিক ঈশ্বর মানে, ক্ষমতাশালী একজন মনুষ্য হলেন।

৫। তবুও তাকে ঈশ্বর বললে, তিনি নামেই ঈশ্বর হলেন মাত্র। ৫।৫

৬। রাগ ব্যতিরেকে সঙ্কল্পপূর্ব্বক কোন কার্য্যই হতে পারে না; অতএব ঈশ্বর সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্বতঃ কার্য্য করলে, তাতে তাঁর অনুরাগ আছে প্রমাণিত হয়। ৫।৬

৭। এরূপ অনুরাগযুক্ত হলে, তাঁকে নিত্যমুক্ত বলা যেতে পারে না। ৫।৭

তিনি জীবই হয়ে পড়লেন।

৮। প্রধানের সহিত যুক্ত হওয়াতে তদ্‌যোগে তিনি অনুরাগ-যুক্ত হন, এরূপ বললে, তিনি সসঙ্গ হয়ে পড়লেন। ৫।৮

"অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ" এই শ্রুতিবাক্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়। সুতরাং তাঁর সসঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

৯। কোন কার্য্য না করেও কেবল তিনি রয়েছেন, এই বলে তাঁকে যদি জগৎকর্ত্তা বলা হয়, তবে এরূপ জগৎকর্ত্তা সকলকেই বলা যেতে পারে। ৫।৯

boiboi.net

১০। **ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জগৎকর্তৃত্ব বিষয়ে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ নেই ; সুতরাং তাহা স্বীকার্য্য নহে।** ৫।১০

যেখানে শ্রুতিতে তাঁর জগৎ কর্তৃত্ব উল্লেখ আছে, তাহা তাঁর গৌণাধিষ্ঠান বলেই বুঝতে হবে।

১১। **ঈশ্বর গুণসম্বন্ধ বর্জ্জিত। অতএব সঙ্কল্পপূর্ব্বক তাঁর কার্য্য করা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয় না।** ৫।১১

১২। **শ্রুতি জগৎকে প্রধানেরই কার্য্য বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা নহেন।** ৫।১২

উপরের সূত্রগুলোতে প্রথম অধ্যায়ের ৮৯ সূত্রে অন্তঃকরণ পরমাত্মা ঈশ্বরসান্নিধ্যে সচেতন হয়, ইহারই বিশেষ ব্যাখ্যা করলেন। সৃষ্টিকার্য্য প্রধানেরই কার্য্যে, কিন্তু ঈশ্বর অধিষ্ঠান বশতঃই তিনি ঐ কার্য্যে প্রবৃত্তা হন। ঈশ্বর বা পুরুষ নির্গুণস্বভাব, নিজে নিষ্ক্রিয় থাকেন। সুতরাং প্রকৃতিতে তাঁর যে অধিষ্ঠান, তা গৌণ।

(৩) আত্মা অবিদ্যামুক্ত

১৩। **আত্মা নিঃসঙ্গ, সুতরাং তাঁর অবিদ্যাশক্তিসংযোগ সম্ভব নয়।** ৫।১৩

চিরন্তন আত্মা এবং আমাদের মধ্যেও যিনি জীবাত্মারূপে বর্ত্তমান তিনি চিরমুক্তস্বভাব, অবিদ্যাযোগে তাঁর বন্ধ হওয়া অসম্ভব। মহামুনি সেই ব্যাখ্যা করেছেন।

১৪। **অবিদ্যাযোগে আত্মার বন্ধাবস্থা কল্পনায় অনন্যাশ্রয় ও অনবস্থা দোষ ঘটে ; সুতরাং এরূপ কল্পনা যুক্তিহীন।** ৫।১৪

আত্মার সহিত অবিদ্যার যোগসম্বন্ধ হতে পারলেই এরূপ অবিদ্যার সম্ভব হয়, নতুবা নয়। আত্মার অবিদ্যা সংযোগ কিসে কল্পিত হয়? অবিদ্যার দ্বারাই। আবার এই অবিদ্যা কিরূপে হয়? আত্মার অবিদ্যাসংযোগরূপ বদ্ধাবস্থা হেতু এই অবিদ্যা বর্ত্তমান থাকে, মুক্তাবস্থায় থাকে না। অতএব এরূপ চিন্তায় অনন্যাশ্রয় ও অনবস্থা দোষ ঘটে।

১৫। **বীজাঙ্কুরাদির ন্যায়ও অনাদিপ্রবাহ বশতঃ আত্মার বদ্ধাবস্থা হতে পারে না, কারণ শ্রুতি প্রমাণে জানা যায়, সংসার উৎপত্তিশীল; সুতরাং জীবের সংসার সম্বন্ধ অনাদি সম্বন্ধ হতে পারে না।** ৫।১৫

বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে বীজ, এরূপ অনাদিপ্রবাহ চলছে। কিন্তু জগৎ উৎপত্তিশীল বলে জীবের সংসার সম্বন্ধ অনাদি হতে পারে না।

১৬। **অবিদ্যা বিদ্যা হতে ভিন্ন বস্তু। এরূপ কল্পনায় আত্মাও অ-বিদ্যাপদবাচ্য হন, সুতরাং আত্মাও অবিদ্যার ন্যায় বিদ্যানাশ্য হয়ে পরেন।** ৫।১৬

বিদ্যানাশ্য মানে, বিদ্যার দ্বারা নাশ হওয়া।

১৭। **অবিদ্যা বিদ্যা দ্বারা নাশ্য নহে বললে, মোক্ষ বিষয়ে বিদ্যার নিষ্ফলতা প্রমাণিত হয়।** ৫।১৭

১৮। **অবিদ্যাকে যদি বিদ্যানাশ্য বলে স্বীকার করা হয়, তবে জগৎ থেকে পৃথকরূপে অস্তিত্বশীল অবিদ্যার অস্তিত্ব স্বীকার অনাবশ্যক, কারণ তোমাদের মতে জগতও বিদ্যানাশ্য।** ৫।১৮

১৯। যদি বিদ্যানাশ্য জগতের ন্যায় অবিদ্যাও আরেকটি পৃথক বিদ্যানাশ্য বস্তু হয়, তবে তাকেও আদি বলে স্বীকার করতে হবে। ৫।১৯

কারণ তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন পৃথক বস্তু হল। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর অস্তিত্ব নেই, এটা তোমাদেরও স্বীকার্য্য। পরন্তু জীব অনাদি বলে সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং অবিদ্যা জীবের স্বরূপগত নহে, কাজেই জীবের অবিদ্যাযোগের সম্ভাবনা নেই।

(৪) ধর্ম্ম

২০। ধর্ম্মের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ হয় না বলে ধর্ম্মের অপলাপ সঙ্গত নহে, কারণ প্রকৃতির কার্যের বৈচিত্র হেতু অপ্রত্যক্ষীভূত বস্তুরও অস্তিত্ব বোধগম্য হয়। ৫।২০

২১। শ্রুতি প্রমাণ এবং লিঙ্গ ইত্যাদি দ্বারা ধর্ম্মের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ৫।২১

লিঙ্গ (হেতু) দর্শনে, যেমন যোগজ্ঞান দ্বারা ধর্ম্মের অস্তিত্ব জানা যায়।

২২। প্রত্যক্ষ ভিন্ন যখন অন্য প্রমাণ আছে, যদ্দারা বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, তখন প্রত্যক্ষযোগ্য নয় বলে অস্তিত্বশীল নহে, এরূপ বলা যায় না। ৫।২২

২৩। ধর্ম্মের ন্যায় অধর্ম্মও অস্তিত্বশীল বলে এরূপে সিদ্ধান্ত হয়। ৫।২৩

২৪। ধর্ম্মব্যঞ্জক বাক্যসকলের ন্যায় অধর্ম্মব্যঞ্জক বাক্যসকলও শ্রুতিতে আছে, এবং অধর্ম্মের অস্তিত্বও অনুমেয়, সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ই অস্তিত্বশীল। ৫।২৪

২৫। পরন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম। ৫।২৫

আত্মা নির্ব্বিকার, সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম আত্মায় স্পর্শে না।

২৬। মোক্ষকালেও গুণ প্রভৃতির অত্যন্ত বাধ হয় না। ৫।২৬

কারণ পুরুষ গুণাদিতে লিপ্ত নহেন। সুতরাং গুণাদি তাঁর মোক্ষ বিষয়ে কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

২৭। ন্যায়ের যে পঞ্চাবয়ব আছে, তদ্দ্বারা সুখাদি পদার্থেরও অস্তিত্ব সাধিত হয়। ৫।২৭

ন্যায়ের পঞ্চাবয়ব হচ্ছে, প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। ন্যায়শাস্ত্রের এই পঞ্চাবয়ব দ্বারা বস্তু প্রমাণিত হয়। প্রতিজ্ঞা মানে, যাহা প্রমাণ করতে হবে, যেমন পর্ব্বতে বহ্নি আছে। হেতু (কারণ) পর্ব্বতে ধূম আছে। উদাহরণ—ধূম থাকলেই বহ্নি আছে। উপনয়— পর্ব্বতে ধূম দেখা যাচ্ছে। নিগমন, (নির্ণয়)—অতএব পর্ব্বতে বহ্নি আছে।

(৫) ব্যাপ্তি-ব্যাপক সম্বন্ধ

২৮। একবার মাত্র দর্শনেই বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ জ্ঞান হয় না। ৫।২৮

সম্বন্ধ মানে, অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি।

২৯। একের সহিত অন্যের বা উভয়ের সহিত উভয়ের যে নিয়ত ধর্ম্মসাহিত্য তার নাম ব্যাপ্তি। ৫।২৯

যেমন ধূম এবং অগ্নি। ধর্ম্মসাহিত্য মানে, সহাবস্থান।

৩০। **ব্যাপ্তি কোন ভিন্ন তত্ত্ব নহে, যেহেতু এরূপ মনে করলে অপর একটি বস্তুর কল্পনা করতে হয়, যাহা অহেতুক।** ৫।৩০

৩১। **আচার্য্যগণ বলেন, বস্তুদ্বয় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয়ে স্থিত হলে এক প্রকার শক্তির উদ্ভব হয়, তাহাই ব্যাপ্তি।** ৫।৩১

প্রথম অধ্যায়ের ১০০ সূত্র দ্রষ্টব্য। বহ্নি ব্যাপক পদার্থ, ধূম তার ব্যাপ্য, এই ব্যাপ্য ব্যাপকের সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলে। চার্ব্বাকেরা প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করে না। তাই মহামুনি অনুমান প্রমাণের আরও বিশ্লেষণ দিচ্ছেন।

৩২। **পঞ্চশিখাচার্য্য বলেন, বস্তুদ্বয় যখন এরূপ সম্বন্ধযুক্ত হয় যার জন্য একটি অপরটির আধেয় ইত্যাকার একপ্রকার শক্তি তাদের মধ্যে উৎপন্ন হয়, ঐ শক্তিই ব্যাপ্তি।** ৫।৩২

৩৩। **এই আধেয়ভাব বস্তুর নিত্য স্বরূপগত শক্তি বলে ধরা যায় না, কারণ তাতে পুনরুক্তি দোষ ঘটে।** ৫।৩৩

যদি স্বরূপগত হয়, তবে অপরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হউক বা না হউক, স্বতঃই প্রকাশিত হবে, তবে সম্বন্ধ পাত করে প্রকাশিত হয়, এ কথা নিরর্থক পুনরুক্তি মাত্র।

৩৪। **ঐরূপ হলে ব্যাপ্য-ব্যাপকের বিশেষণেরও সার্থকতা থাকে না।** ৫।৩৪

স্বরূপতঃ হলে বিশেষণযোগ নিরর্থক। বিশেষণ যোগ অর্থ, যে যার বিশেষণ, তার স্বরূপগত ঐ বিশেষণটি নহে, উপমামূলক।

৩৫। বৃক্ষ এবং পল্লবের উপমা এক্ষেত্রে অযৌক্তিক, কারণ পল্লবে বৃক্ষের আধেয়ত্ব স্বরূপে বর্ত্তমান থাকলেও, ছিন্ন পল্লবে বৃক্ষের সহিত আধেয়ভাব থাকা দৃষ্ট হয় না ৫।৩৫

৩৬। আধেয়-শক্তির উদয় হলেই একই প্রকার হেতুতে একটি অপরটির নিজ, ইত্যাকার শক্তির উদ্ভব হয়। ৫।৩৬

ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ স্বরূপগত নয়, কিন্তু বস্তুর আধেয় শক্তিরূপে অবস্থান করে। সেরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং তদাচরণে যে মুক্তি সম্ভব, তাহাই অনুমানসিদ্ধ। ইহাই বক্তব্য।

(৬) বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ তথা বেদার্থ নির্ণয়

৩৭। শব্দ ও অর্থ উভয়ের মধ্যে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ আছে। ৫।৩৭

শব্দ বাচক, অর্থ বাচ্য। ১।১০১ সূত্রের সহিত যুক্তব্য। শব্দ হতে অর্থজ্ঞান কিরূপে হয়, তা বিবৃত হয়েছে।

৩৮। এই সম্বন্ধ তিন প্রকারে বোধগম্য হয়। ৫।৩৮

১। আপ্তোপদেশ, অভ্রান্ত ব্যক্তি যা বলেন, তা বোধগম্য হওয়া। ২। বৃদ্ধব্যবহার—রাম যদুকে বল্‌ল, ঘট আন। যদু যে বস্তুটি আন্‌ল, তৃতীয় ব্যক্তির ঐ বস্তুটির প্রতি "ঘট" এই বাচ্য-জ্ঞান জন্মিল। পূর্ব্বাপর ব্যবহারের দ্বারা এরূপে বাচ্য-বাচকের জ্ঞান জন্মে। ৩। প্রসিদ্ধপদ-সমানাধিকরণ্য—এক ব্যক্তি "আম" খাচ্ছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি "খাচ্ছে" শব্দের অর্থ জানে, সে তখন বুঝিল যে ফলটি খাওয়া হচ্ছে, তাহাই আম। অথবা এক বাক্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পদ যাদের অর্থ জানা আছে,

তৎসমস্ত একত্রে সম্যক্ বাক্যের যে অর্থবোধ, তাহাই তৃতীয় প্রকারের জ্ঞান। এই তিন প্রকারে শ্রুতির অর্থ বোধগম্য হয়।

৩৯। বৈদিক বাক্য কেবল কার্য্যপদার্থেরই বোধক নহে অথবা সকলস্থলে ক্রিয়াপদই বাক্যের মুখ্যপদ হয় না, কারণ কার্য্য ও সিদ্ধপদার্থ উভয় স্থলেই বাক্যের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ৫।৩৯

যেমন "গো আনয়ন কর।" এ স্থলে 'আনয়ন কর' ক্রিয়ার সহিত অন্বয় করে গো পদের শক্তি বোধ হয় বটে। কিন্তু "তোমার পুত্র জাত হয়েছে", এ স্থলে স্বাত্মজত্ব সম্বন্ধকে লক্ষ্য করেই অর্থগ্রহণ পূর্ব্বক আনন্দ হয়। "জাত" হওয়ারূপ ক্রিয়ার সহিত অন্বয় করে পুত্র শব্দের ও বাক্যের অর্থ পরিগ্রহ হয় নি। অতএব ক্রিয়ার অধীনরূপেই বাক্যার্থের প্রতীতি হয় বলে যে মত আছে, তা ঠিক নয়।

৪০। লৌকিক ব্যবহারানুসারে শব্দের শক্তি বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের, তদনুসারেই বেদার্থের ও প্রতীতি হয়। ৫।৪০

৪১। বেদ অপৌরুষেয় এবং তদুপদিষ্ট স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য ইত্যাদি সবই অতীন্দ্রিয়, অতএব আপ্তোপদেশ, বৃদ্ধ-ব্যবহার ও প্রসিদ্ধপদের সামানাধিকরণ্য এই তিন উপায়ে লৌকিক শব্দের যে অর্থগ্রহণ করা হয়, তা বেদার্থ গ্রহণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। ৫।৪১

এরূপ আপত্তি হতে পারে। উত্তর পরের সূত্রে দিচ্ছেন।

৪২। বেদোক্ত যজ্ঞদানাদি স্বরূপতঃ ধর্ম্ম নহে, কারণ যজ্ঞাদিতে

যে বৈশিষ্ট্য বিধান আছে, এবং বৈদিক ক্রিয়াতে নানাবিধ দৃষ্টবস্তু সংযোগে ক্রিয়ার যে বিধান, তৎসমস্ত উপদেশ লৌকিক ব্যবহার অনুসারেই বোধগম্য হয়। ৫।৪২

বৈদিক যাগদানাদি স্বরূপত ধর্ম্ম নহে, মানে অতীন্দ্রিয় নহে, এ সমস্ত লৌকিক ব্যবহার অনুসারেই করণীয় বলে বোধগম্য হয়। এ সমস্ত বিধানই ফলপ্রদ ধর্ম্ম এবং তজ্জনিত যে অপূর্ব্ব ফলপ্রাপ্তি তাহা অতীন্দ্রিয়।

৪৩। **বৈদিক বাক্যসকল অপৌরুষেয় হলেও তাতে স্বতঃসিদ্ধা শক্তি আছে, তাহা উপদেশ পরম্পরায় বুৎপন্ন হয়ে স্বরূপার্থ প্রকাশ করে এবং অপর অর্থের ব্যবচ্ছেদ করে।** ৫।৪৩

ব্যবচ্ছেদ করে মানে, নিরসন করে। মর্ম্মার্থ এই যে, অনাদি উপদেশ-পরম্পরায় বেদশব্দের শক্তি পরিগ্রহ হয়।

৪৪। **প্রত্যক্ষের যোগ্য ও অযোগ্য উভয়বিধ বস্তুরই জ্ঞান বাক্য-দ্বারা সিদ্ধ হয়; অতএব বেদোক্ত দেবতাদিও সাধারণ ধর্ম্মদ্বারা অনুমান জ্ঞানগম্য হতে পারেন।** ৫।৪৪

প্রত্যক্ষের যোগ্য ও অযোগ্য উভয়বিধ বস্তুর জ্ঞান বাক্য দ্বারা সিদ্ধ হয়, যেমন "মনুষ্য" শব্দ প্রয়োগে পৃথিবীর দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সমস্ত মনুষ্যকেই বোঝায়। সেরূপ বেদোক্ত দেবতাগণও অনুমানসিদ্ধ। অতএব অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞাপক বলে বেদ অর্থশূন্য, তা নয়।

৪৫। **বেদ নিত্য নহে, কারণ তার উৎপন্নত্ব শ্রুতিতেই প্রকাশিত আছে।** ৫।৪৫

শ্রুতিতে আছে, "স তপোহতপ্যত তস্মাৎ ত্রয়ো বেদা অজায়ন্ত।"

৪৬। বেদ নিত্য না হলেও, ইহা কোন পুরুষের দ্বারা কৃত নয়, কারণ তার কর্ত্তা কোন পুরুষ নেই এবং হতেও পারে না। ৫।৪৬

৪৭। মুক্ত অথবা অমুক্ত কোন পুরুষই অযোগ্যতা হেতু বেদের কর্ত্তা হতে পারেন না। ৫।৪৭

মুক্ত পুরুষ বেদোক্ত উপদেশ অনুসরণ করেই মুক্ত হয়েছেন। মুক্তি যে সম্ভব তা এবং তার প্রণালী বেদেই উক্ত হয়েছে; তারই অনুসরণ করে মুক্ত পুরুষগণ মুক্তি লাভ করেছেন। সুতরাং তাঁরা বেদের কর্ত্তা হতে পারেন না। অমুক্ত বদ্ধ পুরুষদের সম্বন্ধে বেদের কর্ত্তা হওয়ার প্রশ্নই নেই।

তবে বেদ কি করে এল এবং অপৌরুষেয়ই বা কি করে? মনু-সংহিতায় আছে, বেদ অপৌরুষেয়রূপে তপস্যারত ঋষিদের মনে আবির্ভূত হন।

৪৮। অপৌরুষের হলেই যে নিত্য হবে এমন নহে; যেমন অঙ্কুরাদির অপৌরুষেয়ত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু তা নিত্য নয়। ৫।৪৮

৪৯। প্রত্যক্ষতঃ অঙ্কুরাদি কোন পুরুষকৃত নহে, সুতরাং তাদের পৌরুষেয়ত্ব অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। ৫।৪৯

অঙ্কুরাদির পৌরুষেয়ত্ব অনুমানের বাধা কি? উত্তরে বলছেন, অঙ্কুরাদিকে পুরুষকৃত বল্‌লে, তা প্রত্যক্ষের বিপরীত। প্রত্যক্ষ হচ্ছে, অঙ্কুর হতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হতে ফল এবং ফল হতে বীজ ও বীজ হতে অঙ্কুর, এরূপ স্বভাবতঃ হচ্ছে। সুতরাং পুরুষকৃত বলে অনুমানসিদ্ধ হয় না।

৫০। **কর্ত্তা প্রত্যক্ষীভূত না হলেও যদি কেহ করেছে বলে জ্ঞান হয়, তবে তৎস্থলে পৌরুষেয় শব্দ ব্যবহার করা যায়।** ৫।৫০

অঙ্কুর স্থলে এরূপ জ্ঞান উপজাত হয় না।

৫১। **বেদ নিজ শক্তির অভিব্যক্তি দ্বারা স্বতঃ প্রমাণিত।** ৫।৫১

যেমন বৈদ্য ঔষধের শক্তি জানুন বা না জানুন, উহার প্রয়োগেই রোগী রোগমুক্ত হয়। সেরূপ বেদোক্ত মন্ত্রসকলও যথাবিধি উচ্চারিত হয়ে উচ্চারণ-কর্ত্তার জ্ঞান নির্ব্বিশেষে ফলসকল উৎপাদন করে। মন্ত্রদ্বারা দেবতাসকল প্রত্যক্ষীভূত হন; মারণ, মোহন, বশীকরণ, স্তম্ভন ইত্যাদি কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। এরূপ শক্তি প্রত্যক্ষীভূত হওয়াতে বেদের প্রামাণ্য স্থাপিত হয়।

(৭) জগৎ সদ্বস্তু

৫২। **যেমন নরশৃঙ্গের জ্ঞান হয় না, সেরূপ যা অসৎ, তার জ্ঞান হয় না।** ৫।৫২

অসৎ মানে অস্তিত্বহীন।

৫৩। **অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাধা থাকলে সদ্বস্তুরও জ্ঞান না হতে পারে।** ৫।৫৩

কিন্তু প্রতিবন্ধক দূর হলেই সদ্বস্তুর জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী।

৫৪। **না সৎ, না অসৎ এরূপ অনির্ব্বচনীয় বস্তু হতে পারে না, কারণ এরূপ বস্তুর জ্ঞান অসম্ভব।** ৫।৫৪

জগৎ অসৎ বস্তু নয়, কারণ জগতের জ্ঞান হয়। অনেকে বৈদান্তিক

গুণাদিকে সদসৎ অনির্ব্বচনীয় বস্তু বলে থাকেন। সাংখ্যমতে এরূপ জ্ঞান অসম্ভব।

৫৫। অসৎ হয়েও সদ্‌রূপে প্রতিভাসিত হয়, এরূপ মতের আশ্রয় গ্রহণ করাও বাদীদের পক্ষে অসম্ভব, কারণ তাতে তাদের জগতের অনির্ব্বচনীয়ত্ব বিষয়ক বাক্যের ব্যাঘাত ঘটে। ৫।৫৫

জগৎ স্বরূপতঃ অসৎ বলে নির্দ্দেশ করলে ইহার অনির্ব্বচনীয়তা আর রইল না ; পরন্তু জগৎ জ্ঞানগম্য হওয়াতে ইহা যে অসৎ হতে পারে না, তা পূর্ব্বেই দেখান হয়েছে।

৫৬। মুক্তিকালে জগতের বাধ, বদ্ধাবস্থার অবাধ এরূপ শ্রুতি বর্ণনা করাতেও জগৎকে সদসৎ বলা যায় না। ৫।৫৬

জগৎ অস্তিত্বশীল তজ্জন্য জগৎকে সৎ বলেছেন। আবার আত্মার সম্বন্ধে জগতের বাধ নিত্যই প্রসিদ্ধ, সুতরাং ইহাকে অসৎও বলা হয়েছে। অতএব স্বরূপতঃ জগতের অবাধ (বাধ-রহিতত্ব) হেতু ইহা সৎ এবং আত্মার সংসার বন্ধন সর্ব্বদাই অলীক এই অর্থে জগৎ অসৎ ইহাই প্রমাণিত।

(৮) স্ফোট শব্দ অনিত্য

৫৭। স্ফোটাত্মক পৃথক শব্দ নেই, কারণ প্রত্যেক বর্ণ হতে পৃথক-রূপে স্ফোটশব্দের প্রতীতি হয় না। ৫।৫৭

যেমন ক, ল, স এই বর্ণত্রয় অর্থব্যঞ্জক স্ফোট "কলস" শব্দের

অঙ্গীভূতরূপে থাকার প্রতীতি হয়। অনেকে মনে করেন, ক, ল ও স এই বর্ণগুলোর নিজেদের অর্থোৎপাদিকা শক্তি নেই; কিন্তু একত্রে "কলস", ঐ শব্দগুলো হতে পৃথকরূপে অস্তিত্বশালী স্ফোটশব্দ (অর্থ-প্রকাশক শব্দ)। এই মত সঙ্গত নহে। মহামুনি তাই বল্‌ছেন। পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদের ১৭ সূত্রের ভাষ্যে স্ফোটশব্দ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচিত হয়েছে।

৫৮। **শব্দ নিত্য নহে কারণ তা উৎপত্তিশীল বলে প্রত্যক্ষ হয়।**
৫।৫৮

৫৯। **অন্ধকারাবৃত ঘরে স্থিত ঘট যেমন দীপের আলো দ্বারা প্রকাশ পায়, তদ্রূপ পূর্ব্ব সিদ্ধ শব্দও ধ্বনি প্রভৃতি দ্বারা প্রকাশ পায় মাত্র।**
৫।৫৯

পূর্ব্বের সূত্র খণ্ডন করে বাদীরা বল্‌তে পারেন, শব্দ নিত্য; অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে স্থিত ঘট যেমন দীপের আলোয় প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ নিত্য শব্দও ধ্বনি দ্বারা প্রকাশিত হয় মাত্র।

৬০। **কার্যবস্তু মাত্রই সৎ; পূর্ব্বে লীনাবস্থায় থাকে, পরে বর্ত্তমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়ে প্রকাশিত হয়; এই সিদ্ধান্তের আবার সাধন কি?**
৫।৬০

৫৯ সূত্রের উত্তরে মহামুনি বল্‌ছেন, কেবল সদ্ বস্তুরই প্রকাশ হয়, যা অসৎ তার কোনকালেই অস্তিত্ব নেই। এই মতে শব্দও নিত্য। সুতরাং এই সিদ্ধ মতের আবার সাধন দরকার কি? তবে যা কার্য্যবস্তু রূপে প্রকাশ পায়, তাকেই বস্তুর উৎপত্তি বলা হয়, সেরূপে জগতও উৎপত্তিশীল। শব্দও এরূপে উৎপত্তিশীল, অনিত্য, ইহাই বক্তব্য।

(৯) অদ্বৈতবাদ

৬১। **আত্মার নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদ সঙ্গত নহে, কারণ জন্ম-মৃত্যু, বদ্ধ-মুক্ত ইত্যাদি লিঙ্গ দ্বারা ভেদ প্রতীতি হয়।** ৫।৬১

৬২। **নানাপ্রকার অনাত্মবস্তুর অস্তিত্ব দ্বারাও নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদ অপ্রমাণিত হয়, কারণ প্রত্যক্ষতঃ ঘট, পট, গৃহ, ইত্যাদি অনাত্মবস্তু আত্মা হতে ভেদজ্ঞাপক।** ৫।৬২

৬৩। **আত্মা এবং অনাত্মা এই উভয়ই আত্মা, এরূপ সিদ্ধান্ত দ্বারাও একান্তাদ্বৈতবাদ স্থাপন হয় না।** ৫।৬৩

তাহলে অদ্বৈতশ্রুতির মানে কি? উত্তর পরের সূত্রে দিচ্ছেন।

৬৪। **কোন কোন শ্রুতিতে অনাত্ম জগৎকেও আত্মস্বরূপ বর্ণনা করেছেন এবং আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নেই; এরূপ বলার উদ্দেশ্য হল, অবিবেকী পুরুষের সংসারে বৈরাগ্য উৎপাদন করে আত্মচিন্তনে প্রবৃত্তি জন্মাবার নিমিত্ত।** ৫।৬৪

৬৫। **আত্মা অথবা আত্মাশ্রিত অবিদ্যা বা এতদুভয় জগতের উপাদান কারণ নহে, যেহেতু আত্মা অসঙ্গ।** ৫।৬৫

একাত্মবাদীদের মত আরও খণ্ডন করলেন; আত্মা অসঙ্গ, জগৎ-কারণ হতে পারে না।

৬৬। **এক আত্মারই আনন্দময়ত্ব ও চিদ্রূপত্ব সম্ভব হয় না। কারণ এ দুটি পরস্পর পৃথক।** ৫।৬৬

চিদ্রূপত্ব মানে জ্ঞান; অর্থাৎ আনন্দ ও দুঃখ (জ্ঞান) একসঙ্গে অনুভূত হয় না।

boiboi.net

৬৭। শ্রুতিতে আত্মাকে আনন্দময় বলা হয়েছে সত্য, তবে তাহা গৌণার্থে দুঃখের নিবৃত্তির জন্য। ৫।৬৭

৬৮। অথবা অল্পবুদ্ধি পুরুষের মোক্ষের প্রতি রুচি জন্মাবার অভিপ্রায়ে এ সকল মুক্তির স্তুতিবাক্য শাস্ত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। ৫।৬৮

৬১ হতে ৬৮ সূত্র প্রথম অধ্যায়ের ১৩৯ হতে ১৫৪ সূত্রের সহিত পঠিতব্য। সাংখ্য মতে পরমাত্মা নিত্য, নিঃসঙ্গ এবং গুণাত্মিকা প্রকৃতিও নিত্যা। উভয়ের মধ্যে নিত্য সান্নিধ্যসম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। যেমন লৌহ চুম্বক সন্নিধামে চুম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অনন্তরূপা প্রকৃতিও পরমাত্মার সন্নিধানে অবস্থান হেতু চৈতন্যবতী হয়ে বিবিধ রূপসকল প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রকৃতিতে সেই চৈতন্য অনুপ্রবিষ্ট হলেও, তা সর্ব্বদাই চৈতন্যস্বভাবই থাকে এবং তা প্রকৃতি ধর্ম্মাতীত। জীব এইভাবে অনন্ত। প্রকৃতি ও আত্মার সান্নিধ্যসম্বন্ধ নিত্য হওয়াতে জীবেরও অনন্ত বিভিন্নতা নিত্য সিদ্ধ আছে। সুতরাং একান্ত অদ্বৈত-বাদ, যাতে নিত্য, নির্ব্বিকার, নির্গুণ অদ্বৈত আত্মার একমাত্র অস্তিত্ব স্বীকার্য্য, তা সাংখ্যমতবিরোধী। এই শেষোক্ত মতেরই এখানে খণ্ডন করা হয়েছে।

(১০) মন

৬৯। মন সর্ব্বব্যাপী নহে, কারণ ইহা জ্ঞানক্রিয়ার একটি করণ-মাত্র এবং ইহা একটি ইন্দ্রিয়মাত্রও। ৫।৬৯

করণ মাত্রই সীমাবদ্ধ বস্তু। সীমাবদ্ধ না হলে তদ্বারা কোন কার্য্য

boiboi.net

সাধিত হয় না। মনের করণত্ব ও ইন্দ্রিয়ত্ব প্রসিদ্ধ আছে। সুতরাং মন সর্ব্বব্যাপী নহে।

৭০। **মন সক্রিয় কারণ শ্রুতি মনের গতিরূপ কার্য্য থাকা স্বয়ং প্রকাশ করেছেন।** ৫।৭০

সুতরাং মন সর্ব্বব্যাপক নহে। যার গতি আছে, সে সসীম।

৭১। **মন অখণ্ড নহে। অতএব মনের ভাগ থাকায়, ইহা ঘটবৎ পরিচ্ছিন্ন পদার্থ।** ৫।৭১

মন ভাগশূণ্য নয়, কারণ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সহিত ইহার আংশিকরূপে যুক্ততা আছে।

(১১) পুরুষ ও প্রকৃতি

৭২। **প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন অপর সমস্তই অনিত্য।** ৫।৭২

৭৩। **ভোক্তা পুরুষ নিরবয়ব বলে শ্রুতিতে উল্লেখিত হয়েছেন। অতএব তিনি অখণ্ড, ভাগরহিত।** ৫।৭৩

(১২) মুক্তি

৭৪। **আত্মাতে আনন্দের অভিব্যক্তিই মুক্তি, এই মত প্রকৃত নয়; কারণ আত্মা সর্ব্ববিধ ধর্ম্মরহিত।** ৫।৭৪

৭৫। **বিশেষ গুণের উচ্ছেদই মুক্তি, এই মতও ঠিক নয়, কারণ আত্মা সর্ব্বধর্ম্মবর্জ্জিত।** ৫।৭৫

৭৬। ব্রহ্মলোকাদি বিশেষ গতিলাভও আত্মার মুক্তি নয়, কারণ আত্মা নিষ্ক্রিয়। ৫।৭৬

৭৭। ক্ষণিকত্ববাদীদের মতে অহং অহং ইত্যাকার আভ্যন্তরিক বিজ্ঞান যখন বাহ্যাকার বিজ্ঞানের দ্বারা উপরঞ্জিত না হয়, তখন সেই উপরাগের বিনাশকেই মুক্তি কহে; এই মতও অযৌক্তিক, কারণ ক্ষণিকত্বাদি দোষ উহাতে বর্ত্তমান।

৫।৭৭

৭৮। সম্যক্ বিনাশকেও মুক্তি বলা যেতে পারে না, যেহেতু বিনাশ পুরুষার্থ হতে পারে না। সুতরাং অপুরুষার্থত্ব দোষের জন্য এই মতও অগ্রাহ্য। ৫।৭৮

৭৯। পূর্ব্বোক্ত কারণে শূন্যত্বও মুক্তি হতে পায়ে না। ৫।৭৯

৮০। দেশাদি লাভও মোক্ষ নহে, কারণ এই লাভ নিত্য নহে, সংযোগ হলেই বিয়োগও আছে। ৫।৮০

দেশাদি লাভ মানে স্বর্গাদি লাভ।

৮১। জীবের ঈশ্বরে লয়প্রাপ্তিও মুক্তি নহে, কারণ জীব ও ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে একত্ব হয় না। ৫।৮১

জীব অনাদি, সুতরাং লয়দ্বারা ব্রহ্মে তিনি বীজাকারে বর্ত্তমান থাকেন, সৃষ্টিতে আবার জন্মগ্রহণ করেন।

৮২। ইতর ঐশ্বর্যের ন্যায় অনিমাদি যোগজ ঐশ্বর্য্যও অচিরস্থায়ী, ইহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব ইহাদের লাভও মুক্তি নহে। ৫।৮২

ইতর ঐশ্বর্য্য, ধন, মান, অর্থ, সম্পদ ইত্যাদি।

৮৩। **ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তিও মুক্তি নহে, কারণ তাও নশ্বর।** ৫।৮৩

মুক্তির উপায় হচ্ছে অবিবেক ধ্বংস, বিবেকজ্ঞান লাভ ও ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্তি।

(১৩) ইন্দ্রিয়

৮৪। **ইন্দ্রিয়সকল পৃথিব্যাদি ভূতের বিকারজাত নহে, কারণ শ্রুতিতে এদের অহংতত্ত্ব হতে উৎপত্তি বলে উল্লেখ আছে।** ৫।৮৪

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২০ সূত্র দ্রষ্টব্য।

(১৪) জগৎ-কারণ

৮৫। **দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ষট্‌পদার্থ-মাত্র জগৎতত্ত্ব, এরূপ জ্ঞানেও মুক্তি হয় না।** ৫।৮৫

বৈশেষিক দর্শনের মতে জগৎ ষটপদার্থযুক্ত। এই মত যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ প্রকৃতি ঐ ষট্‌পদার্থের অতিরিক্ত।

৮৬। **ষোড়ষ পদার্থবাদী প্রভৃতির মতও সেরূপ অপ্রমাণিত।** ৫।৮৬

৮৭। **পরমাণু নিত্য নহে, কারণ তার উৎপত্তি শ্রুতিতে বর্ণিত আছে।** ৫।৮৭

৮৮। **পরমাণুর ভাগ নেই, এমতও অযৌক্তিক কারণ পরমাণু সৃষ্ট পদার্থ।** ৫।৮৮

৮৯। **রূপ থাকলেই তা প্রত্যক্ষ হবে, এরূপ নিয়ম নেই।** ৫।৮৯

কারণ ইন্দ্রিয়াদির অপটুতার জন্য প্রত্যক্ষ নাও হতে পারে। যেমন, সকল জীবের চক্ষুরিন্দ্রিয় সমান কার্য্যকরী নয়।

৯০। **অণু, মহৎ, হ্রস্ব ও দীর্ঘ এই চতুর্ব্বিধ পরিমাণ যারা স্বীকার করেন, তাদের মতও অযৌক্তিক ; অণু ও মহৎ এই দ্বিবিধ পরিমাণ স্বীকারই যথেষ্ট, অন্য দুটি এদের অন্তর্গত।** ৫।৯০

ঐ সমস্ত দোষশূন্য প্রকৃতিই জগৎ-কারণ।

(১৩) প্রত্যভিজ্ঞা

৯১। **বস্তুসকলের বিশেষ বিশেষ গুণ অনিত্য হলেও তাদের সামান্যের স্থিরতা থাকে, তাতেই প্রত্যভিজ্ঞা হয়।** ৫।৯১

সামান্য মানে সাদৃশ্য ; প্রত্যভিজ্ঞা মানে এই সেই বস্তু ইত্যাকার জ্ঞান। যেমন আম নানা প্রকার হলেও সাদৃশ্য হেতু পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আম বলে প্রত্যভিজ্ঞা হয়।

৯২। **এই প্রত্যভিজ্ঞার সিদ্ধি হেতু সামান্যের অপলাপ করা যায় না।** ৫।৯২

চার্ব্বকেরা বলেন, সামান্য বলে কিছু নেই ; তারা সেজন্য অনুমান প্রমাণকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না। ইহা সঙ্গত নহে।

৯৩। প্রত্যভিজ্ঞা অন্য পদার্থের নিবৃত্তিরূপ জ্ঞান নয়, ভাববস্তু-রূপে ইহার প্রতীতি জন্মে। ৫।৯৩

"এই সেই বস্তু" এরূপ জ্ঞান অন্য পদার্থের অভাব জ্ঞাপক নহে, ভাব (অস্তিত্ব) বস্তুরূপেই ইহার প্রতীতি হয়।

৯৪। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর যে সাদৃশ্য তা ভিন্ন তত্ত্ব নহে, কারণ সেই সকল বস্তুর সাদৃশ্যরূপেই ইহার প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে, পৃথক বস্তুরূপে নয়। ৫।৯৪

৯৫। বস্তুর ঐ 'নিজ' ইত্যাকার শক্তির অভিব্যক্তিই, অর্থাৎ একটির নিজ বলিয়া অপরটির অভিব্যক্তি হলেই ইহার উপলব্ধি হয়। ৫।৯৫

বস্তুর, অর্থাৎ একটি অপরটির নিজ এরূপ শক্তির অভিব্যক্তি হলেই উভয়ের সম্বন্ধে "জাতি" জ্ঞান হয়, ইহা কোন এক বস্তুর স্বরূপগত নহে।

৯৬। কেবল নাম এবং নামীর সম্বন্ধই যে ব্যাপ্তি, তা নয়। ৫।৯৬

ব্যাপ্তি মানে, নিত্য সম্বন্ধ।

৯৭। শব্দ ও অর্থ উভয়ই অনিত্য; সুতরাং তাদের সম্বন্ধও অনিত্য। ৫।৯৭

৯৮। অতএব একটি অপরের ধর্ম্মিরূপে নিত্য অবস্থিত হওয়ার ও জ্ঞানের সম্ভাবনা না হওয়াতে, তাদের সম্বন্ধ নিত্য হতে পারে না। ৫।৯৮

নাম-নামী, শব্দ-অর্থ এরা অনিত্য; সুতরাং এক ধর্ম্মিরূপে ও এক জ্ঞানের অবস্থিতি সম্ভব নয় বলে এদের সম্বন্ধও নিত্য হতে

পারে না। অতীত পদার্থের সাদৃশ্য কিরূপে বর্ত্তমান পদার্থে বিদ্যমান সম্ভব?

৯৯। ব্যাপ্য ও ব্যাপকের মধ্যে সম্বন্ধ ঘটাবার জন্য সমবায় নামক কোন পৃথক বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। কারণ প্রমাণের অভাবে সমবায়কে বস্তু বলে অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য। ৫।৯৯

১০০। প্রত্যক্ষ এবং অনুমান কোনটির দ্বারাই সমবায় সিদ্ধ হয় না, এতদুভয়ই সমবায় কল্পনা ব্যতিত বস্তুর নিজশক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয়। ৫।১০০

সমপ্রকার বস্তুর মধ্যে গুণ ও কর্ম্মের তথা জাতিত্বের যে সম্বন্ধ তাকে সমবায় বলে।

(১৬) ক্রিয়া

১০১। ক্রিয়া কেবল অনুমানগম্য নহে, প্রত্যক্ষ, কারণ নিকটস্থ ক্রিয়াবান বস্তুর ক্রিয়া প্রত্যক্ষজ্ঞানগম্য। যারা বলেন ক্রিয়াবান বস্তুর দেশান্তর প্রাপ্তি দর্শনে তাদের ক্রিয়া অনুমিত হয়, তাদের মত অযৌক্তিক। ৫।১০১

দেশান্তর মানে, স্থানান্তর।

(১৭) দেহ

১০২। দেহ যে কেবল পাঞ্চভৌতিক এমন নিয়ম নেই, কারণ অনেক দেহ আছে, যাদের উপাদান পঞ্চভূত নহে। ৫।১০২

১০৩। দেহ হলেই যে স্থূল হবে এমন নিয়ম নেই; কারণ মরণান্তে আতিবাহিক সূক্ষ্মদেহ বিদ্যমান হয়। ৫।১০৩

(১৮) ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি

প্রথম অধ্যায়ের ৭৯ সূত্র আরও সম্প্রসারণ করছেন।

১০৪। বহিঃস্থিত বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হয় বলেই ইন্দ্রিয়গণ তা প্রকাশ করতে পারে। অন্যথায়, বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই হত না, বা অবিশেষে সমস্ত বস্তুর জ্ঞান স্বতঃই হত, কিন্তু ইহার কোনটিই প্রকৃত নয়। সুতরাং বাহ্য বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ প্রাপ্ত হলেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হতে পারে। ৫।১০৪

জ্ঞান বস্তু-তান্ত্রিক ; ইন্দ্রিয়গণ কোনকিছু গ্রহণ করলেই দ্রষ্টার জ্ঞান যে পর্য্যন্ত না কোন আকার ধারণ করে, সে পর্য্যন্ত উহা নিরস্ত হয় না।

১০৫। দর্শনকালে চক্ষুঃ হতে তেজ অপসর্পণ হয় বলে চক্ষুকে তৈজস পদার্থ মনে করতে হবে না, কারণ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বৃত্তি দ্বারাই ঐ তেজের অপসর্পণ সাধিত হয়। ৫।১০৫

১০৬। সমীপস্থ বস্তুকে প্রকাশ করতে পারে বলেই জানা যায় ঐ বস্তুর প্রতি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বৃত্তি হয়। ৫।১০৬

১০৭। এই বৃত্তি চক্ষুর অংশ বা গুণও নহে, ইহা এতদুভয় হতে ভিন্ন। চক্ষুই বহিঃস্থিত বস্তুর সহিত সম্বন্ধলাভ করার জন্য এরূপ বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। ৫।১০৭

১০৮। ভৌতিক দ্রব্যের সহিত যুক্ত হয় বলে তাহাও ভৌতিক দ্রব্য হবে, এমন কোন অবধারিত নিয়ম নেই। ৫।১০৮

১০৯। অন্যলোকবাসিগণের ইন্দ্রিয় অন্য উপাদানের দ্বারা নির্ম্মিত নয়; আমাদের ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় একই উপকরণ দ্বারা তাদের ইন্দ্রিয়ও গঠিত। ৫।১০৯

ব্রহ্মালোক থেকে সুরু করে সর্ব্বলোকের ইন্দ্রিয় একই উপাদান (অহংকার) থেকে সৃষ্ট।

১১০। পাঞ্চভৌতিক দেহের বিভিন্ন যন্ত্রে অবস্থিত হয়ে কাজ করে বলে শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে এদের ভৌতিক বলে উপদেশ করা হয়েছে। ৫।১১০

(১৯) জীবদেহ

১১১। স্থূল শরীর ছয় প্রকার, উষ্মজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ, সাঙ্কল্পিক ও সাংসিদ্ধিক। ৫।১১১

উষ্মজ মানে স্বেদজ। সনকাদি ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ সঙ্কল্পজ। সাংসিদ্ধিক শব্দের অর্থ মন্ত্র, তপঃ বা ঔষধিজাত; ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদী এরূপ ছিলেন।

১১২। ষড়্‌বিধ স্থূলদেহেরই অসাধারণ উপাদান পৃথিবী, এজন্য এদের সাধারণতঃ পার্থিব দেহ বলা হয়। ৫।১১২

(২০) দেহ ভোগসাধন যন্ত্র

প্রথম অধ্যায়ের ৫৬ ও ১২৯ থেকে ১৩৪ সূক্ত পর্যন্ত যুক্ত।

১১৩। প্রাণ দেহারম্ভক নহে; ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা দেহোৎপত্তি হয়। ৫।১১৩

প্রাণ ইন্দ্রিয়সমূহের বৃত্তিস্বরূপ। সেজন্য মৃত্যুসময়ে ইন্দ্রিয়সমূহের সঙ্গে প্রাণও দেহ হতে নির্গত হয়ে যায়।

১১৪। **দেহ-নির্ম্মাণ লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, ইহা ভোগের যন্ত্রবিশেষ; তাতে ভোক্তা পুরুষের অধিষ্ঠান হেতুই এরূপ হয়েছে বলে নিশ্চিত অনুমান হয়, কারণ ভোক্তা না থাকলে দেহ পচে যায়।** ৫।১১৪

১১৫। **দেহ-নির্ম্মাণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বামী আত্মার কোন ব্যাপার নেই; তা তাঁর প্রাণরূপ ভৃত্যের দ্বারা সম্পাদিত হয়।** ৫।১১৫

(২১) সমাধি, সুষুপ্তি ও মোক্ষ

১১৬। **সমাধি, সুষুপ্তি ও মোক্ষাবস্থায় পুরুষ ব্রহ্মরূপতা লাভ করেন।** ৫।১১৬

যতক্ষণ সমাধি থাকে, পুরুষ গুণসঙ্গ বিবর্জ্জিত হয়ে ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন; তখন গুণসংস্কার বীজাবস্থায় থাকে। সমাধি ভঙ্গ হলেই, আবার সংসারে বুত্থান হয়। সুষুপ্তিতে পুরুষ জাগরণ ও নিদ্রাবস্থা বর্জ্জিত হয়। মোক্ষাবস্থায় পুরুষ গুণকার্য্য বর্জ্জিত হয়।

১১৭। **প্রথম দু অবস্থায় পুরুষ যে ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়, তা সবীজ কিন্তু তৃতীয় অবস্থায় তিনি নির্বীজ ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হন।** ৫।১১৭

সবীজ মানে, গুণসঙ্গ সুপ্তাবস্থায় থাকে।

১১৮। সুষুপ্তি ও সমাধির ন্যায় মোক্ষও দৃষ্ট হয়। অতএব প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থাই যে আছে, তৃতীয়টি নেই, এমন নহে। ৫।১১৮

অর্থাৎ গুণসঙ্গবিবর্জ্জিত পুরুষও আছেন।

১১৯। সমাধি ও সুষুপ্তি এই দু অবস্থায় আত্মা দোষযুক্ত থাকেন, যদিও বাসনার উদ্রেক হয়ে কোন বিষয়ের জ্ঞান হয় না; এই নিমিত্ত দোষযুক্ত যে, উহারা প্রধানের কোন বাধ জন্মাতে পারে না। ৫।১১৯

অর্থাৎ এ দু-অবস্থায় আত্মার গুণসঙ্গ সুপ্তভাবে থাকার দরুণ, প্রকৃতি-কার্য্যের কোন বাধ জন্মাতে পারে না, মানে পুরুষ প্রকৃতি গুণ-কার্য্যের অতীত হন না।

প্রথম অধ্যায়ের ১৩৮ সূত্র দ্রষ্টব্য।

(২২) ভোগ

১২০। জীবদেহ, আয়ু ও ভোগ পূর্ব্বজন্মকর্ম্মার্জ্জিত এক নির্দ্ধারিত সংস্কার বশেই সম্পাদিত হয়। প্রতিক্রিয়াস্থলে প্রত্যেক ক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন সংস্কার কল্পনা করা অযৌক্তিক, কারণ তাতে বহু-কল্পনা প্রসক্তি হয়। ৫।১২০

প্রত্যেক ক্রিয়া, (অর্থাৎ ভোগের) জন্য ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নহে। ভোগায়তন দেহ কিরূপ সংস্কার দ্বারা কিরূপ হবে, তা পূর্ব্ব হতেই নির্দ্ধারিত থাকে। ভোগ শেষ হলে দেহও পাত হয়।

(২৩) ভোগদেহ

১২১। যাতে বাহ্যজ্ঞান বিদ্যমান, তাই জীবদেহ, এরূপ নিয়ম নেই। বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, ওষধি, বনস্পতি, তৃণ, বীরুধ প্রভৃতির দেহও ভোক্তার ভোগায়তন। জীবের অধিষ্ঠান না থাকলে, মনুষ্যাদির ন্যায় এদের দেহও শুষ্ক বা পচে যায়। ৫।১২১

১২২। স্মৃতিশাস্ত্রেও এদের জীব বলে উক্তি করা হয়েছে। ৫।১২২

১২৩। দেহধারী হলেই যে জীব কর্ম্মাধিকারী হবে, তা নয়; কারণ কোন কোন বিশেষ দেহেই কর্ম্মাধিকার হয় বলে শ্রুতি বর্ণনা করেছেন। ৫।১২৩

পরের দু সূত্র দ্রষ্টব্য।

১২৪। দেহ ত্রিবিধ; কর্ম্মদেহ, উপভোগদেহ ও উভয়দেহ এই ত্রিবিধ দেহের ব্যবস্থাই শাস্ত্রে আছে। ৫।১২৪

কর্ম্মদেহ, দ্বিজাতির বা সংসার-বিরক্ত সাধকদের; উপভোগদেহ, চন্দ্রলোকাদিতে গত পুণ্যাত্মাদের বা দেবতাদের ভোগদেহ এবং উভয়দেহ যেমন, মনুষ্যাদির।

১২৫। গুণসঙ্গত্যাগী মুক্তপুরুষদের দেহ ঐ ত্রিবিধ দেহের কোনটিই নয়। ৫।১২৫

(২৪) বুদ্ধি, মনঃ

১২৬। কোন বিশেষ পুরুষেরও বুদ্ধি, মনঃ প্রভৃতি নিত্য নহে, যেমন যে কোন বস্তু অবলম্বনে প্রজ্জ্বলিত বহ্নি স্থায়ী নয়, তদ্রূপ। ৫।১২৬

boiboi.net

বিশেষ পুরুষ অর্থাৎ মুক্ত অথবা অবতার পুরুষ।

১২৭। বুদ্ধি প্রভৃতি গুণবিকার আশ্রয়সিদ্ধ নয়। ৫।১২৭

অর্থাৎ এদের যে কেহ ধারণ করে থাকে, তা স্বীকার্য্য নয়, কারণ ধারণকর্ত্তা জীবাত্মা নিষ্ক্রিয়। ইহারা স্বপ্রতিষ্ঠ।

(২৫) অণিমাদি সিদ্ধি

১২৮। ঔষধাদি সেবনে যেমন দেহের সিদ্ধি লাভ হয়, তেমন যোগজনিত অণিমাদিসিদ্ধিও প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ। ৫।১২৮

(২৬) চৈতন্য শক্তি

১২৯। চৈতন্য ভূতগ্রামের গুণ নহে, সংহত হয়ে ভূত সকলের চৈতন্য গুণ উৎপন্ন হয় না; কারণ এদের কোনটিতে পৃথক-রূপে চৈতন্যগুণ দৃষ্ট হয় না। ৫।১২৯

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত

boiboi.net

পঞ্চম অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ ঃ—

১। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বর কর্ম্মফল প্রদান করেন না ; কর্ম্মেরই ফলোৎপাদিকা শক্তি আছে।

২। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জগৎ-কর্ত্তৃত্ব নেই। জগৎ-কর্ত্তৃত্ব প্রধানেরই, (ঈশ্বরের গৌণাধিষ্ঠান আছে)।

৩। শ্রুতি জগৎকে প্রধানের কার্য্য বলে উল্লেখ করেছেন, অতএব ঈশ্বর জগৎ-স্রষ্টা নহেন।

৪। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম দুইই অস্তিত্বশীল। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম অন্তঃকরণেরই স্বভাব, আত্মার নহে।

৫। ত্রিগুণ মোক্ষসাধনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

৬। শব্দ ও অর্থ উভয়ের মধ্যে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ আছে, এই জ্ঞান দ্বারা বেদার্থ নির্ণিত হয়।

৭। লৌকিক ব্যবহার অনুসারে শব্দের শক্তি বিষয়ে যে বুৎপন্ন, তদনুসারেই বেদার্থেরও প্রতীতি জন্মে।

৮। বৈদিক বাক্যসকলের স্বতঃসিদ্ধা শক্তি আছে, তা উপদেশ পরম্পরায় বুৎপন্ন হয়ে স্বরূপার্থ প্রকাশ করে ও অপর অর্থের নিরসন করে।

৯। প্রত্যক্ষের যোগ্য ও অযোগ্য উভয়বিধ বস্তুরই জ্ঞান বাক্য-দ্বারা সিদ্ধ হয় ; অতএব বেদোক্ত দেবতাদিও সাধারণ ধর্ম্ম দ্বারা অনুমানসিদ্ধ।

১০। না সৎ, না অসৎ এরূপ অনির্ব্বচনীয় বস্তুর জ্ঞান হয় না। জগতের জ্ঞান হয়, সুতরাং জগৎ সদ্বস্তু।

১১। কার্যবস্তু মানেই পূর্ব্বে সৎ ছিল, কেবল বর্ত্তমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়ে প্রকাশিত হয়।

১২। আত্মার নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদ সঙ্গত নহে। আত্মা এবং অনাত্মা এই উভয়ই আত্মা, এরূপ সিদ্ধান্ত দ্বারাও একান্তাদ্বৈতবাদ স্থাপন হয় না।

১৩। প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন আর সবই অনিত্য।

১৪। আত্মা সর্ব্বত্রই নিষ্ক্রিয়, সুতরাং বিশেষ লোকপ্রাপ্তিতে (ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিতে) মুক্তি লাভ হয় না।

১৫। ইন্দ্রিয়সকল পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত থেকে পৃথক; ইহারা অহংকার থেকে সৃষ্ট।

১৬। রূপ থাক্‌লেই তা প্রত্যক্ষ হবে, এরূপ স্থির নেই, কেননা বস্তুর সূক্ষ্মতা বশতঃ ও ইন্দ্রিয়ের অপটুতা বশতঃ তা প্রত্যক্ষ নাও হতে পারে।

১৭। ব্রহ্মলোক থেকে সুরু করে সর্ব্বলোকের ইন্দ্রিয় একই উপাদান (অহং) থেকে সৃষ্ট।

১৮। সমাধি, সুষুপ্তি ও মোক্ষাবস্থায় পুরুষ ব্রহ্মারূপতা লাভ করেন।

১৯। দেহ ত্রিবিধ, কর্ম্মদেহ, উপভোগদেহ ও উভয়দেহ। গুণসঙ্গ-ত্যাগী মুক্ত পুরুষদের দেহ এই ত্রিবিধ দেহের কোনটিই নয়।

২০। বুদ্ধি প্রভৃতি গুণবিকার কোন আশ্রয়সিদ্ধ নয়, ইহারা স্বপ্রতিষ্ঠ।

boiboi.net

ষষ্ঠ অধ্যায়

এই অধ্যায়ে পূর্ব্ব অধ্যায় সমূহের সার বর্ণিত হয়েছে।

(১) আত্মা

১। আত্মা আছেন; আত্মার অনস্তিত্ব কোন প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায় না। ৬।১

২। আত্মা দেহ হতে ভিন্ন, কারণ উভয়ের ধর্ম্মের বিচিত্রতা বর্ত্তমান। ৬।২

দেহ বিনাশী, আত্মা অবিনাশী।

৩। আমার দেহ, আমার মন ইত্যাদি ষষ্ঠি বিভক্ত্যন্ত পদের ব্যবহার দ্বারা প্রমাণিত হয় আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন। ৬।৩

৪। শিলাপুত্রের উপমাতে দেহ ও আত্মা এক প্রমাণিত হয় না, কারণ শিল ও লোড়াতে প্রভেদ নেই, দুইই এক বস্তু। ৬।৪

(২) মোক্ষ

৫। দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হলেই পুরুষ কৃতকৃত্যতা লাভ করেন। ৬।৫

৬। দুঃখ হতে পুরুষের ক্লেশ যেমন তীব্র হয়, তুলনীয়ভাবে সুখ হতে তার অভিলাষ পূর্ত্তি তত গাঢ় হয় না। ৬।৬

boiboi.net

অর্থাৎ দুঃখের তীব্রতা যেমন প্রখর, সুখের ভোগ তত গাঢ় নয়।

৭। কোন স্থানে কদাচিৎ কাকেও সুখী দেখা যায়। ৬।৭

৮। যাহা সুখ বলে গণ্য, তাও দুঃখমিশ্রিত, সুতরাং বিবেচকগণ সুখকেও দুঃখমধ্যেই গণ্য করেন। ৬।৮

৯। কিন্তু মোক্ষ সম্বন্ধে যদি এরূপ আপত্তি কর যে, তারও পুরুষার্থত্ব নেই কারণ তদ্দ্বারাও সুখ লাভ হয় না, তবে এই আপত্তি অযৌক্তিক, কারণ পুরুষার্থ দু প্রকার সুখলাভ যেমন এক প্রকার পুরুষার্থ, দুঃখ নিবৃত্তিও তদ্রূপ অন্য প্রকার পুরুষার্থ। ৬।৯

১০। শ্রুতি আত্মাকে অসঙ্গ বলে ব্যাখ্যা করেছেন, সুতরাং আত্মা নির্গুণ। অতএব সুখ-দুঃখাদি আত্মার ধর্ম্ম নহে। ৬।১০

১১। কিন্তু সুখ এবং দুঃখ আত্মধর্ম্ম না হয়ে গুণধর্ম্ম হলেও অবিবেক বশতঃ আত্মধর্ম্মরূপে লক্ষিত হয়। ৬।১১

১২। অবিবেক অনাদি বলে স্বীকার্য্য, অন্যথায় দ্বিবিধ দোষের প্রসক্তি হয়। ৬।১২

যদি অবিবেক উৎপত্তিশীল হয়, তবে স্বয়ং জন্মে অথবা কর্ম্মজাত বলতে হবে। স্বয়ং জন্মিলে মুক্তপুরুষদের পক্ষেও পুনর্বন্ধন সম্ভব এবং কারণ বিনা কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করতে হয়। এক দোষ। কর্ম্মজন্য বললে সেই কর্ম্মের প্রতিও অবিবেক ব্যতিত অন্য কিছুকে কারণ বলে স্বীকার করতে হয়। এরূপ অনবস্থা দোষ ঘটে।

১৩। অবিবেককে আত্মার ন্যায় নিত্য বলে স্বীকার করা যায় না, যেহেতু নিত্য হলে উহার উচ্ছেদ ও মোক্ষলাভ অসম্ভব হয়ে পড়ে। ৬।১৩

১৪। অন্ধকার যেমন কেবল এক নির্দ্দিষ্ট কারণ আলোক দ্বারাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অবিবেকও বিবেকরূপ নিয়ত কারণ দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৬।১৪

১৫। অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা বিবেকোৎপত্তির পক্ষেও শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এই ত্রিবিধ নিয়ত কারণ থাকা জানা যায়। ৬।১৫

অন্বয় ও ব্যতিরেক মানে, এটার সত্তায় (বিদ্যমানতায়) ওটার সত্তা এবং এটার অসত্তায় (অবিদ্যমানতায়) ওটার অবিদ্যমানতা অর্থাৎ কার্য্য থাকলেই কারণ থাকবে এবং কারণ না থাক্‌লে কার্য্য থাকা সম্ভব নয়। সেরূপ বিবেকোৎপত্তির পক্ষে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, কারণরূপে বর্ত্তমান এবং এদের অনুশীলনে বিবেকোৎপত্তি সম্ভব।

১৬। অবিবেকই বন্ধ, কারণ তা অন্য কিছু হতে পারে না। ৬।১৬

১৭। মুক্ত পুরুষের পুনরায় বন্ধ ঘটে না, কারণ শ্রুতি বলেছেন মুক্ত পুরুষের পুনরাবৃত্তি নেই। ৬।১৭

১৮। মুক্ত পুরুষের সংসারে পুনরাবৃত্তি ঘটলে মুক্তি অপুরুষার্থ হয়ে যেত। ৬।১৮

১৯। মুক্তির পরও পুনরাবৃত্তি সম্ভব হলে, বন্ধ ও মোক্ষের মধ্যে প্রভেদ কিছু থাকতো না। ৬।১৯

২০। মুক্তি আত্মার স্বরূপ হতে পৃথক বস্তু নহে, স্বরূপবোধের অন্তরায় বিনাশ মাত্র। ৬।২০

অর্থাৎ অবিদ্যা যা আত্মার স্বরূপ আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তার থেকে মুক্তিই মোক্ষ।

২১। অন্তরায় বিনাশই মোক্ষত্ব সিদ্ধি, এরূপ সিদ্ধান্ত পুরুষার্থ বিরোধী নহে। ৬।২১

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ (মোক্ষ) অবিদ্যারূপ অন্তরায় ধ্বংস হলেই লভ্য।

২২। উত্তমাদিভেদে অধিকারী ত্রিবিধ হওয়ায় শ্রবণ মাত্রই মোক্ষ সাধিত হয় না। ৬।২২

২৩। উত্তম অধিকারীর একবার শ্রবণ মাত্রই বিবেকোদয় হতে পারে। কিন্তু মধ্যম ও অধম অধিকারীদের পুনঃ পুনঃ মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন আছে। ৬।২৩

(৩) সাধন

২৪। যে আসনে স্থির হয়ে অনেকক্ষণ সুখে উপবিষ্ট থাকা যায়, তাহাই আসন; এ বিষয়ে বিশেষ কোন নিয়ম নেই। ৬।২৪

২৫। বিষয়শূণ্যভাবে মনের অবস্থিতিকেই ধ্যান কহে। ৬।২৫

২৬। মন বিষয়ে উপরাগযুক্ত হোক বা বিষয় থেকে উপরত হোক, এই উভয় অবস্থাই নিঃসঙ্গ আত্মার পক্ষে সমান হলেও বিষয়োপরাগের নিবৃত্তি অবিবেক বিনাশ করে বলে তাহা মোক্ষের অনুকূল এবং শ্রেষ্ঠ। ৬।২৬

আপত্তি হতে পারে যে, নিঃসঙ্গ আত্মার নিকট বিষয়ে উপরাগ বা উপরতি উভয়ই সমান, সুতরাং ধ্যানের কি প্রয়োজন? উত্তরে বলছেন, বিষয়োপরাগের নিবৃত্তি (অর্থাৎ ধ্যান), অবিবেক বিনাশ করে বলে মোক্ষের অনুকূল এবং তদ্ধেতু শ্রেষ্ঠ।

২৭। পুরুষ নিঃসঙ্গ হলেও অবিবেক বশতঃ তাঁর উপরাগ হতে পারে। ৬।২৭

যেমন জবাকুসুম সান্নিধ্যে স্ফটিকের উপরাগ হয়, তেমন।

২৮। জবাকুসুম সন্নিধ্যে বাস্তবিক স্ফটিক উপরঞ্জিত হয় না, তদ্রূপ বোধ হয়, আত্মাও বস্তুতঃ তদ্রূপ অবিবেকযুক্ত হন না। ৬।২৮

২৯। ধ্যান, ধারণা, অভ্যাস ও বৈরাগ্য প্রভৃতি দ্বারা চিত্তের উপরাগের নিরোধ হয়। ৬।২৯

৩০। আচার্য্যগণ উপদেশ করেছেন, ধ্যানাদি দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ ও লয় নিবারিত হয়। ৬।৩০

লয় মানে, আলস্য, নিদ্রা, অপটুতা ইতি।

৩১। যে স্থানে চিত্ত নিরুদ্বেগ হয়ে প্রসন্নভাবে অবস্থিতি করে, সেস্থানেই যোগাভ্যাস করবে; স্থান বিশেষের কোন নিয়ম নেই। ৬।৩১

(৪) প্রকৃতি

৩২। প্রকৃতি জগতের মূল উপাদান, মহদাদি তত্ত্বসকল কার্য্য-বস্তু বলে শ্রুতি প্রমাণে জানা যায়। ৬।৩২

৩৩। আত্মা নিত্য হলেও তিনি জগতের উপাদানকারণ নহেন, কারণ তিনি নির্গুণ হওয়াতে গুণাত্মক জগতের উপাদান হবার অযোগ্য। ৬।৩৩

৩৪। আত্মার জগদুপাদনত্ব শ্রুতি-বিরুদ্ধ। সুতরাং শুধু কুতর্ক দ্বারা আত্মার জগৎকারণত্ব অনুমান করা নিষ্ফল। ৬।৩৪

৩৫। পরমাণুসকল পরম্পরা সূত্রে অনুবৃত্ত হয়ে যেমন স্থূল বস্তুসকল উৎপাদন করে, তেমন প্রকৃতিও পরম্পরা সূত্রে সমস্ত জগতের উপাদান বলে জানবে। ৬।৩৫

পরম্পরা সূত্র মানে, ক্রমশঃ বিবর্ত্তিত হয়ে, সাক্ষাৎ নয়।

৩৬। সর্ব্বত্র যা-কিছু দেখা যায়, তাই প্রকৃতির পরিণাম, সুতরাং প্রকৃতি বিভুরূপা। ৬।৩৬

৩৭। প্রকৃতি সর্ব্বব্যাপী বস্তু, গতিশীলা নহেন, গতিশীলা হলেই তা পরমাণুবৎ পরিচ্ছিন্ন পদার্থ হবেন; সুতরাং তাহা অনন্ত জগতের আদি কারণ হতে পারে না। ৬।৩৭

৩৮। বৈশেষিকাদিদর্শনপ্রসিদ্ধ দ্রব্যাদি হতে প্রকৃতি অতিরিক্ত পদার্থ বলে প্রকৃতির অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য নহে, কারণ দ্রব্যাদি সে সপ্ত, নব অথবা ষোড়শ সংখ্যক হবে, এমন নিয়মের প্রমাণ নেই। ৬।৩৮

৩৯। সত্ত্বাদি গুণত্রয় প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে, ইহারা প্রকৃতির স্বরূপ। ৬।৩৯

৪০। উষ্ট্র যেমন পরের ভোগের জন্য কুঙ্কুম বহন করে, সেরূপ প্রধানও পুরুষের ভোগের নিমিত্ত সৃষ্টিকার্য্য করেন, স্বভোগার্থে নয়। ৬।৪০

৪১। কর্ম্ম অশেষবিধ, তৎফলস্বরূপ সৃষ্টিও অশেষবিধ। ৬।৪১

৪২। সৃষ্টি ও প্রলয় এ দুটি গুণত্রয়ের বৈষম্য এবং সাম্য হতে হয়। ৬।৪২

গুণত্রয় যখন চঞ্চলা থাকেন, তখন সৃষ্টি অব্যাহত থাকে ; উহারা যখন সাম্য হয়, অর্থাৎ প্রকৃতিতে লীন হয়, তখন প্রলয় সংঘটিত হয়ে সৃষ্টিকার্য্য বিরত থাকে।

৪৩। যে ব্যক্তির দর্শনকৌতূহল পরিতৃপ্ত হয়েছে, তাহাকে যেমন কেহ আর কিছু দেখায় না, তদ্রূপ পুরুষ যখন আপনাকে বিমুক্ত বোধ করেন, তখন প্রকৃতি আর তাঁর জন্য সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তা হন না। ৬।৪৩

সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তা হন না মানে, তখন প্রকৃতিগত তার আর কোন কার্য্য থাকে না।

৪৪। অন্য পুরুষদের জন্য প্রকৃতি ভোগরচনা করেন বলে সৃষ্টি-কার্য্যে বিরত হন না সত্য, কিন্তু তা মুক্তপুরুষদের সম্বন্ধে কোন ভোগের কার্য্য হয় না। কারণ অবিদ্যা, যার প্রভাবে ভোগ হয়, তা মুক্তপুরুষদের বিনষ্ট হয়ে যায়।

৬।৪৪

boiRboi.net

৪৫৭ কেহ জাত, কেহ জীবিত, কেহ মৃত ইত্যাদি, অবস্থাভেদে পুরুষের বহুত্ব প্রমাণিত হয়। ৬।৪৫

সুতরাং একজনের মুক্তি হলে অন্য সকলের মুক্তি সংঘটিত হয় না।

৪৬। আত্মা এক, উপাধি বিভিন্ন, এরূপ বললেও আত্মা ভিন্ন বস্তুর অর্থাৎ উপাধির অস্তিত্ব স্বীকৃত হল; অতএব দ্বৈতবাদই স্থাপিত হল। ৬।৪৬

৪৭। আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর স্বীকার করলেই একান্তাদ্বৈত মত প্রমাণ বিরুদ্ধ হল। ৬।৪৭

৪৮। আত্মা ও উপাধি স্বীকারে অবশ্যি কোন বিরোধ হয় না। কিন্তু একান্তাদ্বৈতবাদ প্রতিসাধনে হেতুর অভাব হয়; আবার উপাধি স্বীকার করে তার মিথ্যাত্ব স্থাপন করার চেষ্টারও কারণ কিছু থাকে না। ৬।৪৮

আত্মা ও উপাধি স্বীকারে প্রকৃতি পুরুষবাদী সাংখমতের সহিত কোন বিরোধ হয় না, কিন্তু একান্তাদ্বৈতবাদ সাধন করার হেতুর অভাব হয়, (কারণ কেবল আত্মাই রইল, অন্য কিসের দ্বারা আত্মা থাকা প্রমাণ করবেন?) সেরূপ উপাধি স্বীকার করে আবার তার মিথ্যাত্ব প্রমাণ করার চেষ্টারও কারণের অভাব হয়। পরের সূত্র দ্রষ্টব্য।

৪৯। আত্মাই জগদাকারে প্রকাশিত হন, সুতরাং অদ্বৈতসাধক হেতুর অভাব হয় না, এরূপ বললে কর্ম্ম-কর্তৃত্ব বিরোধ হয়; যে কর্ত্তা সেই কর্ম্ম, ইহা অসঙ্গত। ৬।৪৯

৫০। আত্মা শুদ্ধ চিদ্রূপ; জড়ত্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত হয়ে জড়রূপা জগৎকে প্রকাশ করেন। ৬।৫০

চৈতন্যস্বভাব আত্মা জড়রূপ জগতকে প্রকাশ করেন। ইহাই সৎ সিদ্ধান্ত।

৫১। শ্রুতি-উক্ত জগতের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে জগৎ নিত্য এই সিদ্ধান্তের বিরোধ নেই; আত্মা ভিন্ন সমস্ত বস্তু মিথ্যা বলবার অভিপ্রায়, তদ্দ্বারা অনুরাগবিশিষ্ট পুরুষদের বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্ত। ৬।৫১

৫২। জগৎ সত্য, মিথ্যা নহে, কারণ ইহা অদৃষ্টকারণ জন্য এবং ইহার অস্তিত্বের বাধক কিছু প্রমাণ নাই। ৬।৫২

প্রথম অধ্যায়ের ৬৯ সূত্রও দ্রষ্টব্য।

৫৩। অসতের উৎপত্তি অসম্ভব বলে সত্যেরই উৎপত্তি স্বীকার করতে হয়। ৬।৫৩

অতএব জগৎ কারণ প্রকৃতি তসদ্বস্তু নহে।

(৩) আত্মা, অহংকার ও মোক্ষ

৫৪। জীবের কর্তৃত্ব অহংকারনিষ্ঠ, পুরুষনিষ্ঠ নহে। ৬।৫৪

জীবের যে কর্তৃত্ব, "আমি খাচ্ছি", "আমি দেখছি" ইত্যাদি, ইহা অহংকার নিষ্ঠ। আত্মা কর্তা নহেন।

৫৫। ভোগ আত্মাতে পর্য্যবসিত হয়; আত্মজ্ঞান হলে ভোগ থাকে না, কারণ অহংকারকৃত কর্ম্মেরই ফলভোগ হয়ে থাকে। ৬।৫৫

৫৬। জন্মের হেতুভূত কর্ম্ম বিনষ্ট না হওয়াতে মরণান্তে চন্দ্রাদি-লোক প্রাপ্তি হলেও পুনরায় ইহজগতে আবর্ত্তিত হতে হয়। ৬।৫৬

৫৭। ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তি দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তির যে উপদেশ শাস্ত্রে আছে, তদ্দ্বারা যথার্থপক্ষে মোক্ষলাভ হয় না, তা পূর্ব্বেই অবধারিত হয়েছে। ৬।৫৭

৫।৭৬ সূত্র দ্রষ্টব্য।

৫৮। পরম্পরাসূত্রেই ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তি মুক্তির হেতুভূত হয়, এই নিমিত্ত ঐ সকল লোকপ্রাপ্তিকে শ্রুতি মোক্ষ বলে অভিহিত করেছেন। ৬।৫৮

আত্মা কোন বিশেষ লোকনিষ্ঠ নহেন।

৫৯। আত্মা সর্ব্বব্যাপক, বিভু; তাঁর গতি বিষয়ে যে শ্রুতি আছে, তা উপাধিযোগে দেশকালাদি ভোগ লাভ হয়ে পরিচ্ছিন্ন হওয়া বশতঃ; যেমন আকাশ সর্ব্বব্যাপক হয়েও উপাধিযোগে পৃথক পৃথক দৃষ্ট হয়। ৬।৫৯

(৬) জীবদেহ আত্মনিষ্ঠ

৬০। চেতন অধিষ্ঠান না থাকলে জীবদেহ পচে যায়, অতএব জীবিতাবস্থায় চেতন আত্মার দেহে অধিষ্ঠান সিদ্ধ হয়। ৬।৬০

৬১। যেমন সজীব বীজই জলসিঞ্চনে অঙ্কুরিত হয়, তদ্রূপ আত্মাধিষ্ঠিত দেহই অদৃষ্টবশতঃ জন্মগ্রহণ করে; আত্মার অধিষ্ঠান ব্যতিত কেবল অদৃষ্টদ্বারা দেহের জন্ম ও মৃত্যু অসম্ভব। ৬।৬১

৬২। আত্মাধিষ্ঠান দেহে থাকলেও, তাঁর নির্গুণস্বভাব বশতঃ দেহসকল অহংকার হতেই উৎপন্ন হয়। ৬।৬২

আত্মা নিষ্ক্রিয়, কিন্তু তাঁর অধিষ্ঠান বশতঃ দেহ সজীব। জন্ম-মৃত্যু জীবের কর্ম্মফলানুগ; এই কর্ম্ম অহং হতেই উদ্ভূত। সুতরাং জন্ম-মৃত্যু অহংকার হতেই প্রবাহরূপে হচ্ছে।

৬৩। বিশেষ দেহবিশিষ্ট আত্মারই জীবসংজ্ঞা হয়, ইহা অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয়বিধ যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ। ৬।৬৩

অর্থাৎ আত্মা থাক্‌লেই দেহ আছে, না থাক্‌লেই দেহও নেই।

(৭) অহংতত্ত্ব

৬৪। জগতের সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্য অহংকাররূপ কর্ত্তার অধীন, ঈশ্বরাধীন নহে, কারণ সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নেই। ৬।৬৪

৬৫। অদৃষ্ট বশতঃই অহঙ্কারের সৃষ্টি; এ বিষয়ে অন্যান্য মতের সহিত আমাদের মতও সমান। ৬।৬৫

৬৬। মহৎতত্ত্ব হতে অহঙ্কারের সৃষ্টি। ৬।৬৬

৬৭। পুরুষের প্রতি প্রকৃতির যে প্রভুভাবে কার্য্য প্রবৃত্তি, ইহা কর্ম্মনিমিত্তক এবং বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় অনাদি। ৬।৬৭

অর্থাৎ কর্ম্মপ্রবাহ ও সৃষ্টি পরস্পরাক্রমে চলে।

৬৮। আচার্য্য পঞ্চশিখ বলেন, পুরুষের প্রতি প্রকৃতির এই প্রভুভাব অবিবেক নিমিত্ত। ৬।৬৮

৬৯। সনন্দনাচার্য্য বলেন, পুরুষের প্রতি প্রকৃতির প্রভুভাবে লিঙ্গ শরীরই নিমিত্ত। ৬।৬৯

৭০। যে ভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক্ না কেন, ইহার উচ্ছেদ-সাধনই পুরুষার্থ। ৬।৭০

অর্থাৎ জীবের অবিদ্যাগ্রস্থ, (অথবা প্রকৃতি বিমূঢ়) হয়ে যে কার্য্য-প্রবৃত্তি তার উচ্ছেদসাধনই পুরুষার্থ বা মোক্ষ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

boiboi.net

boiboi.net

ষষ্ঠ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

১। আত্ম দেহ হতে ভিন্ন, কারণ উভয়ের ধর্ম্মের বৈচিত্র বর্ত্তমান।

২। দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হলেই পুরুষ কৃতকত্যতা লাভ করেন।

৩। দুঃখ হতে পুরুষের ক্লেশ যেমন তীব্র হয়, তুলনীয়ভাবে সুখানুভব তত গাঢ় হয় না।

৪। যা সুখ বলে গণ্য তাও দুঃখমিশ্রিত, সুতরাং বিবেকীগণ সুখকেও দুঃখ বলে গণ্য করেন।

৫। সুখ এবং দুঃখ আত্মার ধর্ম্ম নয়, প্রকৃতির, কিন্তু অবিবেক-বশতঃ আত্মধর্ম্মরূপেই প্রতীত হয়।

৬। অন্ধকার যেমন নিয়ত কারণ আলোক দ্বারাই দূর হয়, তেমন অবিবেকও বিবেকরূপ নিয়ত কারণ দ্বারাই উচ্ছেদ্য।

৭। মুক্ত পুরুষের পুনরায় বন্ধ ঘটে না।

৮। মুক্তি আত্মার স্বরূপ হতে পৃথক বস্তু নয়, স্বরূপবোধের অন্তরায় বিনাশমাত্র।

৯। অধিকারী ত্রিবিধ হওয়ায়, মধ্যম ও অধম অধিকারীদের পক্ষে পুনঃ পুনঃ মনন্ ও নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন আছে।

১০। যে আসনে স্থির হয়ে অনেকক্ষণ সুখে উপবিষ্ট থাকা যায়, তাহাই আসন।

১১। বিষয়শূন্যভাবে মনের অবস্থিতিকেই ধ্যান কহে।

১২। ১২। পুরুষ নিঃসঙ্গ হলেও অবিবেক বশতঃ তার উপরাগ হতে পারে যেমন জবাকুসুম সান্নিধ্যে স্ফটিকের উপরঞ্জন হয়।

boiboi.net

১৩। ধ্যান, ধারণা, অভ্যাস ও বৈরাগ্য ইত্যাদি দ্বারা চিত্তের উপরাগের নিরোধ হয়।

১৪। যে স্থানে চিত্ত নিরুদ্বেগ হয়ে প্রসন্নভাবে অবস্থিতি করে, সে স্থানই যোগাভ্যাসের উপযুক্ত।

১৫। পরমাণু সকল পরস্পর অনুবৃত্ত হয়ে যেমন স্থূল বস্তু উৎপাদন করে, তেমন প্রকৃতিকেও পরম্পরাসূত্রে সমস্ত জগতের উপাদান কারণ বলে জান্‌বে।

১৬। কর্ম্মের বিচিত্রতা হেতু সৃষ্টিও বৈচিত্রময়।

১৭। সৃষ্টি ও প্রলয়, এ দুটি ত্রিগুণের বৈষম্য ও সাম্য হতে হয়।

১৮। আত্মা শুদ্ধ চিদ্রূপ; জড়ত্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হয় জড়রূপা জগৎকে প্রকাশ করেন।

১৯। শ্রুতিতে স্থানে স্থানে জগৎকে মিথ্যা বলার অভিপ্রায়, তদ্দ্বারা অনুরাগবিশিষ্ট পুরুষের বৈরাগ্য উদয় করার নিমিত্ত।

২০। জগৎ সত্য, কারণ ইহা অদৃষ্টকারণ জন্য এবং ইহার অস্তিত্বের বাধক কিছু প্রমাণিত হয় না।

২১। যা অসৎ, মানে অস্তিত্বহীন, তার উৎপত্তি কোনকালেই সম্ভব নয়।

২২। জীবের কর্তৃত্ব অহংকারনিষ্ঠ, আত্মা কর্ত্তা নহেন।

২৩। অহংকারকৃত কর্ম্মেরই ফলভোগ হয়, ভোগ আত্মাতে পর্য্যবসিত হয়।

২৪। পুরুষের জ্ঞানোৎপন্ন হলে অহংকার থাকে না। সুতরাং ভোগও থাকে না।

২৫। পরম্পরাসূত্রেই ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তি মুক্তির হেতুভূত হয়।

এজন্য শ্রুতি এসকল লোকপ্রাপ্তিকে মোক্ষ বলেছেন। আত্মার মুক্তি কোন বিশেষ লোকনিষ্ঠ নহে।

২৬। আত্মাধিষ্ঠান দেহে থাকলেও, তাঁর নির্গুণস্বভাব বশতঃ দেহ সকল অহংকার থেকেই সৃষ্ট হয়।

২৭। জগতের সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্য অহংকাররূপ কর্ত্তার অধীন, ঈশ্বরাধীন নহে।

২৮। পুরুষের প্রতি প্রকৃতির প্রভুভাবে যে কার্য্য প্রবৃত্তি তা অবিবেক মূলক। ইহার উচ্ছেদ সাধনই মোক্ষ।

সাংখ্য প্রবচনসূত্র সমাপ্ত

boiboi.net

boiboi.net

মন্তব্য

সাংখ্য দর্শন পঠন শেষ হল। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ২৫ থেকে ৩৩ অধ্যায় পর্যন্ত ভগবান কপিলদেব তাঁর মাতা দেবহূতিকে এই দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীশ্রীমহাভারতের শান্তিপর্ব্বে স্বয়ং শ্রীশ্রীব্যাসদেব তাঁর পুত্র শ্রীশ্রীশুকদেবকে তত্ত্বোপদেশচ্ছলেও এই দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন। ইহার মর্ম্মার্থ হল, দেহাত্মবোধ বন্ধ এবং আত্মনিষ্ঠ যোগ বা জ্ঞানই হল মুক্তির কারণ, অর্থাৎ দেহকে আত্মা বলে যে ভ্রম তাই হচ্ছে জীবের বন্ধের কারণ এবং যে জ্ঞান দ্বারা এই ভ্রম দূর হয়ে সর্ব্বত্র এক আত্মা অনুভূত হয়, তাই মোক্ষের কারণ।

সুতরাং করুণাময় মহামুনি আত্মা এবং প্রকৃতির বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলেন। শ্রুতি উল্লেখ করে তিনি প্রমাণ করলেন এই আত্মা বা পুরুষ নিঃসঙ্গ, গুণাতীত এবং নির্ব্বিকার। অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্য ব্যাপারে তাঁর নিজের কোন কার্য্যকারিতা নেই। এই-যে অনন্ত সৃষ্টিবিন্যাস তা হচ্ছে প্রকৃতির বিকার। প্রকৃতি ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি বা মায়া ব্যতীত আর কিছুই নন্ এবং এই বিশ্ব স্বপ্রকাশ আত্মারই প্রকাশ। যেহেতু প্রকৃতি থেকে অনন্ত সৃষ্টির রচনা হয়েছে সেজন্য মহামুনি, বোঝাবার জন্য, প্রকৃতিকে পুরুষ থেকে আলাদা করে এই দর্শনে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই বলেছেন, প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই অলিঙ্গ এবং অনাদি কিন্তু পুরুষ (আত্মা বা ব্রহ্ম) বিকার-রহিত, প্রকৃতি বিবর্ত্তনশীল; সুতরাং প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ।

পরব্রহ্মের তিনটি অতি সূক্ষ্ম গুণ, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ যখন সাম্যাবস্থায় থাকে, তাকেই প্রকৃতি বলা হয়। পুরুষের ঈক্ষণে (বা ইচ্ছায়)

boiboi.net

এই গুণগুলো চঞ্চল হয়ে উঠে, তখনই প্রকৃতি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তা হন। প্রথমে তিনি মহৎতত্ত্বে বিবর্ত্তিতা হন। তারপর মহৎ থেকে অহংকারে রূপান্তরিতা হন। এই অহংকার থেকেই সমুদয় সৃষ্টি হয়। অহংতত্ত্ব থেকে পঞ্চ সূক্ষ্ম তন্মাত্র, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের উৎপত্তি হয়। এই সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্র থেকে স্থূল পঞ্চ মহাভূত, ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অপ ও ক্ষিতির উৎপত্তি। এ সমস্ত সৃষ্টি পুরুষের ভোগ সম্পাদন করার নিমিত্ত। অহংকার থেকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি হয়। পুরুষ এবং প্রকৃতিকে নিয়ে এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, যা দিয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট।

আমাদের দেহযন্ত্রও ঐ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে গঠিত। শ্রীশ্রীমহাভারতে ব্যাখ্যা করেছেন, সমস্ত ভূতগ্রাম ঐ পঞ্চ স্থূল মহাভূত থেকে সৃষ্ট এবং ঐ পঞ্চ মহাভূতেই লয়প্রাপ্ত হয়। মহামুনি স্যাংখ্য-দর্শনে বলেছেন প্রকৃতির এই সৃষ্টিকার্য্য প্রচেষ্টা, পুরুষের ভোগের নিমিত্ত এর মধ্য দিয়েই সদামুক্ত পুরুষ অথচ যিনি দেহাবদ্ধ হয়ে দুঃখভোগ করছেন, তাঁর দুঃখের নিবৃত্তির জন্য। উপরোক্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে পুরুষের ভোগের অবসান হয় এবং বিবেকজ্ঞান লাভ করে তিনি মুক্তিলাভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উপদেশ করেছেন, অনুলোমক্রমে, অর্থাৎ পুরুষ থেকে স্থূল পঞ্চমহাভূত পর্য্যন্ত এবং প্রতিলোমক্রমে ক্ষিতি থেকে পুরুষ পর্য্যন্ত সৃষ্টিতত্ত্ব বার বার অনুধাবন করলে পুরুষের বৈরাগ্য তথা জ্ঞানলাভ হয়। পুরুষ থেকে প্রকৃতি, প্রকৃতি থেকে মহৎ, তার থেকে অহং, অহং থেকে সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্র, তাদের থেকে স্থূল মহাভূতগুলো সৃষ্ট, এরূপ অনুলোম চিন্তা। যখন মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, অর্থাৎ পরব্রহ্ম সৃষ্টি লয় করতে ইচ্ছা করেন তখন ক্ষিতি জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে এবং বায়ু আকাশে লয়

প্রাপ্ত হয়। আকাশ সূক্ষ্ম তন্মাত্রে, তন্মাত্র অহংকারে, অহং মহতে, মহৎ প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতির তিনগুণ সাম্যাবস্থা লাভ করে (নিষ্ক্রিয় হয়ে) ব্রহ্মে লীন হন। ইহাই হচ্ছে প্রতিলোম ধারণা।

মানুষের বদ্ধমূল সংসার-বাসনা কোন প্রকারেই নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু যুক্তির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে এই সংসার যন্ত্রণার ধীরে ধীরে অবসান হয়। তাই করুণাপরবশ মহামুনি এই সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

মনে হয় তৎকালে নানাপ্রকার নাস্তিক মতবাদ মানুষের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করেছিল। মহামুনি সেগুলোকে খণ্ডন করতে গিয়ে বিবিধ বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবতারনা করাতে মূল বিষয়বস্তুগুলো কোথাও কোথাও তর্কজালে আচ্ছন্ন হয়েছে মনে হবে। তাছাড়া, প্রকৃতির অতি সূক্ষ্ম, গূঢ় রহস্যগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না ; সেগুলো যাতে বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় সেজন্য তিনি "অনুমান-প্রমাণের" সবিশেষ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বুদ্ধিমান পাঠক এগুলো লক্ষ্য রেখে মূল বিষয়বস্তুগুলো পর পর নজর রেখে পাঠ করলে এই দর্শন অনুধাবন করতে কষ্ট হবে না।

পরিশেষে শ্রীমহাভারতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ পিতামহ ভীষ্ম শান্তিপর্ব্বের ৩০২ অধ্যায়ে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে যে উপদেশ প্রদান করেছিলেন তা উদ্ধৃত করে এই গ্রন্থ সমাপন করছি ঃ—

"বিজ্ঞতম সাংখ্যমতাবলম্বীরা এই জ্ঞানবলেই পরমগতি লাভ করেন। ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট জ্ঞান আর কিছুই নাই। তুমি ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় করিও না। মহাত্মা মনীষিগণ এই সাংখ্যমতকে অক্ষর, ধ্রুব, পূর্ণব্রহ্ম, সনাতন, নির্দ্বন্দ, নির্ব্বিকার, নিত্য এবং আদি, অন্ত ও মধ্যবিহীন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। উহা যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উহা

হইতে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় উপস্থিত হয়। পরম ঋষিরা শাস্ত্রমধ্যে সাংখ্যমতকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। দেবতা, ব্রাহ্মণ, যোগী, সাংখ্যমতাবলম্বী ও শান্তিগুণাবলম্বী ব্যক্তিরা যে পরমাত্মার প্রতিনিয়ত স্তব করিয়া থাকেন, সাংখ্যশাস্ত্রই সেই নিরাকার পরব্রহ্মের মূর্ত্তিস্বরূপ।"

শ্রীশ্রীগুরুচরণযুগল স্মরণম্

ওঁ তৎ সৎ।

অনুবাদকের পরিচিতি :—

পূর্ব্বাশ্রম নাম— **সর্ব্বশক্তি গুহ**, বি, এ।

বানপ্রস্থাশ্রম নাম—**সদ্‌গুরুদাস**, (শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব)।

ঠিকানা— **১২-এ, ঠাকুরবাড়ী সরণী, (বেলঘরিয়া), কলিকাতা-৮৩।**

আশ্রম— **শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবার আশ্রম।**
পোঃ সুখচড়, (রেলওয়ে স্টেশন, সোদপুর)
জিঃ চব্বিশ পরগণা।
পশ্চিমবঙ্গ।